বামাবোধিনী পত্রিকা।

১১শ কল্প—৪র্থ ভাগ।

১৩২৬ সালের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 669. May, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৯ সংখ্যা। বৈশাখ, ১৩২৬। মে, ১৯১৯। ১১শ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

বসন্তে।

(গান)

কুসুমেরা দল মেলেছে থরে থর্,
ও তুই মেলে দিয়ে হৃদয়-কমল তুলে ধর্!
বাতাস লাগুক্ গায়ে,
আলো পড়ুক্ কায়ে,
দোল দিয়ে যাক্ হৃদয়জলে
সমীর মরমর্!
ফুলের মতন উঠ্‌রে ফুটে শতদল,
উজল করে' ফুটিয়ে তোল্ ও হৃৎ-কমল!
ও তোর কুঞ্জে গাহুক্ পাখী,
কোকিল উঠুক্ ডাকি,
গুঞ্জরণের কুহরণের সঙ্গীতে
কুঞ্জ হোক্ মুখর॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

গানের স্বরলিপি।

তোড়ী ভৈরবী—একতালা।

ঘুমায়ে আছ গো কেন মা এখনো,
এসেছি আমরা তোমারি দ্বারে !
উঠ মা জননি, খোল মা দ্বার,
নব বর্ষে আজি পূজিব তোমারে !
নিঠুর বরষ হয়েছে অতীত
না হেরে তোমারে হৃদয় ব্যথিত,
হতেছে যে কত, কি কহিব মাতঃ,
দেখা দে জননি লয়ে বীণা করে।
বীণার ঝঙ্কারে হবো মাতোয়ারা,
গাহিব নাচিব ভাসাবো এ ধরা,
প্রেমেতে তোমারি হবো দিশেহারা,
পীযুষ-পূরিত তব নাম স্মরে।

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন গোস্বামী বি, এ।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

০ ১ ২´ ৩
II ঋা ণা সা । জ্ঞা মা পা I ^জ্ঞসা -জ্ঞমা পা । মপা দা পা ।
ঘু মা য়ে আ ছ গো কে ০ন মা এ০ খ নো

০ ১ ২ ৩
। জ্ঞা পা ঋা । পণা দা পা I জ্ঞাঃ জ্ঞঃ ঃ মঃ । ঋাঃ -জ্ঞঃ সা ।
এ সে ছি আ ম রা তো মা ০ রি দ্বা ০ রে

০ ১ ২´ ৩
। জ্ঞা ণ্া সা । সা সা সা I ঋঃ ণাঃ র্সণদা । পা -পা -া ।
উ ঠ মা জ ন নি খো ল মা০০ দ্বা ০ র

০ ১ ২´ ৩
। দা দা ঋা । ঋা পঃ মাঃ I ঋা ঋা জ্ঞা । সা সা সা II
ন ব ব র্ষে আ জি পূ জি ব তো মা রে

অন্তরা।

০ ১ ২´ ৩
II { ণদা দা মা । ণদা ণর্সা সা I ঋা ঋা র্সা । ণা র্সা র্সা ।
নি ঠু র　ব র ষ　হ য়ে ছে　অ তী ত

০ ১ ২´ ৩
। ণর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্পা র্মা র্জ্ঞা I ঋা ঋা র্সা । ণা র্সা র্সা } ।
না হে রে　তো মা রে　হৃ দ য়　ব্য থি ত

০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্সা র্সা । র্সা জ্ঞা ণা I র্সা ণদা ণা । পা পা পা ।
হ তে ছে　যে ক্ষ ত　কি কং ছি　ব মা তঃ

০ ১ ২´ ৩
। মা পা জ্ঞা । মণা দা পা I জ্ঞাঃ জ্ঞঃ ঃ মঃ । ঋাঃ জ্ঞঃ সা II
দে খা দে　অং ন নি　ল য়ে ০ বী　পা ক রে

সঞ্চারী।

০ ১ ২´ ৩
II { ণসা পমগমা গদা । র্সা র্সা র্সা I ঋা ঋা র্সা । ণা র্সা র্সা ।
বী ণা র　ঝ ঙ্কা রে　হ বো মা　তো মা রা

০ ১ ২´ ৩
। দা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা জ্ঞমা র্মা I জ্ঞা র্জ্ঞা ঋা । ণা র্সা র্সা } ।
গা হি ব　না চিং ব　ভা সা বো　এ খ রা

০ ১ ২´ ৩
। ণর্সা র্সা র্পা । র্মর্পা র্দা র্পা I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্মা । র্জ্ঞা ঋা র্সা ।
প্রেং মে তে　তোং মা রি　হ বো দি　শে হা রা

০ ১ ২´ ৩
। ণর্সা র্জ্ঞা ঋা । ণর্সা ঋা র্সা I র্জ্ঞঋা ঋা র্সর্জ্ঞা । ণা র্সা র্সা II II
পীং যূ ষ　পূং রি ত　ত ব না　ম স্ম রে

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩২৬ সাল।
ফসলী ১৩২৬—২৭।
হিজরী ১৩৩৩—৩৭।
খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৯—২০।
শকাব্দ ১৮৪১।
সংবৎ ১৯৭৬—৭৭।
মগী ১১৮১—৮২।
ব্রাহ্মসংবৎ ৯০—৯১।

*	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
আঃ	সো	বৃ	সো	বৃ	সো	বৃ
শেঃ	৩১	৩২	৩১	৩২	৩১	৩০
	বু	র	বু	র	বু	শু
†	A.	M.	J.	Jy.	Au.	S.
‡	14	15	16	17	18	18
আঃ	ম	বৃ	র	ম	শু	সো
শেঃ	30	31	30	31	31	30
	বু	শ	সো	বৃ	র	ম

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ	
আঃ শ	সো	বু	বৃ	শু	র	
শেঃ ৩০	৩০	২৯	২৯	৩০	৩১	
র	ম	বু	বৃ	শ	ম	
O.	N.	D.	Ja.	Feb.	Mar	
18	17	17	15	13	14	
আঃ বু	শ	সো	বৃ	র	সো	
শেঃ 31	30	31	31	29	31	
শু	র	বু	শ	র	বু	

সো	বৃ	সো	বৃ	সো	বৃ
ম	শু	ম	শু	ম	শু
বু	শ	বু	শ	বু	শ
বৃ	র	বৃ	র	বৃ	র
শু	সো	শু	সো	শু	সো
শ	ম	শ	ম	শ	ম
র	বু	র	বু	র	বু

§	১	৮	১৫	২২	২৯
	২	৯	১৬	২৩	৩০
	৩	১০	১৭	২৪	৩১
	৪	১১	১৮	২৫	৩২
	৫	১২	১৯	২৬	
	৬	১৩	২০	২৭	
	৭	১৪	২১	২৮	

শ	সো	বু	বৃ	শু	র
র	ম	বৃ	শু	শ	সো
সো	বু	শু	শ	র	ম
ম	বৃ	শ	র	সো	বু
বু	শু	র	সো	ম	বৃ
বৃ	শ	সো	ম	বু	শু
শু	র	ম	বু	বৃ	শ

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃএঃ,	২৭	২৬	২৩,২৪	২২	২০	১৮
পূঃ,	২,৩১	১,৩০	২৮	২৬	২৪	২২
কৃঃএঃ,	১৩	১১	৯	৭	৪	৩
অঃ,	১৭	১৫	১২	১১	৮	৭

আঃ—আরম্ভ। শেঃ—শেষ।
শুঃএঃ—শুক্ল একাদশী, পূঃ—পূর্ণিমা
কৃঃএঃ—কৃষ্ণ একাদশী, অঃ—অমাবস্যা

⁂ ২৭শে বৈশাখ, শনিবার ও ২৩শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার শুক্ল একাদশী, ২রা ও ৩১শে বৈশাখ, মঙ্গল ও বুধবার এবং ১লা ও ৩০শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি ও শুক্রবার পূর্ণিমা। ১৩ই বৈশাখ শনিবার ও ১১ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার কৃষ্ণ একাদশী; ১৭ই বৈশাখ বুধবার ও ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

* বৈ—বৈশাখ, সোমবার আরম্ভ ও ৩১শে বুধবার শেষ।

১লা বৈশাখ ইং ১৪ই এপ্রেল।

† A এপ্রেল, আরম্ভ মঙ্গলবার, শেষ ৩০শে বুধবার।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ সোমবার, ২রা মঙ্গলবার ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, ২রা শুক্রবার ইত্যাদি।

বৈশাখ সোমবার, } ১,৮,১৫,
জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার } ২২,২৯।

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃএঃ,	১৮	১৭	১৭	১৭	১৮	১৭
পূঃ,	২১	২১	২০	২১	২১	২১
কৃঃএঃ,	২	২	১,২	২	৩	৩
অঃ,	৬	৬	৬	৭	৭	৭

⁂ ১৮ই কার্তিক মঙ্গলবার ও ১৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার শুক্ল একাদশী; ২১শে কার্তিক শুক্রবার ও ২১শে অগ্রহায়ণ রবিবার পূর্ণিমা।

২রা কার্তিক রবিবার ও ২রা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার কৃষ্ণ একাদশী। ৬ই কার্তিক বৃহস্পতিবার ও ৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

এইরূপ মধ্যম স্তম্ভের তারিখের সহিত বাম বা দক্ষিণ স্তম্ভের মাস বার মিলাইয়া ধরিলে মাস, বার, তিথি ঠিক হইবে।

বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-মতে জ্যৈষ্ঠমাস ৩১ দিন, আষাঢ় ৩২ দিন, শ্রাবণ ৩১ দিন, ভাদ্র ৩১ দিন, আশ্বিন ৩১ দিন, অগ্রহায়ণ ২৯ দিন, এবং পৌষ ৩০ দিন। ১লা আষাঢ় রবিবার, 15th June ইত্যাদি।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা পূর্ব্বে রামের ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়াছি। এক্ষণে রামায়ণের আধ্যাত্মিকতা-সম্বন্ধে বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বলা বাহুল্য যে, হিন্দুরা রামচন্দ্রকে ভগবানের অবতার বলিয়া মানেন্। শাস্ত্রেও তাহাই আছে। অগস্ত্য-সংহিতায় দেখা যায়, "চৈত্র-মাসে নবম্যান্ত জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ"—পুনরাপি "জাতো রাম ইতি খ্যাতঃ কৌশল্যায়াং পরঃ পুমান্" ইত্যাদি। ভুরি ভুরি পুরাণ ও তাপনী শ্রুতি এবং বেদের শাখান্তরে দশবতার-প্রসঙ্গে অনেক প্রমাণ আছে। সুচারু-নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র বলিয়াই যদি রামকে ঈশ্বরাবতার বলিবার তাৎপর্য্য হইত, তবে রামচন্দ্রের কালে মিথিলাধিপ জনকরাজ সুচারুচরিত্র পরমযোগী, জিতেন্দ্রিয় ও অসাধারণ-ক্ষমতাবান্ ছিলেন এবং বলি, পুরূরবা, নহুষ, মান্ধাতা, সগর, যযাতি, ও রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতিও অসাধারণ-বলবীর্য্য-সম্পন্ন ছিলেন; তাঁহাদিগকে ঈশ্বরাবতার না বলিয়া কেবল শ্রীরামচন্দ্রই ঈশ্বর বলিয়া কেন উক্ত হইয়াছেন্? অবশ্য ঋষিরা রামচন্দ্রে ঈশ্বরের লক্ষণ দেখিয়া থাকিবেন্।

রাজা দশরথের গৃহে শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হন্। রথ-শব্দে গমনার্থ যানকে বলে, কিন্তু এখানে দশধর্ম্মকে রথ বলিয়া উক্ত করাতে দশরথ নাম হইয়াছে। মনুতে ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশ ধর্ম্ম লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। কোশলাধিপতি রাজা দশরথ উক্ত দশধর্ম্মারূঢ় ছিলেন বলিয়াই, তাঁহার নাম দশরথ ছিল। জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রুতিতে "আত্মা, জীব, মন, অহংকার"কে ব্রহ্মপুষ্প-চতুষ্টয় বলে। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়, এইগুলি অবস্থা-চতুষ্টয়। সগুণভেদে আত্মব্যূহ-চতুষ্টয় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। এখানে তুরীয়াবস্থায় বাসুদেবাখ্য আত্মা শ্রীরাম। সুষুপ্তি-অবস্থায় জীবাখ্য সঙ্কর্ষণ শ্রীলক্ষ্মণ। স্বপ্নাবস্থায় প্রদ্যুম্নাখ্য মন ভরত। জাগ্রদবস্থায় অনিরুদ্ধাখ্য অহংকার শত্রুঘ্ন। এই চারিরূপে শ্রীরামের অবতার হয়। সীতা-নাম্নী পরা বিদ্যা ভূমি হইতে উত্থিতা হন্। "ধর্ম্মাধারা বসুন্ধরা।" সমস্ত ধর্ম্মের আধার-ভূতা ধরণী। অতএব পৃথিবী হইতে সীতা উৎপন্না হইয়াছেন। অর্থাৎ বিনাধর্ম্মে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না; বিনা যজ্ঞে চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি না হইলে বিদ্যালাভ হওয়া কঠিন। সুতরাং যজ্ঞভূমিকর্ষণে সীতার জন্ম রামায়ণে আখ্যাত হইয়াছে। মিথিলাধিপতি জনক-রাজ রাজর্ষি ছিলেন, তাই যোগসাধন-বলে জ্ঞানস্বরূপা সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, জ্ঞানস্বরূপা সীতাকন্যা-দানে তিনি পরমাত্মা শ্রীরামকে প্রাপ্ত হন্। বনগমন করিয়া রামচন্দ্র যে পঞ্চবটীতে বাস করেন্, তাহার তাৎপর্য্য এই যে যোগিগণ যে স্থানে নিয়ত যোগাভ্যাস করেন্, সেই স্থানেই পরমাত্মার নিত্য অধিষ্ঠান। যোগস্থান কি কি তাহা জানা আবশ্যক। "নিম্বামলকং বিল্বং

ন্যগ্রোধশ্চাশ্বত্থ পিপ্পলং। স্তেয়ং পঞ্চবটং দেবি যোগিনাং যোগসিদ্ধিদং।” এই যামল-বচনে নিম্ব, আমলক, শ্রীফল, বট, অশ্বত্থ, এই পঞ্চবট যোগ-সিদ্ধির স্থান। এ স্থানে ভগবান্ নিত্য বিরাজ করেন্। তাই পরমাত্মার বিশেষ স্থান যে পঞ্চবট, ইহা জানাইবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র আর আর সকল স্থানকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল পঞ্চবটীতেই বাস করিয়াছিলেন্।

সূর্য্যারিকাখণ্ড-নিবাসিনী নিকষা-নাম্নী রাক্ষসী, বিশ্রবা ঋষির নিকট পুত্র-কামনা করাতে ঋষি তাহাকে রাবণ-কুম্ভকর্ণ-নামে দুই পুত্র ও শূর্পণখা নামে এক কন্যা প্রদান করেন্ এবং বিনা প্রার্থনাতেও ঋষি ধার্ম্মিক বিভীষণ নামে আরও এক পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। যিনি শ্রোতব্য তিনিই বিশ্রবা; এ বাক্যে আত্মাই শ্রোতব্য। সেই পরমাত্মা সৃষ্টি-লীলা-বিস্তার করিতে ইচ্ছা করিলে, তদিঙ্গিতজ্ঞা সৃষ্টিকারিণী মায়া তাঁহার নিকট পুত্র-প্রার্থনা করেন্। তাহাতেই মায়াসম্ভব মহামোহ, মহাতমঃ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এখানে মায়াশব্দে নিকষা। নিকষতীতি নিকষা। নি পূর্ব্বক কষ ধাতু; স্ত্রীত্বে টাপ্। কষ-বিলোড়নে বিলেখনে চেতি। সুতরাং, নিকষা-শব্দে জগদাকর্ষিণী এবং জগচ্ছিন্নকারিণী মায়া। বিশ্রবণ পরমাত্মা নারায়ণ সেই দুরন্তা মায়াকে মহামোহ ও মহাতমঃ নামে দুই পুত্র, আর কলহকারিণী নিকৃতি নামে এক কন্যা প্রদান করেন্। ঐ কন্যার নাম শূর্পণখা। মহামোহ রাবণ, মহাতমঃ কুম্ভকর্ণ নামে খ্যাত হয়। অযাচিত পুত্র বিবেক; এখানে তাঁহার নাম বিভীষণ। তিনি লঙ্কাদ্বীপস্বরূপ দেহীর দেহকে অধিকার করিয়া বাস করেন্। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দ্বেষ, হিংসা, পৈশুন্য, মহামোহের এই দশটী প্রধান অঙ্গ। সুতরাং, “অঙ্গানাং মধ্যে মুখস্য প্রাধান্যমিতি” ন্যায়ে রাবণকে দশানন বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে। ন্যায্যান্যায্য-রূপে প্রত্যেক মুখে দুই দুই হস্তের কল্পনা-দ্বারা বিংশতি হস্তের বর্ণনা হইয়াছে। ঐ মহামোহ এতাদৃক বলবান্ যে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালাদি-ত্রিলোকস্থ জনমাত্রেই তাহার বশীভূত। এই অভিপ্রায়ে রাবণকে ত্রিলোকজয়ী বলা হইয়াছে। হস্ত-পদাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ মহামোহের অধীনে দেহস্থ সমস্ত কর্ম্ম করে। অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্-গণ ইন্দ্রিয়গণকে দেবতা বলিয়া থাকেন্। এ-কারণ রাবণের আজ্ঞাধীন দেবগণ লঙ্কাদ্বীপে অধিবাস করতঃ রাবণের নিয়োগে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ইন্দ্র-শব্দে আকাশ; কণ্ঠদেশেরও নাম আকাশ। কণ্ঠসন্নিহিত বাহু ইন্দ্রাংশ; সুতরাং কণ্ঠভূষণ মাল্যগ্রন্থন কর্ম্মে ইন্দ্রকে নিয়োগ করা হয়। সূর্য্য-শব্দে চক্ষু। চক্ষুর অবলোকন-শক্তি। অতএব পুরীদর্শক দ্বারপাল-স্বরূপ সূর্য্য রহিয়াছেন। দেহ-বিশোধক পবন, একারণ পুরী শোধনে তিনি নিযুক্ত হন্। দেহমার্জ্জক বরুণ; এজন্য মন্দির-মার্জ্জনার্থ বরুণ নিযুক্ত আছেন। দেহ-বিনাশক যম-সংজ্ঞক অপান বায়ু। তাহার অসাধ্য মহামোহ। এ-জন্য অবজ্ঞারূপে বর্ণনা করিয়া যমকে অশ্বের যবসাহরণ-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। সর্ব্ব-সন্তোষ-কারক চন্দ্র। চন্দ্রই দেহের উপরিস্থ মস্তকের মধ্যে ভ্রূদলমধ্যে মনোরূপে সংস্থিত। মন বর্দ্ধিষ্ঠ লোকের ছত্রধারক ভৃত্যের ন্যায় পশ্চাদনুগামী হয় বলিয়া, ইনি রাবণের ছত্রধারী। জগৎস্রষ্টা বিধাতা বেদবক্তা। ইনি

শিশুপাঠে নিযুক্ত। কারণ, মোহাবৃত ব্যক্তির নিকট বেদ বালকের উপযুক্ত মাত্র। মহাতমঃ কুম্ভকর্ণ সাক্ষাৎ অহংকার-মূর্ত্তি। অহংকারে উন্মত্ত হইলে জীব সর্ব্বদা অভিভূত ও মূর্চ্ছিত থাকে; সুতরাং কুম্ভকর্ণ দীর্ঘনিদ্র। মোহাকৃষ্ট ব্যক্তির জ্ঞান অপহৃত হয়, তাই রাবণ জ্ঞান-স্বরূপা সীতার অপহরণ করেন (?)। শরীরের মধ্যে সন্তোষের নাম নন্দনবন; সেই নন্দন-বনই রামায়ণের অশোকবন। তাহাতেই বিদ্যার স্থিতি। কিন্তু মহামোহের দাসীস্বরূপা কুমতি, ঈর্ষা, অসূয়া প্রভৃতি সেই সন্তোষ-কাননে বিদ্যাকে মহামোহের বশে আনিবার নিমিত্ত উপদেশ করে; এমন কি যন্ত্রণা দিয়াও কার্য্যসিদ্ধির উপদেশ দিয়া থাকে। লঙ্কাদ্বীপে ও অশোক-কাননে সীতাদেবী, দুর্ম্মুখা, দুর্ম্মতি ত্রিজটা প্রভৃতি চেড়ীগণ-কর্ত্তৃক সতত রক্ষিতা ও ভৎর্সিতা হইয়াছেন। কিন্তু বিবেক-পত্নী সুমতি কখনও কখনও বিবেকানুশাসনে জ্ঞানের উদ্দীপন করেন্। এ-স্থলে বিভীষণের অনুমতিতে তৎপত্নী সরমা অশোকবন-মধ্যে, মধ্যে মধ্যে সীতার পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন্। বিবেকের নাম বিভীষণ। বিবেকের সহচর সাধনচতুষ্টয়। বিভীষণেরও সুবাহু, সুমুখ, সুভদ্র, সুকেতু সচিব-চতুষ্টয় ছিল। এক শরীরে মহামোহ ও বিবেক বাস করেন, এবং এক মায়াগুণেই উৎপন্ন, কিন্তু পরস্পর অরিভাবাপন্ন। এখানে বিভীষণ ও রাবণ সহোদর; এক লঙ্কাদ্বীপেই তাহাদের অধিবাস, কিন্তু তাহারা অরিভাবাপন্ন। মহামোহ বিষয় দেখে, বিবেক শুদ্ধ পরমার্থপথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন্। রাবণ সীতাসম্ভোগে মানস করিয়াছিল, বিভীষণ নিষেধ করিয়াছিলেন। মহামোহ সর্ব্বদাই বিবেকের পীড়াদায়ক, একারণ বিবেক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া শরীরের মায়া ত্যাগ করিয়া সাধনচতুষ্টয়ের সহিত আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করেন। এ-স্থলে বিভীষণও রাবণকর্ত্তৃক পদাঘাতে পীড্যমান হইয়া সখি-চতুষ্টয়ের সহিত আনন্দময় শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হন্।

রাবণ অভিমানী ছিলেন, তাই তাঁহার স্ববংশে নাশ হয়। শাস্ত্রে বলে, "জরা রূপং হরতি, ধৈর্য্যমাশা, মৃত্যুঃ প্রাণান, ধর্ম্মচর্য্যামসূয়া। ক্রোধঃ শ্রিয়ং, শীলমনার্য্যসেবা, হ্রিয়ং কামঃ সর্ব্বমেবাভিমানঃ॥" জরা মনুষ্যের রূপ হরণ করে, লোভ ধৈর্য্যকে হরণ করে, মৃত্যু প্রাণকে নষ্ট করে, অসূয়া ধর্ম্মচর্য্যাকে নষ্ট করে, ক্রোধ শ্রীনাশ করে, কুসংসর্গ সৎস্বভাব-নাশক, কাম লজ্জাপহারক, কিন্তু এক অভিমান সর্ব্বাপহারক। অতএব এক অভিমানে রাবণের সকলই বিনষ্ট হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

৺কৃষ্ণভাবিনী দাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পরিবর্ত্তন।

আমার স্বামি-মহাশয়ের বাল্য হইতেই দেবেন্দ্রনাথের উপর অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি যখন দেখিলেন কলিকাতার মধ্যস্থলে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বাস্তবিকই দেবেন্দ্রনাথ বঙ্গ-সন্তানদিগকে সুশিক্ষায় ভূষিত করিয়া তুলিতেছেন, তখন

আমাদের একমাত্র পুত্রকে তাঁহাদের দুইজনের নিকট শিক্ষার জন্য সমর্পণ করিবার ইচ্ছাই প্রবল হইল। পুত্রকে বুদ্ধিমান অধ্যয়নশীল বালক দেখিয়া স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাকে ছাড়িতে দুঃখিত হইলেন এবং সেও বারংবার বিদ্যালয়-পরিবর্ত্তনে পাঠের ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কায় স্কুল ছাড়িতে ইচ্ছুক হইল না। এজন্য বৎসরের শেষে উহার মীমাংসা হইবে, এই বলিয়া নিরস্ত হইতে হইল।

আমি কৃষ্ণভাবিনীর মত শিক্ষিতা মহিলা ও তদুপরি আমার অকৃত্রিম বন্ধুর তত্ত্বাবধানে এবং দেবেন্দ্রনাথের মত পণ্ডিত মহানুভব ব্যক্তির সুনিয়মের শিক্ষার মধ্যে পুত্রকে স্থাপন করিতে আগ্রহান্বিতা হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। কিন্তু নূতন বর্ষারম্ভেই শুনিলাম যে, দেবেন্দ্রনাথের অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, উপযুক্ত এবং বিশ্বাসী লোকের অভাবে অগত্যা বিদ্যালয় তুলিয়া দিয়া দেবেন্দ্রনাথ বায়ুবর্ত্তনে যাইবার মানস করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা উত্তরোত্তর এত বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল ও তাহারা দেবেন্দ্রনাথের গুণে এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে, বিদ্যালয় উঠিয়া যাওয়াতে সকলেই অতিশয় আন্তরিক-দুঃখানুভব করিয়াছিল।

কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষার প্রণালীর দ্বারা কৃষ্ণভাবিনী নিজে যে-সকল শিশুদিগের শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন, অল্পকাল-মধ্যেই তাহাদিগকে তিনি এরূপ বশীভূত, আকৃষ্ট, সুবোধ, শান্ত ও বাধ্য করিয়াছিলেন যে, তাহারা কৃষ্ণভাবিনীর নাম শুনিলে আনন্দে নাচিয়া উঠিত। আমার একটী বন্ধুর পুত্রকে সে সময় আমি জানিতাম, সেও ঐরূপ করিত। সে বলিত, "আমাকে তিনি অধিক ভাল বাসেন; এই কাল বোতাম ছিঁড়ে গেল, বসিয়ে দিলেন।" অন্য একটী শিশু দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিয়া অমনি বলিল, "না, তিনি আমাকেই বেশী ভালবাসেন্। একদিন আমি জুতার ফিতা বাঁধিতে পারিতেছিলাম না, তিনি কত আদর করিয়া আমার জুতার ফিতা বাঁধিয়া দিলেন্।" এ-সময় কৃষ্ণভাবিনী পরের সন্তান লইয়া তাহাদিগকে নিজের পুত্রের মতই যত্ন করিয়া ও শিক্ষা দিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন।

কৃষ্ণভাবিনীর সংসারে আবার পরিবর্ত্তন ঘটিল। ভাগ্যচক্রের গতিতে নিয়তই ভ্রমিত হইয়া এই সরলমতি দম্পতিকে পুনঃ পুনঃ বিক্ষিপ্ত হইতে হইতেছিল। এসময়ে পতিকে প্রাণপণে রক্ষা করা ও জ্ঞানচর্চ্চা করাই কৃষ্ণভাবিনীর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহার অশেষ সেবা-যত্নে দেবেন্দ্রনাথ কিছু সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে হস্তার্পণ করিয়া ভগ্ন-স্বাস্থ্যজনিত পরিশ্রমে অপারগ হইলে, ও উপযুক্ত সময় দিতে না পারিলে তাঁহার নিজ-বিবেকানুমোদিত কার্য্যই হইবে না ভাবিয়া দেবেন্দ্রনাথের অন্তর আর তাঁহার ইচ্ছাকে সমর্থন করিল না। এজন্য পুনরায় বিদ্যালয়-গঠনে ইচ্ছা না করিয়া, কলিকাতার কোন নিভৃত পল্লীতে বাস করিয়া, ছাত্রবৃন্দের শিক্ষার সাহায্যার্থ পুস্তক-প্রণয়নে মনোযোগী হইয়া দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণভাবিনীর পরিচর্য্যায় সুখে স্বচ্ছন্দে দিবারাত্র অধ্যয়ন ও পুস্তক-প্রণয়ন-কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। পুত্রকে আমি উঁহাদের নিকট রাখিয়া শিক্ষা দিতে পারিলাম না, এ ক্ষোভ আমার জন্মের মত রহিয়া গেল।

ইহার পর কৃষ্ণভাবিনীর সংবাদাদি অনেক দিনই পাই নাই। আমি তাহাদের সংবাদের জন্য ব্যস্ত হই দেখিয়া আমার স্বামী তাঁহাদের কোন আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের বাসার ঠিকানা পাইয়া একদিন দেবেন্দ্রনাথের নিকট গিয়া তাঁহাদের কুশল-বার্ত্তা লইয়া আসিয়া আমায় জানাইলেন ও আমি সেখানে একদিন আমার যাইবারও অনুমতি পাইয়া সুখী হইলাম। কিন্তু এ বাসনা আমার মনেই রহিয়া গেল; কার্য্যতঃ আর ঘটিল না। সংসারের নানা ঘটনায় পড়িয়া কৃষ্ণভাবিনী-দর্শনানন্দ-সুখে বঞ্চিতা রহিলাম। ইহার পূর্ব্বে ভাবিনীর কন্যা মনোরমার জন্য তাঁহার অত্যন্ত মনঃকষ্টের কথা শুনিয়াছিলাম, ও দেখা করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। হঠাৎ 'আনন্দ বাজারে' মনোরমা (তিলোত্তমা) আমাকে চিনিয়া যেন আমারই কন্যার মত কাছে আসিয়া কথা কহিল। তাহার বেশ দেখিয়া যারপর নাই ব্যথিত হইলাম।

প্রিয়তনয়া ও কৃষ্ণভাবিনীর নিজ ভাগ্যচক্র।

তিলোত্তমা ধনি-গৃহের বধূ হইয়া, বহু-দাসদাসী-পরিবৃত মূল্যবান্ দ্রব্যে শোভিত সুবৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিয়াও অন্তঃকরণে নিরতিশয় দুঃখিনী ছিল। শ্বশুরের কাল হইলে উচ্ছৃঙ্খলমতি স্বামী তিলোত্তমাকে চাহিয়াও দেখে না। বালিকা সেই সুবিশাল অট্টালিকার একটী প্রকোষ্ঠে একাকিনী পড়িয়া থাকে। পিতামহ-ভবন হইতে তাহাকে লইবার জন্য লোক আসিলে শ্বশ্রূঠাকুরাণী তাহাকে পাঠান্ না। অযত্নেই হউক্ বা দুরন্ত ভাবনা-ভারেই হউক্, তিলোত্তমা পীড়িতা হইল। ঔষধ দূরে থাক্, একটু তৃষ্ণায় জলও যথাসময়ে পাওয়া সুকঠিন হইল। এত ক্লেশ কি মানুষ সহ্য করিতে পারে! স্বামী বাটীতে থাকে না; ধনি-বনিতা শ্বশ্রূর সহিত বধূদিগের ঘনিষ্ঠতা অল্পই; পিত্রালয়-গমনের অনুমতি জিজ্ঞাসা করিলেও যাইতে দিবেন্ না। বালিকা-বুদ্ধিতে সে কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই পিতামহ-ভবনে চলিয়া আসিল। এখানে পিতামহ তাহাকে না দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন; সকল ব্যাপার শুনিয়া তিনি তিলোত্তমাকে শ্বশুরালয়ে আর শীঘ্র পাঠাইবেন্ না, বলিলেন। তিলোত্তমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী ইহাতেও বধূ না জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাওয়াতে অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিলেন ও বধূর মুখদর্শন এজন্মে আর করিবেন না, বলিয়া পাঠাইলেন। পুত্রও সেই মতে মত দিয়া নিরপরাধা বালিকাকে জন্ম-দুঃখিনীই করিল। ভাবিনী একেই কন্যা অপাত্রে ন্যস্ত হওয়ায় দুঃখিত ছিলেন, তাহার উপর এ-সকল ঘটনায় মর্ম্মাহত হইলেন্।

কন্যা তিলোত্তমা পিতামহ-ভবনে খুড়ী-মাতাদের কাছেই থাকিত; মধ্যে মধ্যে মাতাপিতার কাছে আসে, কখনও বা মাতাপিতা তাহাকে দেখিয়া আসেন্; এইরূপে কন্যার মাতাপিতার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা ও মায়া-মমতার বৃদ্ধি হইল। দেবেন্দ্রনাথও এবার দুঃখিনী কন্যার জন্য যেন হৃদয় পাতিয়া দিলেন্। কিন্তু হায়! ক্ষণজন্মা সাধ্বীর পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা! দুঃখিনী কন্যার এটুকুও কৃষ্ণভাবিনীর ভাগ্যে সহিল না। প্রায় মাসাধিক-কাল দেবেন্দ্রনাথের পদস্ফোট হইয়া শরীর অসুস্থ থাকায়, ভাবিনী অনেক সেবা-শুশ্রূষায়

তাঁহাকে নীরোগ করিয়া তুলিলেও হঠাৎ দেবেন্দ্রনাথ রক্ত-বসন্তে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন্। রোগের সময় কৃষ্ণভাবিনী একাকিনী সেবা করা, পথ্য দেওয়া হইতে 'বাথ-গেটে'র বাটী হইতে ঔষধ আনা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য স্বামীর জন্য নিজে হাতে না করিয়া সুস্থির হইতে পারিতেন না। কিন্তু হায়! হায়! এই পতিপ্রাণা রমণীর প্রাণ-মন-ঢালা সেবা-যত্ন, প্রাণের ঐকান্তিক প্রার্থনা নিষ্ফল করিয়া বিধাতা এই দুঃখময় ধরাধাম হইতে ভাবিনীর স্বামি-রত্নটীকে তুলিয়া লইলেন। যখন এই নিদারুণ সংবাদ আমার কর্ণগোচর হইল, তখন কৃষ্ণভাবিনীর জন্য প্রাণের মধ্যে যে কি অস্থিরতা উপস্থিত হইল, বলিতে পারি না! দুই এক সপ্তাহ পরেই শুনিলাম, তিলোত্তমা পিতার শোকে তাঁহার বক্ষের উপর পড়িয়া অনেকক্ষণ রোদন করায় তাহার শরীরেও ঐ রোগের বীজ প্রবেশ করিয়া বসন্ত রোগ উৎপন্ন করিয়াছে। চিকিৎসকগণ পরে অনুমান করিলেন যে, দেবেন্দ্রনাথের রক্ত-বসন্ত রোগ শরীরাভ্যন্তরে হইয়াই তাঁহার জীবন-শেষ করিল। পতিশোকাতুরা কৃষ্ণভাবিনী এই নিদারুণ শোকের উপর আবার কন্যার-প্রাণ যায় যায় হওয়ায় প্রলয়ের মধ্যে পড়িয়াও অব্যাহতি পাইলেন না। তাঁহার একমাত্র সন্তান তিলোত্তমাও তাঁহার ক্রোড় শূন্য করিয়া চলিয়া গেল। সন্তাপিতা বালিকার দুঃখের দিন ফুরাইল; কিন্তু কৃষ্ণভাবিনীর শেষ আশাদীপটুকুও যে নিভিল। বসন্তকুমারী অপত্যনির্ব্বিশেষে যাহাকে বুকে করিয়া লালনপালন করিয়াছিলেন্, যাহার দুঃখে দুঃখী হইয়া প্রাণ ঢালিয়া ছিলেন, সেও যখন সকল জ্বালা ভুলিয়া পিতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইল, তখন সংসার অন্ধকার দেখিলেন! আর কৃষ্ণভাবিনী! যাহাকে এই হৃদয়ভেদী যন্ত্রণায় দগ্ধ করিয়া বিশ্বপতি অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিতেছিলেন্ সেই সাধ্বীর বেদনা সকল আত্মীয়-বন্ধুর বক্ষে আসিয়া বিদ্ধ হইল। ভীষণ শোকের উপর শোকে কৃষ্ণভাবিনীর প্রাণের অবস্থা ভাবিয়া উঠিতেই পারিলাম না! হায়! ভাবিনি! তোমাকে বিধাতা এত দুঃখ-যন্ত্রণা-ভোগ করিবার জন্যই কি এত অধিক সহিষ্ণুতা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন্? তুমি যে সকলের দুঃখে কাতর হইতে, প্রাণ ঢালিয়া যে সকলের অভাব দূর করিতে যাইতে, তোমার এ দারুন দিনে, এ প্রলয়ের অবস্থাতে আমরা যে কিছুই করিতে পারিলাম না! না পারিয়া অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে ছিলাম, তাহা একবার জানাইতেও পারিলাম না! বঙ্গ-নারী পক্ষ-বিহীন পিঞ্জরের পাখীরও অধম।

দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া আপনার কন্যার ন্যায় যত্ন করিয়া ধূলি-ধূসরিতা ছিন্নলতা শোকসন্তপা কৃষ্ণভাবিনীকে নিজগৃহে লইয়া আসিলে, একদিন কম্পিত-হৃদয়ে তাহার সমীপে উপস্থিত হইলাম! হায়! কি দেখিলাম! যে স্বর্ণ-প্রতিমাকে সেই বিদ্যালয়-ভবনে বিবি-বেশে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, আজি সেই কৃষ্ণভাবিনীর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারিণী বিধবার বেশ দেখিয়া চমকিত হইলাম! তাহাকে যখন বলিলাম, "আমি তোমাকে কি দেখিতেই আজ এসেছি!" তখন কৃষ্ণভাবিনী নিজ অসাধারণ ধৈর্য্য-সহ উদাস প্রাণে কহিলেন, "যিনি আদর করে আমাকে

মেম সাজিয়েছিলেন্, তিনিই আবার এই দশা করে চলে গেলেন্!’ আ-হা! সে চিত্র-খানি জীবনে আমি ভুলিব না! তাহার পর কৃষ্ণভাবিনী যখন পতি-কন্যা-বিয়োগের আনু-পূর্ব্ব সমস্ত কথা আমার কাছে বলিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিলেন, তখন মনে হইল, ‘হায়, ধরাধামকে কি কেবলই দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার স্থান করিয়া ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন!’ কৃষ্ণভাবিনী বলিলেন, “যখন প্রাণ তাঁর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া গিয়াছে, তখনও আমি হতজ্ঞান হইয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া পড়িয়া আছি! বাটীতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই! কেবল কুকুরটা! বোধ হয়, সেও সব বুঝিতে পারিয়া শোকে অধীর হইয়া শয্যাতলে পড়িয়া আছে! গৃহে, শব্দমাত্র নাই! আত্মীয় ডাক্তার যখন নাড়ী-পরীক্ষা করিয়া আমাকে সরাইল, তখন আমার এ সর্ব্বনাশ বুঝিতে বাকি রহিল না। সর্ব্বনাশ শুনিয়া এক বিভীষিকা অন্তরে উপস্থিত হইল! উঃ!! এমন বিপদের চরম অবস্থায় একেবারে একা!! ভাবিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। ঈশ্বর যখন যাহাকে যেমন অবস্থায় ফেলেন্, তেমনই কি সাহস ও ধৈর্য্য দেন! অথবা যখন যেমন অবস্থা হয়, স্বাভাবিক মনের গতিও কি সেইরূপ হয়! ইহাও তাঁহারই অভিপ্রায় ব্যতীত আর কিছুই নয়। যাঁর খেলা তিনিই জানেন্, ক্ষুদ্র মানুষের ভাবনার অতীত তার কার্য! ভাবিয়া কেহ কখন কিছু নির্ণয় করিতে পারে নাই, পারিবে না। ‘রহস্যময় সংসারের কার্য-কলাপ কেবল চক্ষে দেখ ও তাঁহাতে আত্ম-সমর্পন কর’, প্রতি নিয়ত জগতে এই সঙ্কেত উত্থিত হইতেছে। সূক্ষ্মবুদ্ধি ধীরেরাই কেবল ইহা অবগত হন্, চঞ্চল স্থূলবুদ্ধি আমরা কি বুঝিব!”

গৃহে আসিয়াও সেই কৃষ্ণভাবিনী-মূর্ত্তির রূপান্তর ও কৃষ্ণভাবিনীর জীবনের প্রলয়-যুগের কথা ভাবিতে ভাবিতে মন অবসন্ন হইয়া আসিল! আহা! সেই দেবীপ্রতিম জীবন-খানিতে বিধাতার এত নিষ্পীড়ন? পরে চকিতে মনে হইল, আমাদের বঙ্গমাতার রাজকবি যে গাহিয়াছেন, “তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি, তোমার সেবার মহান্ দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি!” তাই বুঝি ঠাকুর, তুমি কৃষ্ণভাবিনী-প্রকৃতি এমন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ। তাই কৃষ্ণভাবিনী এমন উচ্চবংশে ভূম্যধিকারীর গৃহে জন্মিয়াও নিরহঙ্কার ও নিস্পৃহভাবে অবস্থান করিয়া সমস্ত জীবন সংসারে সার সার কর্ত্তব্যগুলি পালন করিতে পারিয়াছেন! নদিদি ছাড়া কোন নারীতে এ প্রকৃতি দেখিলাম না। কৃষ্ণভাবিনীতে একাধারে আরও অনেকগুলি উচ্চশিক্ষোপযোগী গুণ দেখিয়াছি, যাহা অন্য হিন্দু পরিবারস্থ কোনও বঙ্গ-রমণীতে সম্ভবে না! কৃষ্ণভাবিনীতে শিক্ষা যেমন সোনায় সোহাগার ন্যায় হইয়াছে, এমন আর কাহাতেও দেখিলাম না!

বিধিদত্ত মোহ, মায়া, স্মৃতির দারুণ দহন হইতে এ সংসারে কে সহসা মুক্ত হইতে পারে? প্রায় বৎসরাধিক কাল ইহাতে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে দিনাতিপাত করিয়া দিনে দিনে অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে ভাবিনী যখন ঈশ্বরে চিত্ত-সমাধান করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন, সেই সময় কোন উচ্চপদস্থা দেশহিতৈষিণী বিদুষী রমণী

তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতার্ণ হইতে অনুরোধ করায়, আমার প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণভাবিনী একদিন বলিলেন, "বার বার আমি এমন অনুরোধে পড়িতেছি, কি করিব ঠিক্ করিতে পারিতেছি না! এই ভয় যে, এখন শান্তচিত্ত হইবার জন্য যে ঈশ্বর-সাধনার প্রয়োজন, তাহার পাছে ব্যাঘাত ঘটে!" এই কথা শুনিয়া কহিলাম, "ঠিক্ উপযুক্ত পাত্রেই তাঁহারা এ গুরু ভার ন্যস্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।" কৃষ্ণভাবিনী কহিলেন, "সংসার-কর্ম্মক্ষেত্রে তুমিও কি আমায় নামিতে অনুমোদন কর? আমি এক এক বার ভাবি, যখন এত দুঃখ-জ্বালা সহিয়া প্রাণই রক্ষা করিলেন প্রভু, তবে তাঁর কাজেই তাহা সমর্পিত হউক্।" তাহার সেই দৃঢ়-সংকল্পোজ্জ্বল উর্দ্ধদৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া মনে হইল, সে যেন এক অভূতপূর্ব্ব সমুচ্চভাব প্রাণে ঢালিয়া দিল; কহিলাম, "ভগ্নি, এমন মহৎ হৃদয় ব্যতীত আর কোন্ রমণী দেশহিতকর কার্য্যে নারীকুলের উন্নতি-সাধনে মনঃপ্রাণ ঢালিতে পারিবে? ইচ্ছা সত্ত্বেও সংসারী ব্যক্তির ইহাতে প্রবেশ করিয়া কার্য্যক্ষম হইবার সম্ভবনা নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহাও সেই পরম দেবতারই সেবা।"

পবিত্র-হৃদয়া, ব্রহ্মচারিণী, সেবাব্রত-ধারিণী কৃষ্ণভাবিনীকে যখন এই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা দেখিলাম, সেদিনকার যুগপৎ হর্ষ-বিষাদের অবস্থা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে পারি না।

কৃষ্ণভাবিনি! কৈশোরের প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণভাবিনি! বিধাতা তোমার হাত ধরিয়া কোথা হইতে কোথায় আনিলেন্? যাও ভাবিনি, সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রে, যাও সেই উদার পথে! উচ্চ হৃদয় ও ধর্ম্মভাব দিয়া বিধাতা তোমাকে যে ভারত-রমণী করিয়া পাঠাইয়াছেন, সেই ভারতনারী-মণ্ডলীর মুখ উজ্জ্বল কর। তুমি নরোত্তমের সহধর্ম্মিণী হইয়া এত দূর জ্ঞান-পথে সৎসাহসে অগ্রসর হইয়াছ ও প্রকৃতিগত ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া নিঃস্বার্থ নিরভিমান অন্তঃকরণ লাভ করিয়াছ, নারীর মহত্ত্ব, মানবের মনুষ্যত্ব ও উৎসর্গীকৃত জীবনে কল্যাণকর কার্য্যের মধ্য দিয়া অমরত্ব লাভ কর! ইহার অধিক সম্পদ আর কি আছে! আমাদের ভারত-নারী-মণ্ডলীর মহান্ গৌরবে সম্মানিত ও আদৃত থাক। জীবনে "প্রভুরই ইচ্ছা পূর্ণ" কর।

বন্ধু আমার সেই বিলাত-যাত্রার মতই না বলে চলে গেলেন্। একটী বার শেষ দেখা দেখ্‌তে পেলাম না! রামায়ণ-মহাভারতের চেয়ে তাঁহার জীবনের কাহিনীগুলাই আজ আমার সকলকার কাছে বল্‌তে ইচ্ছা হচ্চে। কি নারী-জন্মই তিনি পেয়েছিলেন্!!! মনে হচ্চে যেন এখন স্ব-শরীরেই স্বর্গে চলে গেলেন্! মর্ত্ত্যলোকে দেবীর স্থানই যে নিজের রেখে গেলেন্!

শ্রীমতী—

আত্মবিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(শ্যামনগর—পুষ্করিণীর তট।
হেমচন্দ্র একাকী উপবিষ্ট)

হেম। নারায়ণ! লীলাময়! তোমার অনন্তলীলা বোঝা ভার! এ সংসার তোমার খেলা-ঘর। মানুষ তোমার খেলার পুতুল! তুমি কখন্ কাকে নিয়ে কি খেলা খেলাও, তা' তুমিই জান্! তোমার খেলায় চালিত হ'য়ে আজ আমি হেথায় এসেছি। স্ত্রী-পুত্র ফেলে ঘর-বাড়ী ছেড়ে, আজ আমি পরের আশ্রয়ে বাস কর্চ্ছি। জানি না, আবার কোথায় যেতে হবে! আর ভাল লাগ্‌ছে না; প্রাণ যেন উধাও হয়ে বাড়ীর দিকে ছুটে যাচ্ছে! অন্নপূর্ণার ভালবাসা, রমার ভক্তি, সুবোধের সরল মুখ যখন মনে পড়্‌ছে, তখন সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাচ্ছি। মনে হয়, ঘরে ফিরে যাই। কিন্তু গিয়েও ত সেই যন্ত্রণা ভোগ ক'র্ত্তে হবে। তার চেয়ে বরং এ আছি ভাল; চ'খে ত' আর তাদের কষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কিন্তু এখানে বেশী দিন যে টিক্‌তে পার্ব্ব, তা' বোধ হয় না! প্রথম প্রথম নরেন্দ্রকৃষ্ণকে বেশ ভাল লোক ব'লে মনে হত। কিন্তু আজকাল আর সে রকম মনে হয় না। প্রথমে আমার সঙ্গে সে যে-রকম ব্যবহার ক'রেছে, আজকাল আর সে-রকম করে না। তারই বা দোষ কি? সে মনিব আমি চাকর; যেটুকু দয়া করে, তাই যথেষ্ট! একদিন আমিও প্রভু ছিলুম্, একদিন আমিও দশজন লোকের উপর হুকুম চালিয়েছি। তখন বুঝি নি, কিন্তু এখন বুঝ্‌তে পার্চ্ছি, পরের দাসত্ব করা, পরের অন্নে প্রতিপালিত হওয়া কি কষ্টদায়ক, কি যন্ত্রণাকর!

(সরলার প্রবেশ।)

সরলা। (হাঁপাইতে-হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল) বাবা, শ্যামনগর যাব কোন্ পথে?

হেম। এই ত শ্যামনগর। কে তুমি? তোমার কথার স্বরে বোধ হ'চ্ছে, তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ! শ্যামনগরে কোথায় যাবে, মা?

সর। আমি বড় বিপদে পড়েছি, বাবা! আমরা বড় গরিব। দু'বেলা খেতে পাই না। আমার আর কেউ নেই, কেবল এক বুড়ো মা। দু'জনে ধান ভেনে কোন রকমে একবেলা একমুটো খেতে পেতুম্! এম্নি কপাল বাবা, আজ ক'দিন হ'ল আমার মায়ের বড় ব্যামো হয়েছে। একটী পয়সা নেই; ডাক্তার দেখাতে পারি নি। আজ বড় বাড়াবাড়ি হ'য়েছে, তাই আর থাক্‌তে না পেরে এই শ্যামনগরে মথুর কব্‌রেজের বাড়ী যাচ্ছি। যদি তিনি দয়া ক'রে একটু ওষুধ দেন্। শুনিছি, তিনি গরীবকে বড় দয়া করেন্। আমি কখনও গ্রামের বার হই নি, পথঘাট চিনি না। তা' কি কোর্ব্বো বাবা, মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। হ্যাঁ, বাবা, মা আমার বাঁচবে ত'? (বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল)

হেম। তা কি ক'রে বোল্‌বো মা? সবই ভগবানের হাত। তাঁর মনে যা আছে,

তাই হবে। তুমি কেঁদ না। মথুর-বাবু বড় দয়ালু লোক। তাঁকে গিয়ে তোমার অবস্থা বোলো তা হলেই তিনি তোমার মাকে দেখে আসবেন্। এই রাস্তাটা দিয়ে খানিকটা গেলেই তাঁর বাড়ী দেখ্‌তে পাবে। আর শোন,এই পাঁচটা টাকা নাও,—তোমার ওষুধ-পত্র যা দরকার হবে, তা কিনে এন।

সর। সে কি বাবা! তুমি অতগুলো টাকা দেবে? কেন বাবা, আমি ত তোমার কোনও কাজ করি নি!

হেম। কেন, কাজ না ক'র্লে কি টাকা দিতে নেই?

সর। কে দেয় বাবা? আমার যা'য়েরা বড়মানুষ! তাদের কাছে একটা টাকা ধার চাইতে গেলুম, সে বল্‌লে আমার দু'মণ ধান ভেনে দে, তবে দোব! তা' আমি কখন্ দোবো বাবা? মাকে আমি একদণ্ডও ছাড়্‌তে পারি না। তা'র কাছে দিন রাত ব'সে থাকি। দু'টি রেঁধে খাব, তা, দু'দিন আমার সে সময় হয় নি। তাকে বল্লুম, 'মা ভাল হলে দোব।' তার পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌লুম, তবুও সে দিলে না। আপনার লোকেই দিলে না, তা' পরে কেন দেবে বাবা?

হেম। আমি দিচ্ছি নাও। (হেমচন্দ্রের চক্ষে অশ্রুবিন্দু ঝরিতেছিল)

সর। অতটাকা নিয়ে কোত্থেকে শুধ্‌বো বাবা?

হেম। তোমায় শুধ্‌তে হবে না।

সর। সে কি! তুমি একেবারে দেবে? না, তা আমি নিতে পার্ব্ব না। অমনি নিলে পাপ হবে।

হেম। না, পাপ হবে না। আমি দিচ্ছি নাও, আমার অনুরোধ।

(নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও জহরের প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থান)

জহ। ঐ দেখুন্ বাবু!

সর। তা' অত টাকা নিয়ে কি কোর্ব্বো বাবা? আমায় বরং চার আনার পয়সা দাও, মায়ের জন্যে সাবু-মিছ্‌রি নিয়ে যাব। আর যা থাকবে, তা'তে আর কিছু দর্কার হ'লে কিন্‌বো।

হেম। না, মা, এই পাঁচটাই নাও, তোমার অনেক দরকার হবে। এ অতি-সামান্য। আমিও বড় গরীব, আর আমার কাছে এখন কিছু নেই। মা, এ সংসারে গরীবই গরীবের বন্ধু, বড়লোক গরীবের দুঃখ বোঝে না। বোঝ্‌বার ক্ষমতাও নেই তাঁদের। আপনার লোকেও কোন উপকার করে না। যদি কখনও কিছু দরকার পড়ে বড়লোকের কাছে যেও না, আত্মীয়ের কাছেও যেও না। তাঁদের কাছে কিছুমাত্র সমবেদনা পাবে না। দুঃখে দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক্, তারা তোমার দুঃখ শুনে হেসে উঠ্‌বে। গরীবের কাছে দুঃখ জানিও, সে তোমার দুঃখের কাহিনী শুনে কেঁদে ফেল্‌বে। তাকে বল্‌তে হবে না, সে আপনা হ'তে, যদি তার একমুঠো চা'ল থাকে, সে আধমুটো দেবে। যদি তার একখানি কাপড় থাকে, সে অম্লান বদনে আধখানি ছিঁড়ে দেবে। নাও, না নিলে আমার মনে বড় কষ্ট হবে! (টাকা দান) তোমার মায়ের চিকিৎসা করাও, টাকার দর্কার পড়্‌লে আমার কাছে এস, কোনও লজ্জা ক'র না। ঐ যে এই গ্রামের

জমীদারের বাগান-বাড়ী দেখ্‌ছ, ঐখানে আমি থাকি। তবে এখন শীঘ্র যাও, আর দেরী ক'র না, মা!

অহ। ঐ দেখুন বাবু, হাতে করে দিচ্ছে, বোধ হয় টাকা! হাঁ্যা দেখুন, ওঃ কত টাকা! আপ্‌নার চ'খে ধুলো দিয়ে আপনার সর্ব্বনাশ ক'চ্ছে! কেমন সৎকার্য্যে ব্যয় কচ্ছে! একবার দেখুন্‌!

সর। কে তুমি বাবা, তুমি কি দেবতা? নইলে মানুষের কি এত দয়া হয়? তোমার মতন দয়া কারও দেখি নে, তোমার মতন মিষ্টি কথা কখনও শুনি নি। তবে এখন যাই বাবা, আর বেশী রাত হ'লে কল্‌য়েজের দেখা পাব না। [প্রস্থান।

হেম। কি সুন্দর সরল এই বালিকা! কি সরল ভাবে কথাগুলি বল্‌লে! মনে কোনও ছলচাতুরী নেই! এ সরলতা, এ সৌন্দর্য্য ধনীর গৃহে দেখ্‌তে পাবো না। এ সৌন্দর্য্য দরিদ্রের পর্ণকুটীরই আলো ক'রে থাকে। দুঃখিনী বালিকা আমায় স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিয়ে দিয়ে গেল। কে বলে এ সংসারে দরিদ্র হওয়া বিড়ম্বনা! বহু-পুণ্য-ফলে লোক দরিদ্র হয়। দরিদ্রের প্রাণে যত স্নেহ, যত ভালবাসা, যত দয়া, তা'র শতাংশের এক অংশও কি ধনীর প্রাণে আছে! তারা নিজের সুখে নিজে মত্ত। আমার যখন ঐশ্বর্য্য ছিল, তখন ত এ-সব কিছু বুঝ্‌তে পার্ত্তুম্‌ না। লোকের দুঃখ দেখে প্রাণ ত' এত কেঁদে উঠ্‌তো না! তাই বুঝি, শিক্ষা দেবার জন্যই ঈশ্বর আমার ঐশ্বর্য্য কেড়ে নিয়েছেন্‌! ভালই ক'রেছেন্‌।

অহ। এখন নিজের চ'খে লোকটার চরিত্র দেখ্‌লেন্‌ ত? আমার কথা কি মিথ্যা? নইলে ও-বেচারী বিদেশে চাক্‌রী ক'র্ত্তে এসেছে, ওর নামে মিছে কথা বল্‌বার আমার দরকার? প্রজার উপরে অত্যাচার-উৎপীড়ন ক'রে টাকা আদায় করে, খাজনার টাকা চুরি—এ সকলের প্রমাণ চান্‌, তাও দিতে পারি!

নরে। না, আর কোনও প্রমাণের দরকার নেই।

(নরেন্দ্রকৃষ্ণ হেমচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া ডাকিলেন—)

নরে। হেমচন্দ্র!

হেম। কে, নরেন্দ্রবাবু! কি বল্‌ছেন?

নরে। চমৎকার!

হেম। কি চমৎকার?

নরে। রাতদুপুরে পুকুর-ঘাটে বসে কুলটার সঙ্গে গুপ্তপ্রেম অতি-চমৎকার!

হেম। গুপ্তপ্রেম!

নরে। আজ্ঞে হাঁ্যা, একেবারে আকাশ-থেকে পড়্‌লে যে? অস্বীকার কর্ব্বে নাকি?

হেম। আশ্চর্য্য!

নরে। বড় বেশী রকম! তোমার লীলা-খেলায় বাধা দিতে এত রাত্রে হঠাৎ আমি এসে প'ড়্‌ব এটা বিশেষ রকম আশ্চর্য্য।

হেম। আপ্‌নি আমার নামে মিথ্যা কলঙ্ক দিচ্ছেন্‌—।

নরে। (ঈষৎক্রোধান্বিত হইয়া) তুমি মিথ্যাবাদী—

হেম। আমি জীবনে কখনও মিথ্যা বলি নি।

নরে। কি আশ্চর্য্য! হাতে হাতে ধরা পড়্‌লে তবুও অস্বীকার! গর্দ্দভ,—তুমি কি ভাব?

হেম। নরেন্দ্রবাবু, গালাগাল দিও না। গর্দ্দভ আমি নই, গর্দ্দভ তুমি! তা নইলে সকলকে নিজের মতন ভাব? আমি বৃদ্ধ, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, আমি পরস্ত্রীর সঙ্গে গুপ্ত প্রণয় কোর্ব্বো, একথা গর্দ্দভ ভিন্ন অপর কোনো জন্তুতে ভাব্‌তে পারে না।

নরে। কি? যত বড় মুখ, তত বড় কথা? জান, কা'র সঙ্গে কথা কইছ?

হেম। হঁ্যা, জানি। তুমি আমার প্রভু, সে-কথা ভুলি নি। কিন্তু তাই ব'লে তুমি আমাকে যা ইচ্ছা বল্‌তে পার না। তোমার না পোষায়, আমাকে বিদায় দাও, আমি চলে যাচ্ছি। আমারও আর তোমার কাছে চাক্‌রী কর্ত্তে ইচ্ছে নেই!

নরে। তা অবশ্যই দোবো। তবে তা'র আগে তুমি আমার যে টাকাগুলি ভেঙেছ, সে-গুলি বুঝিয়ে দাও।

হেম। কি! আমি টাকা ভেঙেছি?

নরে। হঁ্যা, চলিত ভাষায় যাকে চুরি করা বলে। গোবিন্দপুর থেকে যে টাকা আদায় হয়েছিল, তা থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা চুরি করেছিলে, মনে পড়ে? নেমক্‌হারাম!

হেম। নরেন্দ্র কৃষ্ণ! জেন মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে! আর আমি সহ্য ক'র্ত্তে পাচ্ছি না। তুমি আমায় চরিত্রহীন লম্পট বলেছ, তা'সহ্য করেছি, আমায় মিথ্যা-বাদী বলেছ, তাও সহ্য করেছি। শেষে আমাকে চোর নেমকহারাম বল্‌লে? আমি তোমায় কড়ায় গণ্ডায় হিসেব বুঝিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তবু তুমি কি জন্যে আমায় চোর ব'ল্‌ছো তার কৈফিয়ৎ চাই! তোমার খাতা-পত্র নিয়ে এস, তোমার কান ধ'রে হিসেব বুঝিয়ে দিচ্ছি! যাও নিয়ে এস। যাও শীগ্‌গির যাও,—দাঁড়িয়ে রইলে কেন!

নরে। বটে! উল্লুক? তোমার বড্ড সাহস দেখ্‌ছি!—জহর! জুতো মার্‌তে মার্‌তে ওকে আমার গ্রাম থেকে দুর ক'রে দাও।

(জহর মারিতে উদ্যত)

হেম। সাবধান!

নরে। আমি হুকুম দিচ্ছি, মার জুতো!

[জহর অগ্রসর হইয়া মারিবার পূর্ব্বেই হেমচন্দ্র তাহাকে সজোরে পদাঘাত করিলেন।
জহর পড়িয়া গিয়া চিৎকার
করিয়া উঠিল]

জহ। উহু, ম'রে গেছি বাবু! বাবু, আপনার সুমুখে আপ্‌নার এক জন চাকর আমায় মেরে ফেল্‌লে? আপনি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছেন? শাস্তি দিচ্ছেন্ না? ব্যাটাকে ধরে পুলিশে দিন্, তবে ঠিক্ জব্দ হবে।

নরে। হুঁ, ঠিক্ বলেছ তুমি। ওর উপযুক্ত শাস্তি দরকার।

[রামসিংহ দ্বারবানের প্রবেশ]

রাম। হুজুর, এত্‌না রাত হুয়া, তব বি আপ ডেরা পর যায়া নেই, মায়জী হাম্‌কো ভেজা হায় আপকা—

নরে। বহুৎ আচ্ছা। আভি তোম থানামে যাও—

রাম। থানামে?

নরে। হাঁ। থানামে যাযকে, দারগা-জীকো কহো, একঠো ডাকু পাক্‌ড়ানে হোগা। হিঁয়া হামারা পাশ কনষ্টিবল ভেজ দেনা। জল্‌দি যাও।

রাম। জো হুকুম, হুজুর। [প্রস্থান।

হেম। অ্যাঁ, তুমি আমায় পুলিশে দেবে?

নরে। সেই রকমই ত মনে কচ্ছি!

হেম। না, না, তুমি ত এত নিষ্ঠুর নও!

নরে। সময়-বিশেষে হ'তে হয়। বিশেষতঃ তোমার মতন বদ্‌মায়েস লোককে জেলে দেওয়াই কর্ত্তব্য।

হেম। নরেন্দ্রবাবু, তুমি আমার নামে অন্যায় অপবাদ দিয়েছিলে, তাই সহ্য কর্ত্তে না পেরে তোমায় আমি রূঢ় কথা বলেছি। তোমার একটা সামান্য চাকর আমায় জুতো মার্ত্তে আসায়, আমি রাগে জ্ঞান হারিয়ে তাকে লাথি মেরেছি। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমার অন্যায় হয়েছে। তুমি প্রভু, আমি ভৃত্য। সুতরাং, তোমার হুকুমে তোমার চাকর যখন আমাকে জুতো মার্ত্তে আস্‌ছিল, আমার উচিত ছিল, পিঠ পেতে দেওয়া। তা' আমি করি নি। সুতরাং, আমি অপরাধী। তুমি আমায় শাস্তি দাও, কেবল একটা অনুরোধ রাখ, আমায় পুলিশের হাতে দিও না। আমার নামটা ডুব্‌বে!

নরে। না, আমি তোমায় পুলিশেই দোব।

হেম। নরেন্দ্রবাবু, আমি তোমার হাতে ধরে মিনতি কচ্ছি, তোমার যে শাস্তি ইচ্ছা দাও, যদি জুতো মার্‌তে চাও, তাও মার; কেবল একটা অনুরোধ রাখ, আমায় পুলিশে দিও না!

নরে। তোমার সুর যে বদ্‌লে গেল, হেম বাবু! এই না একটু আগে খুব লম্বা লম্বা কথা কইছিলে? মিছে কাঁদছ! আমি স্থিরসঙ্কল্প!

হেম। না, না, আমার অনুরোধ আমি প্রত্যাহার ক'চ্ছি। তোমার মত ইতর লোকের কাছে আমি মিনতি ক'রে মহা ভুল করেছি।

[কনষ্টেবলের প্রবেশ]

নরে। জমাদার! এই লোকটাকে ধরে থানায় নিয়ে যাও। ও আমার লোককে খুন ক'র্ত্তে এসেছিল।

কন। খুন কর্‌নে গিয়া? কেইসে হুজুর?

জহ। উঃ—উঃ—জমাদার-সাহেব, একে বারে গেছি! (কাঁদ কাঁদ স্বরে) আমার আর ওঠ্‌বার ক্ষমতা নেই, উঃ—!

কনে। কাঁহা চোট লাগিয়েসে?

নরে। তুমি তোমার কাজ কর। দারগা-জীকে আমি সমস্ত বল্‌বো। তাঁকে আমার সেলাম দাও। যাও—

[কনষ্টেবল হেমচন্দ্রের হাত ধরিল]

হেম। নিয়তি! আমার উপর তোমার অনুগ্রহটা বড় বেশী। তুমি আমায় বড় ভাল বাস! তাই আমার হাত ধরে আমায় সুন্দর ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ। স্বাস্থ্যকর স্থানের বড় অভাব, তাই বুঝি—

কন। চল্ শালা চল্!

হেম। কি মিষ্ট সম্ভাষণ! তবু এটা প্রথম পরিচয়। চলুন, আমি প্রস্তুত আছি।

কন। কেয়া...কি বাচ্ছা?

হেম। ওঃ—অসহ্য! অসহ্য! ঈশ্বর, এখনও তোমার তৃপ্তি হ'ল না? আমার সর্ব্বস্ব নিয়েছ, আমায় পথের ভিখারী করেছ, তাতেও তোমার শান্তি হ'ল না! আর কেন, যথেষ্ট হয়েছে, এইবার আমায় একেবারে শেষ কর। এ অপমান আর সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছি না। এক দিন যারা আমার সঙ্গে কথা কইতে সাহস

ক'র্ত্ত না, আজ তারা দাঁড়িয়ে লাথি মারছে। আজ আমার এম্নি অবস্থা! ইতর লোকে আমার পিতৃ-পুরুষকে গালাগাল দিচ্ছে! এমন কি মহাপাপ করেছি,—যার জন্য এ যন্ত্রণা দিচ্ছ! যদি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত না থাকে, যদি আমার মার্জ্জনা না থাকে, আমায় চরম শাস্তি দাও! আর কিছু চাই না,—এ অপমান, এ যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে, আমি মৃত্যু, শুধু মৃত্যু চাই।

কনে। (রুলের গুঁতা মারিয়া) চল্!

হেম। (উদ্ভ্রান্তভাবে) কি বলছ? কোথায় যাব?

কন। থানাযে।

হেম। কোথায়?

কন। (রুলের গুঁতা) থানামে, থানামে।

হেম। ওঃ—থানা, থানা, বড় সুন্দর স্থান! বড় সুন্দর স্থান! চল, চল।

কন। চল্, জল্‌দি চল্।

হেম। থানা, থানা, বড় সুন্দর স্থান, বড় সুন্দর স্থান, চল, চল।

[হেমচন্দ্রকে লইয়া কনষ্টেবলের প্রস্থান]

নরে। (স্বগত) তাই ত, একেবারে পুলিশে দিলুম! কাজটা কেমন? না, না, বেশ ক'রে ছি। বড় চড়া কথা বলেছিল: উল্লুক গাধা ব'লে গালাগাল দিয়েছিল! বেশ করেছি। (কিছু পরে জহরের দিকে চাহিয়া) কি হে, এক লাথি খেয়েই তোমার ওঠ্‌বার শক্তি গেল?

জহ। উঃ—বাবু, বড্ড মেরেছে।

নরে। বেশ করেছে। ও একটা মানী লোক; তুমি ওকে জুতো মারতে গেছ্‌লে কেন?

[নরেন্দ্র কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন]

জহ। এ কি! আবার কি হ'ল! লোকটার ঐ ত দোষ! একটুতে রেগে ওঠে বটে, কিন্তু রাগ বেশী ক্ষণ রাখ্‌তে পারে না। না! আমার চুপ ক'রে থাকলে চল্‌বে না। দারগার কাছে যেতে হ'ল। কি জানি, বাবুকে বিশ্বাস নেই। রাগ প'ড়ে গেলেই হয় ত দারগার কাছে নিজে গিয়েই খালাস ক'রে আন্‌বে। এনে হয় ত আবার ম্যানেজারী দেবে। না, তা কিছুতেই কর্ত্তে দেওয়া হবে না। অনেক কষ্টে যদি পথের কাঁটা গেছে, তাকে একেবারে শেষ ক'র্ত্তে হবে। যাই, এই রাতারাতি যা হয় ব্যবস্থা ক'র্ত্তে হবে। দেরী ক'লে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হেমচন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুর।

অন্নপূর্ণা ও হরিদাস।

অন্ন। হরিদাস! সর্ব্বেশ্বরবাবুর কাছে তাঁর কোন খপর আসে নি?

হরি। না, বৌঠাকরুন্। বাবুর খপরের জন্যে তিনিও ভাব্‌ছেলেন।

অন্ন। তাই ত, কি উপায় কোর্ব্বো? আজ ক'দিন ধরে তাঁর চিঠিপত্র পাচ্ছি না! কি হ'ল?

হরি। ভাবনার কথা বটে! কেন যে তাঁর চিঠীপত্র আসছে না, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। ছেল বাবু এখানে, বেশ ছেল, কেন অত দূরদেশে যাওয়া! কেনই বা তখন যেতে দিলুম্? তখন যদি বাবুর পায়ে ধরে কেঁদে বল্‌তুম্, 'বাবু তুমি যেওনা!' হায়! হায়! তখন বুঝ্‌তে পারলুম, না। আপনিই বা যেতে দিলেন কেন, বৌঠাকরুন?

অন্ন। তখন বুঝ্‌তে পারি নি হরিদাস! মনটা তাঁর পাগলের মতন হ'য়ে উঠ্‌লো, মনে কর্‌লুম বাইরে থাক্‌লে, কিছু টাকা উপায় ক'র্ত্তে পার্লে, মন ভাল থাক্‌বে। দু'পয়সা ঘরে এলে পর ছেলে-মেয়েগুলরও কষ্ট থাক্‌বে না।

হরি। মানুষ লোভে পড়েই ত সব নষ্ট করে! এখন বিদেশ-বিভুঁইয়ে তাঁর যে কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে, কিছুই জান্‌তে পারা যাচ্ছে না।

অন্ন। তুমি একবার সর্ব্বেশ্বরবাবুকে ডাক, দেখি, তিনি কি বলেন্।

[হরিদাসের প্রস্থান]

কেন যে তাঁর চিঠি-পত্র আস্‌ছে না, কিছুই বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না।

[সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ]

সর্ব্বে। কি বল্‌ছেন্ মা?

অন্ন। আপ্‌নাকে বেশী আর কি ব'ল্‌ব? মানুষের যখন দুঃসময় পড়ে, তখন মনে কেবল কু-ভাব্‌নাই আসে। তাঁর কোন খপর না পাওয়াতে আমার মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠেছে।

সর্ব্বে। হাঁা মা, এটা ভাবনার কথা বটে! যে মানুষ রোজ চিঠি লেখেন্, আজ দশ বারো দিন তাঁর কোন খপর নেই! আর মাসের প্রথমেই তাঁর মনি অর্ডার আসে, আজ মাসের ১২ই হ'ল, তবু তাঁর টাকা এল না।

অন্ন। অ্যাঁ? তাঁর টাকা আস্‌বার সময় উত্‌রে গেছে? আমার তা মনে ছিল না। তবে কি হবে উপায়? আমার প্রাণ ধড়্ ফড়্ ক'চ্ছে, আর আমি স্থির থাক্‌তে পাচ্ছি না। আপনি এর একটা বিহিত করুন্।

সর্ব্বে। (ভাবিয়া) তাই ত! কি করা যায়?

অন্ন। তাঁর খপর আন্‌বার আর কি কোনও উপায় নেই?

সর্ব্বে। সে বিদেশে কে আর আমাদের তাঁর খপর দেবে মা? আর কাকেও ত জানি না যে, তাকে লিখে তাঁর খপর আনাবো।

অন্ন। তবে কি হবে?

সর্ব্বে। (ভাবিয়া) আমি না হয়, একবার সেখানে যাই। গিয়ে তাঁর খপরটা নিয়ে আসি। আমারও মনটায় ভাল ব'লে নিচ্ছে না।

অন্ন। হ্যাঁ, আপনি তাই যান্। আমার মন বড় অস্থির হ'য়ে উঠেছে। সংসারের এই অবস্থা, তিনি কি ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌বেন। আমার ত ভাল ব'লে মনে হচ্ছে না!

সর্ব্বে। আমি কালই শ্যামনগরে যাব। আপনি ভাব্‌বেন না।

অন্ন। রমার অসুখ, তাঁর কোনও খপর নেই, সংসারের এই অবস্থা আমাকে যেন ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে!

সর্ব্বে। মা, আপ্‌নি বুদ্ধিমতী, বিপদের সময় ধৈর্য্য হারাবেন্ না। রমা কেমন আছে?

অন্ন। একটু ভাল আছে। আপনাদের যত্নে, প্রফুল্লর পরিশ্রমেই রমা এবার প্রাণ পেয়েছে। নইলে তার ত বাঁচ্‌বার আশাই ছিল না! আপ্‌নি তা হ'লে কাল শ্যামনগরে যাবেন্ ত?

সর্ব্বে। হ্যাঁ মা, আমাকে কাল যেতেই হবে। আর চুপ্ করে থাকা উচিত হচ্ছে

না। জানি না, বাবুর সেখানে কি হয়েছে! আপনারা খুব সাবধানে থাক্‌বেন্। এখানে গণিয়ায় পদে পদে শত্রুতা কচ্ছে। কখন্ যে কি ক'রে বস্‌বে, তা' বল্‌তে পারি না। তবে শুন্‌ছি না-কি, সে এখানে নেই।

অন্ন। তাঁকে সঙ্গে করে আন্‌বেন। আর তাঁর বিদেশে থেকে কাজ নেই; আর আমার পয়সায় দরকার নেই। বিদেশে তিনি কত কষ্টই পাচ্ছেন্! সর্ব্বনাশী আমি, আমিই ত' পয়সা পয়সা ক'রে তাঁকে পাঠিয়েছি, নইলে তাঁর ত' যাবার ইচ্ছা ছিল না।

সর্ব্বে। আপনি খুব ভাল কাজই ক'রেছিলেন। আপনার দোষ কি? সকলই সময়ের দোষে করে; গ্রহের ফেরে সব হয়। আমি তবে এখন চল্লুম্।

অন্ন। (ইতস্ততঃ করিয়া) সেখানে টাকার দরকার হতে পারে। কিছু টাকা?

সর্ব্বে। সে কথা আমাকে বল্‌তে হবে না। [প্রস্থান]

অন্ন। মানুষ ভাবে এক, ঈশ্বর করেন্ আর! কোথায় ভাব্‌লুম্ বিদেশে গেলে, কিছু পয়সা উপায় ক'র্ত্তে পার্লে, তাঁর মনটা ভাল থাক্‌বে, ছেলে-পুলে-গুলোরও একটু কষ্ট ঘুচ্‌বে, না উল্টো উৎপত্তি হ'ল! কি হ'ল তাঁর, কিছুই বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না! হে ভগবন্! তাঁর যেন কোন অমঙ্গল না হয়। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

[রমার শয়ন-কক্ষ। রমা বসিয়া; পার্শ্বে প্রফুল্ল]

প্রফু। আজ কেমন আছ, রমা?

রমা। ভাল আছি।

প্রফু। রমা, তুমি রোজ একটু একটু ক'রে বেড়িয়ে বেড়িও।

রমা। একটু একটু বেড়াইত? তবে বেশী ক্ষণ পারি না, মাথা ঘুরে আসে।

প্রফু। তুমি কেবল রাত্ দিন ভেবে ভেবে মন খারাপ ক'রে সেরে উঠ্‌তে পাচ্ছ না। আর অসুখও হয়েছিল সেইজন্যেই।

রমা। (হাসিয়া) তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি না?

প্রফু। আমার কষ্ট! আমার কিসের কষ্ট?

রমা। তোমার কষ্ট নয়? দিন রাত্রি তুমি কত পরিশ্রম ক'রে আমার চিকিৎসা ক'রেছ, কত রাত্রি আমার কাছে ব'সে রাত জেগেছ, এসব কি কষ্ট নয়?

প্রফু। এ আর কষ্ট কি? আমাদের ত' কাজই এই। কষ্ট তুমিই পেয়েছ। দিন রাত্ রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রেছ, সে সময় তোমার কষ্ট দেখে মনে হ'ত যে, আমার স্বাস্থ্যটা তোমায় দিয়ে তোমার রোগটা যদি আমি নিতে পার্ত্তম্ ত' নিতুম্। যাই হোক্, আর মিছে ভাব্‌না ভেবে মন খারাপ্ ক'রে থেক না। এত অসুখ থেকে উঠ্‌লে, এখন যাতে মনটা ভাল থাকে, শরীরটা শীগ্‌গির সেরে ওঠে, তা কর।

রমা। মনে করি, ভাব্‌ব না, কিন্তু কোথা থেকে ভাবনা এসে জোটে! নিজের কথা, বাবার কথা, মনে পড়্‌লে আমার প্রাণটা কেমন হ'য়ে যায়। বিশেষতঃ আমার সেই অপমানের কথা মনে পড়্‌লে।

প্রফু। সে কথা মনে ক'রে কেন তুমি মন খারাপ ক'চ্ছ? পাপীর শাস্তি একদিন

ভগবান্ দেবেনই দেবেন্। আর বাবার জন্তে ভাবনা কি? তিনি বিদেশে চাক্রী ক'র্ত্তে গেছেন, দিন কতক পরে আস্‌বেন্। সেজন্তে ভেবে মন খারাপ্ কর্ব্বার ত' কোন দরকার নেই।

রমা। ভাবৃতে বড় কষ্ট হয়। তুচ্ছ পয়সার জন্তে তিনি দেশ-ছাড়া হ'য়ে বিদেশে প'ড়ে আছেন্।

প্রফু। সে-সব কথা ভেবে কি কোর্ব্বে? ভেবে ত কোন ফল নেই, রমা! বিধাতার খেলা তিনি খেল্‌ছেন। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

রমা। তা' সত্যি! কিন্তু মানুষের মন কি তা' বুঝ্‌তে পারে?

প্রফু। না, তোমাকে আমি পার্লুম্ না। আমি যত চাপা দিতে যাচ্ছি, তুমি তত কথার ভেতর থেকে কথা টেনে আন্‌ছ। তুমি অত ভাবৃতে পাবে না, বল্‌ছি। বিশেষতঃ আজ-কাল সংসারের কথা, দুঃখের কথা বল্‌তে পাবে না। চল ছাতে যাই, কেমন্ সুন্দর চাঁদ উঠেছে!

রমা। অনেক দিন বাইরে যাই নি, অনেক দিন চাঁদের আলো দেখি নি; দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে হয় বটে, কিন্তু চল্‌তে পার্ব্বো না।

প্রফু। আমি ধ'রে ধ'রে নিয়ে যাব, যেতে পার্ব্বে না?

রমা। না, থাক্!

প্রফু। আমার কাছে এত লজ্জা কেন, রমা? এতটুকু বেলা থেকে আমরা একসঙ্গে আছি, আমিই তোমাকে লেখা-পড়া শিখিয়েছি! আমাকে দেখ্‌লে তখন কত আহ্লাদ ক'র্ত্তে, তখন ত আমাকে এত লজ্জা ক'র্ত্তে না!

রমা। ছেলেবেলাটা এক রকম বেশ যায়;—না?

প্রফু। ছেলেবেলাটা মানুষের সমস্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়! শৈশবে মানুষের হৃদয়ে কপটতা থাকে না, লজ্জার আবরণে মানুষকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখ্‌তে পারে না, মানুষ ভাল-বাসার সাগরে ডুবে থাকে। ছেলেবেলার চেয়ে মানুষের সুখের সময় আর নেই, রমা!

রমা। আমারও তাই মনে হয়; মনে হয়, কেন বড় হলুম্, কেন আমার সে সুখের দিন ফুরিয়ে গেল! তখনকার অবস্থা, আর এখনকার অবস্থা কত তফাৎ!

প্রফু। আবার দুঃখের কথা নিয়ে আস্‌ছ? তা'র ত অনেক সময় আছে। সমস্ত জীবনটা প'ড়ে রয়েছে। তাই যদি আমি কাছে থাক্‌লে তোমার দুঃখ বাড়ে, তবে আমি চল্লুম্। (প্রস্থানোদ্যত)

রমা। রাগ ক'র না ভাই! তুমি রাগ ক'র্লে দুঃখের বোঝা আরও বাড়্‌বে! তুমি আমায়,—তুমি আমাদের ভালবাস বলেই তোমার কাছে মনের কথা, দুঃখের কথা বলি। তা'তে প্রাণটা একটু হাল্কা বোধ হয়। যদি তুমি রাগ কর, তা হলে আর ব'ল্‌ব না। তুমি রাগ ক'র্লে আমরা কোথায় দাঁড়াব? আমাদের এ দুঃসময়ে আত্মীয়-বন্ধু সকলেই ছেড়ে গেছে, কেউ একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তেও আসে না, কিন্তু তোমার স্নেহ-মমতা কিছু কমে নি, বরং বেড়েছে। তোমার মতন নিঃস্বার্থ পরোপকারী এ সংসারে ক'জন আছে?

প্রফু। তাই না-কি? তুমি ভুল বুঝেছ। আমি ঘোর স্বার্থপর।

রমা। মহৎ লোকের স্বভাবই হ'চ্ছে, নিজেকে খুব হীন ভাবা। কোন্‌টা তোমার স্বার্থ বল ত?

প্রফু। আমার স্বার্থ তুমি!

রমা। যাও!—তুমি ভারী দুষ্টু!

প্রফু। বেশ! আমি চল্লুম্।

[প্রস্থানোদ্যত]

রমা। শোন, শোন

প্রফু। আবার কি শুনব? আমাকে ত যেতে ব'ল্লে?

রমা। আমি যেতে বল্লুম্?

প্রফু। ব'ল্লে না? এইমাত্র বল্লে, "যাও।"

[সুবোধের প্রবেশ]

সুবো। (প্রফুল্লের প্রতি) মা আপনাকে ডাক্‌ছেন্।

প্রফু। আমি চল্লুম, রমা! মা কি বল্‌ছেন শুনি গে। তুমি একখানা বই-টই পড়, অম্নি চুপটি ক'রে শুয়ে থেক না। [প্রস্থান]

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

সন্ধ্যা-পূজা।

(১)

সন্ধ্যা-বঁধু হাস্‌ছে ধীরে
মধুর সাজে সেজে;
হৃদয়-বীণা থেকে থেকে
উঠ্‌ছে যেন বেজে!

(২)

কোলাহলের ভিতর দিয়ে
সোনার তরী আস্‌ছে বেয়ে,
নাঝি অজানিত—চির
পরিচিতের বেশে—
সন্ধ্যা, তাঁরে বরণ ক'রে
লও গো আবাসে!

(৩)

দাও গো ব'লে ফুলের দলে
দিতে মধুর ঘ্রাণ;
ফুলের গন্ধে পাগল হাওয়া
জুড়িয়ে দিক্ তাঁর প্রাণ!

(৪)

দীর্ঘ দিবস তরী বেয়ে,
শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত হ'য়ে
আস্‌ছে সারা দিনের পরে,
শান্তি পা'বার আশে;
সন্ধ্যা, তাঁরে বরণ ক'রে
লও গো আবাসে।

(৫)

কি আছে মোর্? কর্‌বো আমি
পূজার আয়োজন;
ভক্তি-কুসুম দিয়ে শুধু
কর্‌বো আরাধন!

(৬)

সন্ধ্যা, তুমি কর প্রেরণ
তোমার দীপ্ত তারার কিরণ—
সেই প্রদীপে হের্‌বো নাথের
রাঙা চরণ-দ্বয়;
শুন্‌বো তাঁহার মধুর বাঁশী
সারা জগৎময়!

শ্রীমতী সরসীবালা দেবী।

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সপ্তদশ প্রকরণ।

তেন জ্ঞানফলং প্রাপ্তং যোগাভ্যাসফলং তথা।
তৃপ্তঃ স্বচ্ছেন্দ্রিয়ো নিত্যমেকাকী রমতে তু যঃ ॥১

যিনি (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় ত্যাগ করিয়া) তৃপ্ত ও নির্ম্মলেন্দ্রিয় হইয়া একাকী বিষয়যোগ-ব্যতিরেকে নিত্য আনন্দময় হ'ন্, তিনিই জ্ঞানের ফল পাইয়াছেন, তিনিই যোগাভ্যাসের ফল পাইয়াছেন্।১।

ন কদাচিজ্জগত্যস্মিংস্তত্ত্বজ্ঞো হন্ত খিদ্যতি।
যত একেন তেনেদং পূর্ণং ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলম্ ॥২॥

হে শিষ্য, এই জগতে আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কখনও দুঃখ পান্ না; কারণ, এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল একমাত্র তাঁহারই দ্বারা পরিপূর্ণ (দ্বিতীয় কেহই নাই, যাহা হইতে তিনি ভয় পাইবেন)।২।

ন জাতু বিষয়াঃ কেঽপি স্বারামং হর্ষয়ন্ত্যমী।
সল্লকীপল্লবপ্রীতমিবেভং নিম্বপল্লবাঃ ॥৩॥

নিরন্তর যিনি আত্মাতেই আনন্দলাভ করেন্, তাঁহাকে আত্মারাম বলে। ঈদৃশ ব্যক্তিকেকোনপ্রকার বিষয়সুখই কখনও উৎফুল্ল বা আত্মহারা করে না। যে হস্তী কোমল সল্লকীপল্লব ভোজনের দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছে,' সে নিম্বপল্লব দেখিয়া কখনও আহ্লাদে আটখানা হয় না।৩।

যস্তু ভোগেষু ভুক্তেষু ন ভবত্যধিবাসিতা।
অভুক্তেষু নিরাকাঙ্ক্ষী তাদৃশো ভবদুর্লভঃ ॥৪॥

যাঁহার ভুক্তবিষয়ে আসক্তি হয় না ও অভুক্তবিষয়ে আকাঙ্ক্ষা হয় না, তাদৃশব্যক্তি সংসারে অত্যন্ত দুর্লভ।৪।

বুভুক্ষুরিহ সংসারে মুমুক্ষুরপি দৃশ্যতে।
ভোগমোক্ষনিরাকাঙ্ক্ষী বিরলোহি মহাশয়ঃ ॥৫॥

সংসারে ভোগাকাঙ্ক্ষী মানব পরিদৃষ্ট হয়, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী মানুষও দেখা যায়, কিন্তু ভোগ ও মোক্ষ, এই উভয় বিষয়ে নিরপেক্ষ মহাশয় অত্যন্ত বিরল।৫।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু জীবিতে মরণে তথা।
কস্যাপ্যুদারচিত্তস্য হেয়োপাদেয়তা নহি ॥৬॥

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জীবন ও মরণ, এইসকল বিষয়ের কোনটাই যিনি হেয় বা উপাদেয় মনে করেন্ না, তাদৃশ উদারচিত্ত ব্যক্তি কচিৎ দেখা যায়।৬।

বাঞ্ছা ন বিশ্ববিলয়ে ন দ্বেষস্তস্য চ স্থিতৌ।
যথা জীবিকয়া তস্মাদ্ধন্য আস্তে যথাসুখম্ ॥৭॥

যিনি জ্ঞানী, তাঁহার বিশ্বনাশেও কখন ইচ্ছা হয় না, তাহার স্থিতিতেও কখন বিদ্বেষ হয় না। এই ধন্য পুরুষ প্রারব্ধ-কর্ম্মানুসারে যাহা পা'ন্, তাহার দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহপূর্ব্বক যথাসুখে অবস্থান করেন্।৭।

কৃতার্থোঽনেন জ্ঞানেনেত্যেবং গলিতধীঃ কৃতী।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্জিঘ্রন্নশ্নন্নাস্তে যথাসুখম্ ॥৮॥

'এই জ্ঞানের দ্বারা আমি কৃতার্থ হইয়াছি', এইরূপ মনে করিয়া দেহাদিতে আত্মদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া কৃতী মহাশয় (প্রারব্ধকর্ম্মানুসারে যথাযথ) দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও ভোজন করতঃ যথাসুখে থাকেন্।৮।

শূন্যা দৃষ্টির্বৃথা চেষ্টা বিকলানীন্দ্রিয়াণি চ।
ন স্পৃহা ন বিরক্তির্বা ক্ষীণসংসারসাগরে ॥৯॥

যে জ্ঞানীর সংসারসাগর ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহার বিষয়ভোগের ইচ্ছাও হয় না, বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষও হয় না দৃষ্টি ; আসক্তি-শূন্য হয়, চেষ্টাসকল নিষ্কামভাবযুক্ত হয়, এবং ইন্দ্রিয়-সকল তুষ্ট-বিষয়গ্রহণে বিকল হয় ৯।

ন জাগর্ত্তি ন নিদ্রাতি নোন্মীলতি ন মীলতি।
অহো পরদশা ক্বাপি বর্ত্ততে মুক্তচেতসঃ ॥১০॥

মুক্তচিত্ত-ব্যক্তি জাগিবার জন্য চেষ্টা করেন্ না ; নিদ্রা যাইবার চেষ্টাও করেন না ; নয়ন-উন্মীলনের চেষ্টাও করেন না, নয়ন-নিমীলনের চেষ্টাও করেন না। তিনি এক অত্যাশ্চর্য্য পরম অবস্থায় অবস্থান করেন্ (যখন তাঁহার সমস্ত কার্য্যই প্রারব্ধকর্মবশে নিষ্পন্ন হয়, তিনি স্বয়ং কেবল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন্)।১০।

সর্ব্বত্র দৃশ্যতে স্বস্থঃ সর্ব্বত্র বিমলাশয়ঃ।
সমস্তবাসনামুক্তো মুক্তঃ সর্ব্বত্র রাজতে ॥১১॥

জীবন্মুক্ত জ্ঞানিপুরুষ সুখদুঃখাদি সর্ব্বত্র স্বস্থচিত্তে বিরাজ করেন, শত্রুমিত্র সকলের প্রতি নির্ম্মলচিত্ত (অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত রাগ-দ্বেষাদি-দ্বারা কলুষিত হয় না)।১১।

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গৃহ্নন্ বদন্ ব্রজন্
ঈহিতানীহিতৈর্মুক্তো মুক্ত এব মহাশয়ঃ ॥১২॥

(সমস্তই যথাযোগ্য) দর্শন করিয়া, শ্রবণ করিয়া স্পর্শ করিয়া, আঘ্রাণ করিয়া, ভক্ষণ করিয়া, গ্রহণ করিয়া, বলিয়া এবং গমন করিয়া যিনি রাগদ্বেষ-দ্বারা মুক্ত, সেই মহাশয়ই বাস্তবিক মুক্ত।১২।

ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি।
ন দদাতি ন গৃহ্ণাতি মুক্তঃ সর্বত্র নীরসঃ ॥১৩॥

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কাহারও নিন্দাও করেন না, স্তুতিও করেন্ না ; হৃষ্টও হন না, কুপিতও হন্ না ; দানও করেন না, গ্রহণও করেন্ না ; তিনি সর্ব্ববিষয়ে স্পৃহাশূন্য হন।১৩।

সানুরাগাং স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং বা সমুপস্থিতম্।
অবিহ্বলমনাঃ স্বস্থো মুক্তএব মহাশয়ঃ ॥১৪॥

যিনি পরমপ্রেমবতী রমণীকে অবলোকন করিয়া, অথবা উপস্থিত মৃত্যু জানিয়াও বিহ্বল হ'ন্ না, পরন্তু (যথাপূর্ব্ব) ধৈর্য্যযুক্তই থাকেন্, সেই মহাশয় বাস্তবিকই মুক্ত।১৪।

সুখে দুঃখে নরে নার্য্যাং সম্পৎসু চ বিপৎসু চ।
বিশেষো নৈব ধীরস্য সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ ॥১৫॥

সর্ব্বত্র সমদর্শী ধীর মহাপুরুষ সুখে দুঃখে, নরে নারীতে, সম্পদে বিপদে কোন ভেদই দেখেন্ না। যাঁহার সর্ব্বত্র আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে সুখ দুঃখ, নর নারী, সম্পদ্ বিপদ্ প্রভৃতি সমস্তই সমান।১৫।

ন হিংসা নৈব কারুণ্যং নৌদ্ধত্যং ন চ দীনতা।
নাশ্চর্য্যং নৈব চ ক্ষোভঃ ক্ষীণসংসরণে নরে ॥১৬

যে মহাপুরুষের সংসার ক্ষীণ হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁহার হিংসা বা কারুণ্য, ঔদ্ধত্য বা দীনতা, বিস্ময় বা ক্ষোভ, কিছুই হয় না।১৬।

ন মুক্তো বিষয়দ্বেষ্টা ন বা বিষয়লোলুপঃ।
অসংসক্তমনা নিত্যং প্রাপ্তাপ্রাপ্তমুপাশ্নুতে ॥১৭॥

যিনি জীবন্মুক্ত তিনি কখনও বিষয়ের বিদ্বেষযুক্ত হন্ না, অথবা বিষয়ের প্রতি লোলুপও হন্ না, তিনি সর্ব্বদা অনাসক্তচিত্তে প্রারব্ধানুসারে প্রাপ্তাপ্রাপ্ত বিষয়ের ভোগ করেন্।১৭।

সমাধানাসমাধান-হিতাহিতবিকল্পনাঃ।
শূন্যচিত্তো ন জানাতি কৈবল্যমিব সংস্থিতঃ ॥১৮

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি শূন্যচিত্ত হ'ন্ ও কৈবল্য-প্রাপ্তের ন্যায় সমাধি অথবা ব্যুত্থান, হিত

অথবা অহিত, এই সমস্তপ্রকার কল্পনাবিরহিত হন্ (অর্থাৎ তাঁহার মন ব্রহ্মাকার হয়)।১৮।

নির্মমো নিরহঙ্কারো ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চিতঃ।
অন্তর্গলিতসর্বাশঃ কুর্বন্নপি করোতি ন ॥১৯॥

যাঁহার স্ত্রীপুত্রাদিবিষয়ে মমতা নাই, যাঁহার দেহ প্রভৃতিতে অভিমান দূর হইয়াছে, 'জগৎপ্রপঞ্চ কিছুই নহে' এইরূপ যাঁহার দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছে, যিনি সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতাদৃশ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কোন কর্ম করিলেও তাহা না করারই তুল্য (অর্থাৎ কর্ম তাঁহাকে পুনরায় বন্ধনগ্রস্ত করিতে পারে না।১৯।

মনঃপ্রকাশসংমোহস্বপ্নজাড্যবিবর্জিতঃ।
দশাং কামপি সম্প্রাপ্তো ভবেদ্গলিতমানসঃ ॥২০॥

শূন্যচিত্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ মনের প্রকাশাবস্থা এবং মোহাবস্থা, স্বপ্ন ও জড়তার অবস্থা, এইসকল ভাববিরহিত হইয়া এক অনির্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন্।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার তত্ত্বস্বরূপ-বিংশতি' নামক সপ্তদশ প্রকরণ সমাপ্ত।　(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

প্রথম কবিতা।

নিরজনে পূর্ণপ্রাণে　　বদ্ধ প্রেম-আলিঙ্গনে,
　　অসীম কৌতুকপূর্ণ প্রাণে,
যতনে রচিয়া নীড়　　স্নেহবক্ষে বিটপীর
　　ছিল দোঁহে অনাবিল সুখে।
বিহগদম্পতিদ্বয়　　ছাড়াছাড়ি নাহি হয়
　　একতিল মুহূর্ত্তের তরে ;
একসাথে ধরি তান　　পুলকে গাহিয়া গান
　　বন্দে নিতি জগত-ঈশ্বরে।
ভাঙ্গি সে সুখের ঘর　　পশিল ব্যাধের শর,
　　বিহগ সে ভূতলে লুটায় !
চাহি পতিমুখ-পানে　　বিহগী করুণ তানে,
　　নিজে কেঁদে পরেরে কাঁদায় !
মুহূর্ত্তে টুটিল ধ্যান,　　করুণ সে শোকগান
　　প্রবেশিল হৃদয় মাঝারে ;
বাল্মীকির প্রাণে প্রাণে,
　　সে ব্যাকুল হা-হা তানে,
　　ঝঙ্কারিল বীণা শতস্বরে।
হেরি সে দারুণ ছবি　　বিভল হইলা কবি ;
　　সে যে এক স্মরণীয় দিন !
আদি কবি হর্ষমনে　　সে শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে,
　　রচিলেন কবিতা নবীন।

শ্রীচারুলতা গুপ্তা।

উপন্যাসিকের বিপদ্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৬

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। ডিটেক্‌টিভ বন্ধুর সহায়তায় এক সপ্তাহের পর আদিত্যনাথ অণিমার সন্ধান পাইয়াছে। বন্ধু লিখিয়াছেন, বারুইপুরে একখানা বাগানবাড়ী ভাড়া লইয়া তাহার স্ত্রী সেই ভদ্রলোকটীর সহিত বাস করিতেছেন্। সরকারী কার্য্যে তাঁহাকে এই মুহূর্ত্তে বাহিরে যাইতে হইল, নচেৎ তিনিই

সীতা-উদ্ধার করিয়া দিয়া যাইতেন্। বাগান-বাড়ীখানি নূতন ভাড়া লওয়া হইয়াছে ;—মেরামত ও নতুন রং হওয়ায় চিনিয়া লইতে অসুবিধা হইবে না। লম্বা জোয়ান প্রসন্নমুখ ভদ্রলোকটীকেও তিনি দেখিয়াছেন ;—হাঁ। মানুষের মত চেহারা বটে। চিঠি পড়িয়া রাগে দুঃখে আদিত্যের মনের ভাব ভীষণ হইয়া উঠিল ;—এক সপ্তাহ সে সেখানে বাস করিতেছে ! কর্ত্তব্যচিন্তায় তাহাকে অধিকক্ষণ কালক্ষেপ করিতে হইল না। তাহা একপ্রকার স্থির করাই ছিল। এই কয়দিন সারা রাত্রিদিন এই চিন্তাতেই তাহার কাটিয়াছে। আদিত্যনাথের ও অণিমার যে-কয়জন আত্মীয় ছিলেন, কৌশলে সকলের নিকট হইতেই সে সংবাদ আনাইয়াছে। অণিমা তাঁহাদের কাহারও বাটী যায় নাই। দাসী-চাকরের বর্ণনা হইতে যতটুকু সে জানিতে পারিয়াছে,—তাহা হইতেও সেই লম্বা জোয়ান সুন্দর পুরুষের মূর্ত্তি তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিতই রহিয়া গিয়াছে। ডিটেক্টিভ বন্ধুর চিঠিতেও তাঁহাকে আত্মীয় বলিয়া প্রমাণ করায় নাই !

ডেস্ক খুলিয়া একটা ভারী জিনিষ ও মণি-ব্যাগটা আদিত্য তাহার ওভারকোটের পকেটে ভরিয়া লইল। ঘরের জিনিষপত্র, টাকা-কড়ি, চাবী, যেখানে যাহা ছড়াইয়া ফেলিয়াছিল তাহা তেমনি ছড়ানই পড়িয়া রহিল ; গুছাইয়া রাখিল না ;—রাখিবার আর প্রয়োজনও নাই। দ্বারবান্ সঙ্গে যাইবে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, আদিত্য কহিল—"দরকার নাই।"

ষ্টেসনে দুই একজন পরিচিতের সহিত আদিত্যের সাক্ষাৎকার হইল। তাহার অসম্ভব গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। অনেকেই তাহার পানে চাহিয়া দেখিতেছিল,—সে কিন্তু কাহারও পানে চাহিতেছিল না। টিকিট কিনিয়া গাড়ীর একপাশে সে বসিল ; ষ্টেসনে একখানি সংবাদপত্র কিনিয়া লইল ; পড়িবার জন্য নয়, অন্যের দৃষ্টি হইতে আত্মগোপনের জন্য।

গাড়ী মৃদুমন্দ-গমনে চলিয়া কয়েকটি ষ্টেসনে দুই এক মিনিট দাঁড়াইয়া অবশেষে নির্দ্দিষ্ট ষ্টেসনে আসিল। আদিত্যের সঙ্গে জিনিষপত্র ছিল না, সুতরাং কুলীর প্রয়োজন নাই। গাড়ী থাকিলে মন্দ হইত না। ছোট ষ্টেসন,—যা দুই-একখানি গাড়ী ছিল,—তাহার কাছে স্ত্রীপুরুষের জনতা দেখিয়া আদিত্য গাড়ীর আশা ছাড়িয়া পদব্রজেই চলিতে সুরু করিল।

পথের দুইধারে সবুজ জমি। কিছুদিন পূর্ব্বে বৃষ্টি হওয়ায় সবুজের গাঢ়ত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে। একস্থানে কেতকীগাছের জঙ্গল। ফুটন্ত ফুলের গন্ধ বাতাসে মিশিয়া দিক্ আমোদিত করিয়া তুলিতেছিল। দূরে ধান্যের ক্ষেতে অস্তগামী সূর্য্যের রক্ত-আলোকশিখায় বাতাসে ঢেউ তুলিয়া দিয়াছে। দুই একজন গ্রাম্যলোক পথ চলিতেছিল। আশে পাশে চারিদিকেই কাব্যের উপাদান মজুদ, তবুও কবিচিত্ত আজ আর সে শান্তসন্ধ্যার পল্লীচিত্রে মুগ্ধ হইল না। তাহার জ্বালাময় দুই চক্ষু যে অজ্ঞাত উদ্যানবাটীকার অন্বেষণে ব্যস্ত ছিল, তাহারই কোন নিভৃত সজ্জিত কক্ষে নরনারীর যুগলমূর্ত্তি-স্মরণ কল্পনা-জগতের সহিত পৃথিবীর সকল-সৌন্দর্য্য-বোধই তাহার মন হইতে লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল।

একজন চাষা সাম্‌নের ক্ষেত হইতে উঠিয়া পথ চলিতে সুরু করিলে, আদিত্যনাথ তাহার নিকট হইতেই নূতন মেরামত হওয়া বাগান-বাড়ীখানির সংবাদ জানিয়া লইল। লোকটা কিছু বেশী কথা বলিতে ভালবাসে। সে খুসী হইয়া আদিত্যের প্রয়োজনের অধিক সংবাদই জানাইল; কহিল—"এই যে সাহেব, আমি ত' ঐ দিকেই যাচ্ছি। এই হপ্তা-দুই হোল, ভাড়া এসেছে। কর্ত্তা বড় ভাল মানুষ, খুব আমুদে। এই পরশুদিন সকালে আমায় ডেকে বল্লে,—"ন'কড়ি, দু'জন নগ্‌দা লোক ঠিক্ করে দিতে পার? বাগানটা সাফ করে দেবে। যে জঙ্গলে দেশ বাবু, তোমাদের,—কোন্‌দিন সাপে ছোবল দেয় বা!" তা আমি বল্লু, 'কর্ত্তা পোড়ো বাড়ী কি না, তাই এত জঙ্গল! তা লোকের ভাবনা কি? মনে কচ্ছ এতটুকু গাঁ,—এতে কি আর লোক পাওয়া যাবে? একবার হুকুম দিয়েই দেখ না—পাও কি না? এই ন'কড়ি দাসের অনুমতি পেলে এখুনি দুশো লোক হাজির হবে। "কর্ত্তা হাস্‌তে লাগ্‌লো; বল্লে—'না ন'কড়ি, আমি গরীব মানুষ, দু'শো লোক নিয়ে কোর্‌বো কি? তাও ত বেশী দিন এখানে থাক্‌বো না? ক'দিন আছি, একটু সাফ্‌ সুত্‌রো করে নিয়ে থাক্‌তে চাই। তুমি বাবু ঐ দুটো লোকই আমায় দিও।" ন'কড়ী দাসের বক্তৃতা শুনিবার মত মনের অবস্থা আদিত্য-নাথের ছিল না। সে নীরবে পথ চলিতেছিল। শ্রোতার নিকট উৎসাহ না পাইয়া নকড়িরও সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা-হ্রাস হইয়া আসিতেছিল; —অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে পথ দেখাইয়া দিয়া সে এইবার নিজের বাড়ীর পথ ধরিল।

সন্ধ্যার অল্প অন্ধকারে বাগানের মধ্যে বাড়ীখানি বেশ দেখাইতেছিল। খোলা ফটকের সাম্‌নে কাঁকর ফেলা রাস্তা! আশে পাশে বড় বড় গাছপালার মাথায় ইহারই মধ্যে জোনাকীর বাতী জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। জানালার খোলা পাখীর মধ্য দিয়া কোন কোন ঘরের আলো বাহিরে রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। আদিত্যনাথ আলোক-অনুসরণে গৃহাভ্যন্তর দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভিতরের দৃশ্য কিছুই দেখা গেল না। কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়-ভাবে সে যখন নিজের কর্ত্তব্য-চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল, তখন হঠাৎ একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় অতিকষ্টে পতন-নিবারণ করিতে গিয়া তাহার চিন্তায় ব্যাঘাত পড়িল। তাহাকে প্রশ্নের অবসর না দিয়াই আগন্তুক ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে অন্ধকারে এখানে দাঁড়িয়ে?" তাঁহার পূর্ণ দীর্ঘপ্রস্থ প্রকাণ্ড শরীরের পানে বারেক দৃষ্টিপাত করিয়াই আদিত্যের মনে হইল, "এই—যে!" আদিত্য বিনাবাক্যে নিজের 'ওভার কোটে'র পকেটে হাত ভরিয়া দিল। উত্তর না পাইয়া প্রশ্নকারী বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিল,—"কে ম'শাই আপ্‌নি? অন্ধকারে ভদ্রলোকের বাড়ীর দোরে কি খুঁজ্‌ছেন?" এই বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি ফটক বন্ধ করিতে উদ্যত হইলেন, দেখিয়া আদিত্যনাথ অগ্রসর হইয়া বাধা দিয়া কহিল,—"এক মিনিট দেরী করুন্। আপনিই কি কল্‌কাতা থেকে কোন ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন্, আর এই বাড়ীতেই রেখেছেন?" আগন্তুকের ভীষণ দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করিয়া

আদিত্যনাথের মুখ দেখিয়া লইতেছিল। পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর ও রূঢ়স্বরে উত্তর হইল,—"হাঁ এনেছি—রেখেছি, তোমার তাতে কি?" "কিছু আছে বৈ্য কি"—এই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থকার তাঁহার 'ওভারকোটে'র পকেট হইতে ভারী জিনিষটা টানিয়া বাহির করিলেন। দীর্ঘাকার বলবান্ লোকটা এইরূপ সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন্। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইতে পীচের লাঠিটি বাম হস্তে রাখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে লেখকের হাতখানা বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া ঘুরাইয়া ধরায়, রিভলভারের গুলিটা হাওয়ায় বাহির হইয়া গেল। গম্ভীর স্বরে তিনি বলিলেন,—"কে তুমি? তার স্বামী?" হাত ছাড়াইবার যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে আদিত্যনাথ কহিল—"আরে তোর যম! চোর, ডাকাত, পাজী, বদ্‌মাস্, শয়তান, রাস্কেল!"—ঔপন্যাসিককে আর অধিক ভাষা-সংগ্রহের ক্লেশ ভোগ করিতে হইল না। বলবান্ লোকটীর পিচের লাঠিটি ততক্ষণে আদিত্যনাথের পৃষ্ঠে পতিত হইতেছিল।

ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। উজ্জ্বল কেরোসীনের আলোয় আদিত্য দেখিল—অণিমা ও আর একটি স্ত্রীলোক। ভয় পাইয়া তাহারা দুইজনেই চিৎকার করিতেই, সেই মুহূর্ত্তেই আহত ও আঘাতকারী, দুইজনে দুই জনকে ছাড়িয়া দিলেন্। আঘাতকারী ব্রজেন্দ্রনাথ নিজের আত্মবিস্মৃতিতে অত্যন্ত লজ্জানুভব করিতেছিলেন্। আদিত্যনাথের ক্রোধের কারণ তখনও দূর হয় নাই। সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"আমি ওকে খুন কর্‌বো,—ওকে খুন কর্‌বো, তোকেও"—

"কিন্তু আমি যে সে-দু'টোর একটীতেও রাজী নই, ভাই! অণি, তোমার দিদিকে বল,—তাঁর স্বামীর হয়ে—আদিত্যবাবুর কাছে উনি মাপ্ চান্। আমার ত' আর মুখ নেই"—বলিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ হাস্যোৎফুল্ল নেত্রে অণিমার পানে চাহিয়া দেখিলেন্। অন্ধকার না হইলে দেখা যাইত, ব্রজেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে যে পরিমাণে অনুতাপের ব্যথা ধ্বনিত হইল, মুখভাবে তাহার কোন চিহ্নই নাই। আদিত্য-নাথ সহসা—"অ্যাঁ—আপনি—ব্রজেন্দ্রবাবু!" বলিয়া চিৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

ছোট ছেলেটাকে যেমন করিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া যায়, তেমনি করিয়াই ব্রজেন্দ্রনাথ অবলীলায় আদিত্যনাথকে তুলিয়া ঘরে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন্। অণিমা ঘরে আসিলে তিনি কহিলেন,—"আমি ভাবছি, তুমি আমায় মনে মনে খুব গালাগাল দিচ্ছ। কিন্তু সত্যি বল্‌ছি,—আমি এতটা ভেবে দেখি নি!"—একবাটী গরম দুধ ও একটি চামচ হাতে করিয়া নীলিমা ঘরে ঢুকিয়া রাগরক্তমুখে স্বামীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—"ছিঃ, ছিঃ, কি গোঁয়ার্ত্তমি কল্লে—বল দেখি? বেচারার গায়ের ব্যথা মর্‌তে কতদিন যাবে!" ব্রজেন্দ্রনাথ স্ত্রীর পানে ফিরিয়া বলিলেন,—"এরেই বলে কাজীর বিচার! তোমার ভগ্নীপতি যে গুলি চালালেন, সেটা কিছু নয়? দোষ হ'লো আমার! তা থেকে আত্মরক্ষা করাটা! ঔপন্যাসিকের কলম থেকে সে-গুলি বেরোয় নি, ম্যাডাম্,—সত্যিকার জ্যান্ত রিভল্‌ভার থেকে! কোন লেডিরই সাধ্য ছিল না, উপন্যাসের নিয়মে তার মধ্যে বুক পেতে দাঁড়ান।"

আদিত্যনাথের মোহভঙ্গ হইলে সে বিস্মিত চোখে চারিদিকে চাহিতেছে দেখিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া স্ত্রীকে কহিলেন, "কৈ গো, আদিত্যবাবুর খাবার জোগাড় কি কর্‌ছো? আচ্ছা, দাও গরম দুধই আগে একটু খেতে দাও। হাঃ—হাঃ—হাঃ—চমৎকার প্ল্যান তৈরী হয়ে গেছে! শুধু স্ত্রী-চুরি নয়,—ঔপন্যাসিকের মডেল চুরি! কেবল লেখককে নয়—আদিত্যবাবুর লেখাকে কাণা করে দিয়ে, তাঁর পাঠকদের পর্য্যন্ত কেমন জব্দ করে দেওয়া গেছে! কিন্তু বিশ্বাস করুন্ আদিত্যবাবু,—এর মত্‌লবটা সব জেনে শুনে আমি ঠিক্ করি নি। অণি যে আপনাকে না বলেই আস্‌বার জন্তে তৈরী হয়েছিল, তা আমি জান্‌তুম্ না। তা হ'লে হয় ত, এতখানি সাহস কর্ত্তুম্ না। পরে যখন জান্‌লুম্, অণির দিদি বল্লেন্,—'যা দোষ হবার তা'ত হয়েই গেছে,—এখন ওঁকে একটু জব্দ করে দাও। গেরস্তজীবন যখন ওর কল্পনাকে ছাতা ধরিয়ে দিচ্ছে,—তখন দিন-কতক ঘরে বসেই স্বাধীন জীবনের সুখ জেনে নিন্,' মনে কল্লুম, মন্দ কি? তৃষ্ণা এগোয় না, জল এগোয়, দেখাই যাক্। আপনার ডিটেক্‌টিভ বন্ধু রমাপতিবাবু সব কথা আপনাকে ব'লেছেন্ বলেই আমার বিশ্বাস ছিল। তিনি ত শুনে হেসেই অস্থির; বল্লেন, আদিত্যবাবুর লেখার জন্য এটা একটা চমৎকার প্লট হবে। হাঃ হাঃ—হিঃ হিঃ—হোঃ হোঃ! কিন্তু এর জন্তে এতটুকু প্রশংসাও আমার প্রাপ্য নয়—আদিত্যবাবু, সবটুকুই ঐ শাঃ—থুড়ি, ভদ্রমহিলার।" লজ্জিত মুখে হাতজোড় করিয়া আদিত্যনাথ ক্ষীণস্বরে কহিল, "মাপ্ করুন্ আমায়, ব্রজেন বাবু! আমার অপরাধের সীমা নেই। দিদি, আপ্‌নার কাছেও আমি বড় অপরাধী। ভগবান্ ব্রজেন্দ্রবাবুকে পুরুষের শক্তি ও উপস্থিত, বুদ্ধি দিয়ে শুধু আমাকে রক্ষা করেন্ নি,—আপনাকেও।" সেই সম্ভাবিত বিপদের কল্পনা করিতেই অণিমার ও নীলিমার চোখে জল ভরিয়া আসিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ কহিলেন, "মাপ্ আপ্‌নাকে করেছি বৈ কি আদিত্যবাবু! যদি বিশ্বাস না করেন্ ত কল্পনাকে সতেজ কর্ব্বার জন্তে যে ডাক্তারি ওষধটার প্রায়ই আপ্‌নাকে সাহায্য নিতে হয়, আজ থেকে চিরকালের জন্যেই সেটা আমার কাছে জামিন রইল; কক্ষণ তা'র ব্যবহার আর কর্ত্তে পার্‌বেন্ না। ওটার উপর ছোটবেলা থেকেই অণির ভারী বিদ্বেষ! এইবার আমার মাপ্ চাইবার পালা। যে সকল অপ্রিয়, অধিকার-বহির্ভূত ব্যবহার আমি করেছি ও কথায় বলেছি, তার জন্তে সর্ব্বান্তঃকরণে আপ্‌নি আপ্‌নার কাছে মাপ্ চাইছি। অণিকে আমি ছোট বোনের মতই ভালবাসি,—তাই এতখানি সাহসের কাজ কর্ত্তে সাহস করেছিলুম্। আমার জ্ঞাত অজ্ঞাত সব অপরাধ ক্ষমা কল্লেন্ বলুন্। ভগবান্ আমায় পুরুষের শক্তি দিয়েছেন্ সত্যি, কিন্তু বুদ্ধি দেন্ নি। আপ্‌নাকে যে কতখানি যন্ত্রণা সইতে হচ্ছিল, সেটা ভেবেই দেখি নি। দেখ্‌লে, কখনই এরকম নির্ব্বিকার-চিত্তে খবর না দিয়ে থাকৃতে পার্ত্তুম্ না। ও চিরকেলে দুষ্টুকে মাপ্ না করে ত' পার নেই-ই। তাই আমার ওকালতি আমাকে নিজেকেই কর্ত্তে হলো।" পত্নীর দিকে চাহিয়া

তিনি কহিলেন, "চল গো,—এইবার রান্নাঘরের একবার খবর নেওয়া যাক্। অণি, আদিত্য-বাবুকে 'আনিকা'টা এক ডোজ খাইয়ে দিও।" (সমাপ্ত)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

এক।

একখানি দেহ তব, একটি হৃদয় আর,
তাই দিয়ে সম্ভব কি শত কাজ সাধিবার?
অসম্ভব? ক্ষুদ্র নদী ধায় যবে পারাবারে,
একটি জীবন তার যায় না কি শত-ধারে?
কতভাবে কতদিকে ক্ষীণ স্থূল ধারাগুলি
অনন্ত মিলন লভি' নীলবক্ষে পড়ে ঢলি।
তাই বলি, ক্ষুদ্র দেহে এক ক্ষুদ্রতম প্রাণে
শতখান্ করে দাও প্রেমের পরশ দানে।
হৃদয়-অমৃত তব সুশীতল নিরুপম
গলুক পড়ুক ঝরি জোছনা-ধারার সম।
বিদীর্ণ অন্তরে কারো রহে যদি অগ্নিরাশি
তোমার মোহন প্রেম হোক্ তাহে অবিনাশী।
দুইটি কোমল করে ঘিরে রহ দুরবলে,
করুণ নয়ন পথে হৃদয় পড়ুক গ'লে
শীতল সলিল-রূপে; প্রেমের অমিয়া পিয়া
সঞ্জীবিত হোক আহা, একটি তরুণ হিয়া!

শ্রীঅমিয়া গুপ্তা।

পুস্তক সমালোচনা।

মৌমাছি পালন।—ভারতীয় কৃষিবিভাগের কীটতত্ত্ববিদের সহকারী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, বি, এ, প্রণীত। ডিরেক্টর, এগ্রিকাল্‌চারেল্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্, পুসা—এই ঠিকানায় পুস্তকের জন্য আবেদন করিতে হইবে। মূল্য ৸৵০ (চৌদ্দ আনা) মাত্র। পুস্তকখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত। ইহাতে ৭৪ খানি এক-বর্ণের চিত্র এবং ২ খানি বহুবর্ণের পট আছে। ১ম পটে ১০ খানি ও ২য় পটে ৭ খানি চিত্র। পুস্তকখানি যাহাতে সকলেরই অনায়াসলভ্য হয়, এইজন্যই বোধহয়, ঐরূপ সুলভ মূল্য করা হইয়াছে।

খাসিয়া-পর্ব্বত, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি কয়েটী স্থান ব্যতীত আমাদিগের দেশে কুত্রাপি মধুমক্ষিকা-পালনের রীতি দেখা যায় না। ইহার কারণ, ইচ্ছা সত্ত্বেও লোকে পালনের নিয়মপ্রণালীর অজ্ঞতা-হেতু পালন করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বোক্ত স্থান-সমূহেও প্রাচীন-প্রথানুসারে পালনের ব্যবস্থা-নিবন্ধন তদ্দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ মধু প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর এবং প্রভূত লাভও সুকঠিন। যাহাতে দেশীয় প্রথার সংস্কার ও উন্নতি করিয়া প্রচুর ও বিশুদ্ধ মধু এবং মোম পাওয়া যায়, এজন্য ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি দেশে যেরূপ আধুনিক উত্তম উপায়ের অবলম্বনে মধুমক্ষিকা পালিত হইতেছে, গ্রন্থকার দেশীয় উপায়ের সহিত তুলনা করিয়া, স্বীয় অভিজ্ঞতার

সন্নিবেশপূর্ব্বক সেই উপায়গুলি চলিতভাষায় অতিসুস্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছেন্।

"মৌমাছি-পালন" বলিতে গবাশ্ব-প্রভৃতি পশুবর্গের অথবা শুক-সারিকাদি পক্ষিনিচয়ের ন্যায় ইহাদিগের প্রতিপালন বুঝায় না; কিন্তু ইহাদিগের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহাদিগের দ্বারা স্বকার্য্য-সিদ্ধিই বুঝায়। সুতরাং মধুমক্ষিকাপালনে ইহাদিগের শরীর-সংস্থান জীবন, স্বভাব, আচরণ, গতিবিধি প্রভৃতি সম্যগ্‌রূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এজন্য গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে পূর্ব্বেই ইহাদিগের দৈহিক গঠন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, জীবনকাল, রাণী, দাসী, নর এই তিন প্রকার-ভেদ, রাণীর কর্ম্ম, দাসীর কর্ম্ম, নরের কর্ম্ম, মধু-আহরণ, উদ্ভিজ্জ-পুষ্পাদির সহিত ইহাদিগের সম্বন্ধ, ও ইহাদিগের বাস-প্রণালী, বিচ্ছেদ-প্রণালী, ইহাদিগের শত্রু প্রভৃতির বিষয় এরূপ সরল ও সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন্ যে, ইহা উৎকৃষ্ট উপন্যাস বা নাটকের ন্যায়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তৎপরে এতদ্দেশে কত প্রকার মধুমক্ষিকা আছে, কোন্ প্রকার পালনীয়, দেশীয় মধুমক্ষিকার চাষের অবস্থা, ইহা পালনের আধুনিক নিয়ম, ইহাদিগের দ্বারা মধুচক্র-গঠন, ইহাদিগকে বশে আনয়ন করা, ইহাদিগের যত্ন, আহার দেওয়া, মধু বাহির করিবার প্রণালী ও তাহার যন্ত্র, শত্রু-নিবারণ, মোম-প্রস্তুত-প্রণালী প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে, এতদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও ইহাতে আকৃষ্ট হয়। পুস্তকের ভাষা এত সরল যে বর্ণজ্ঞানমাত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিও, বোধ হয়, ইহা বুঝিতে পারেন্। কেবল মধুমক্ষিকা-পালনেচ্ছু ব্যক্তিরই যে ইহা অতীব প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, তাহা নহে; সকলেই ইহা হইতে অল্পবিস্তর উপকার প্রাপ্ত হইবেন্। ব্যবসায়ের দিক্ পরিত্যাগ করিলেও এতদ্-গ্রন্থ-পাঠে কীটপতঙ্গ-জগতে বিধাতার সৃষ্টিকৌশল কি অনির্ব্বচনীয়, কি অপূর্ব্ব, এই বিশ্বরঙ্গমঞ্চে অহোরাত্র কত বিচিত্র অভিনয় চলিতেছে, তাহার আভাস পাইয়া কেবলই বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়!

কীটপতঙ্গাদি-জগতে এরূপভাবে প্রবেশ করিয়া গ্রন্থকার স্বদেশের যে কল্যাণসাধন করিতেছেন, এবং বঙ্গসাহিত্যের যে একটী অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করিতেছেন, তজ্জন্য দেশবাসী সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা গ্রন্থকারের পরিশ্রম-সাফল্যের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা করিতেছি এবং আশা করি, বঙ্গের প্রতি-গৃহে এতাদৃশ পুস্তক অচিরকাল-মধ্যেই আদৃত হইবে; এবং বর্ত্তমান অর্থাভাবক্লেশের দিনে সুবিশাল আমেরিকা-রাজ্যের ন্যায় এতদ্দেশেও বহু ব্যক্তি মধুমক্ষিকা-পালন-দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহে সমর্থ হইবে।

মধুমক্ষিকা-জীবনের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদানের নিমিত্ত চিত্রাংশের বিষয় বর্জ্জন করিয়া উক্ত গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

মৌমাছির গড়ন।

মৌমাছি সকলেই দেখিয়াছে। ইহার সমস্ত শরীরটীর মোটামুটি তিনটী ভাগ।—

১ম—মস্তক বা মাথা। মাথার দুই ধারে বড় বড় দুইটী চোখ আছে এবং উপরে তিনটী "ক্ষুদ্র চোখ" তেকোণা ভাবে সাজান। সামনে দুইটী বাঁকান শুঙ্গ ও নীচের দিকে মুখ আছে; মুখে শক্ত জিনিষ কাটিবার জন্য দুই পাটি দাঁত

(দন্তপাটি) আছে। আর ফুল হইতে মধু চুষিয়া লইবার জন্য একটী লম্বা সরু জিব্ আছে। দুইটি করিয়া দুই ধারে জিবের চারিটি ঢাকন-পত্র আছে।

২য়—বক্ষঃস্থল বা বুক্। বুকের উপরে দুইটী করিয়া দুই পাশে চারিটী ডানা আছে। ডানা আছে বলিয়াই মৌমাছি উড়িতে পারে। বুকের নীচে তিনটী করিয়া দুই ধারে ছয়টি পা আছে।

৩য়—উদর বা পেট। পেট পেছন দিকে সরু হইয়া গিয়াছে। ইহারই শেষে মৌমাছির অস্ত্র, যাহাকে আমরা 'হুল' বলিয়া জানি। হুল শরীরের ভিতর লুকান থাকে। মৌমাছি নিজের ইচ্ছায় ইহা বাহির করিতে ও ঢুকাইয়া লইতে পারে।

মৌমাছির জন্ম।

মৌমাছিকে আমরা যেমন দেখি, ইহা একেবারে এইরূপে মায়ের পেট হইতে জন্মে না। মা ডিম পাড়ে, ডিম ফুটিয়া কীড়া হয় এবং কীড়া খাইয়া বড় হইলে পুত্তলি হয়। পরে পুত্তলি হইতে মৌমাছি বাহির হয়।...

মৌচাকের গড়ন সকলেই দেখিয়াছে। ইহার দুই ধারে ছয়-কোণা ছোট ছোট ঘর। এই ঘরগুলিকে কোষ বলে। মৌচাকের কোষেই ডিম, কীড়া ও পুত্তলি থাকে।... মৌমাছির মাকে রাণী মৌমাছি বা রাণী বলে। রাণী এক একটী কোষে এক একটী ডিম পাড়ে। ডিম হইতে ফুটিয়া ছোট কীড়া কোষের তলে...থাকে...।

মৌমাছিরা কীড়াকে কোষের ভিতরেই খাবার দেয়। এই খাবার খাইয়া কীড়া বড় হইতে থাকে। একেবারে কোষ ভরিয়া খাবার দেয় না, যেমন দরকার একটু একটু করিয়া যোগাইতে থাকে। কতকগুলি মৌমাছি সর্ব্বদা কীড়াদিগের দেখা-শুনা করিতে থাকে, এবং যাহার খাবার ফুরায় তাহাকে খাবার দেয়। কীড়া যতদূর বড় হইবার বড় হইলে আর খায় না। তখন মৌমাছিরা কোষের মুখটি একটী পাতলা পর্দ্দা দিয়া বন্ধ করিয়া দেয় এবং কীড়া-কোষের ভিতর পুত্তলি হয়।...পুত্তলি খায় না, কেবল ঘুমায় এবং কিছুদিন পরে মৌমাছি হইয়া কোষের মুখের পর্দ্দাটি কাটিয়া বাহির হয়। সেই কোষেই রাণী আবার ডিম পাড়ে এবং নূতন মৌমাছি পালিত হয়।

মৌমাছি উড়িতে পারে এবং নিজের খাবার যোগাড় করিয়া খাইতে পারে। ডিম ও পুত্তলি খায় না। কীড়া খায় এবং মৌমাছিরা ইহার খাবার যোগায়। অতএব মৌমাছিদের যত্ন ছাড়া কীড়া বাঁচিতে বা বাড়িতে পারে না। ডিম, কীড়া ও পুত্তলি সকলকেই গরমে রাখিতে হয়। মৌমাছিরা সব সময়েই মৌচাকের উপর জড় হইয়া বসিয়া ইহাদিগকে গরমে রাখে। গরমে না রাখিলে ডিম ফোটে না এবং কীড়া ও পুত্তলি বাঁচে না। ডিম, কীড়া ও পুত্তলি মৌমাছির বাচ্ছা-অবস্থা। বাচ্ছা-দিগকে ভাল করিয়া এইরূপে লালন পালন করিলে তবে তাহারা মৌমাছি হইয়া জন্মে।

ডিম হইতে ফুটিবার পর ছোট কীড়াকে প্রায় তিন দিন এক রকম দুধের মত জিনিষ খাওয়ান হয়। এই দুধ মৌমাছিরা নিজের দেহ হইতে বাহির করে। তিন দিন দুধ খাইয়া কীড়া একটু বড় হইলে, তাহাকে "পরাগের পিটলী" খাওয়ান হয়। ফুলে যে

হলুদে রঙের গুঁড়া হয়, তাহাকে পরাগ বলে। এই পরাগে একটু মধু ও একটু জল দিয়া পরাগের পিটলী তৈয়ার করা হয়। মৌমাছিরাই ফুল হইতে মধু ও পরাগ এবং পুকুর, নদী, ঝরণা বা নালা হইতে জল যোগাড় করে।

মৌমাছিদের নিজেদের খাবার কেবল ফুলের মধু। খাবার জন্তই ইহারা মধু যোগাড় করিয়া রাখে। কখনও কখনও সন্দেশের দোকান হইতে বা যেখানে পায়, চিনি মিছ্রী লইয়া যায়। জলে গলাইয়া চিনি তাহারা খায়। চিনি, মিছ্রী বা গুড়ের সরবৎ করিয়া দিলে ইহা খাইয়াও তাহারা বাঁচিতে পারে।

মৌমাছি যেমন জন্মে সেই রকমই থাকে, আর বাড়ে না। পা, ডানা, মুখ, শুঙ্গ, প্রভৃতি কিছুই বাড়ে না বা বদলায় না। আমরা কোন মৌমাছিকে বড়, আবার কোন মৌমাছিকে ছোট ও আলাদা রঙের দেখিতে পাই। ছোট মৌমাছি বড় মৌমাছির ছানা নয়। ছোট মৌমাছি এক জাতের এবং বড় মৌমাছি আর এক আলাদা জাতের।

মৌমাছির দল।

মৌমাছিরা দল বাঁধিয়া থাকে, একা একা থাকিতে পারে না। যেথানে দল থাকে সেই স্থানটিকে ইহাদের বাসা বলে এবং সেখানে ইহারা মৌচাক করে।...মানুষের যেমন পুরুষ, স্ত্রী, পুত্র-কন্তা, ও দাস-দাসী লইয়া একটা পরিবার, মৌমাছিদেরও এক একটা দল ইহাদের এক একটী পরিবার। দলে একটী রাণী, অনেক দাসী এবং কতকগুলি নর মৌমাছি থাকে। রাণী ও দাসী মৌমাছি স্ত্রী-জাতীয় এবং নর পুরুষ-জাতীয়।...সব জাতেরই রাণী, দাসী ও নরের গড়ন, চেহারা ও রঙ্ আলাদা। দলের মধ্যে তাহাদের কাজও আলাদা। যাহার যে কাজ, যাহাতে সে ভাল করিয়া সেই কাজ করিতে পারে, এমন ভাবে ইহাদের শরীর গড়া। সেই জন্তই গড়ন আলাদা। এখন রাণী, দাসী ও নরের কাজ কি তাহা বলিব। রাণী, দাসী ও নর সকলই...প্রথমে ডিম, তারপর কীড়া এবং তারপর পুত্তলি হইয়া তবে জন্মে।

রাণী।

দলে যত মৌমাছি থাকে ও জন্মে, রাণী তাহাদের সকলেরই মা। রাণী রোজ প্রায় দুই শত ডিম পাড়ে এবং সময়ে সময়ে দুই হাজারেরও বেশী পাড়িতে পারে। রাণী প্রায় তিন বৎসর বাঁচে। রোজ এতগুলি ডিম পাড়া সহজ কথা নয়। আবার রাণী হইতেই সকলের জন্ম, অতএব রাণীই দলের গৃহিণী। এই সকল কারণে মৌমাছিরা প্রথম হইতেই রাণীর খুব যত্ন করে। রাণীর জন্মের জন্ত নূতন আলাদা বড় কোষ গড়ে। ইহাকে "রাজকোষ" বলে।...ইহা কতক গড়িয়া তাহাতে ডিম পাড়ে। তিন দিন পরে ডিম ফুটিলে কীড়াকে কেবল মৌমাছিরা 'দুধ' খাওয়ায়, পরাগের পিটলী একেবারেই দেয় না। এই দুধ খুব পুষ্টিকর। কীড়া যত দরকার তাহার চেয়েও বেশী দুধ দেয়, যাহাতে খাবার অনটন না হয় এবং কীড়া খুব বাড়িতে পারে। কেবল মৌমাছির দুধই রাণীর কীড়ার খাবার; সেইজন্ত এই দুধকে "রাজভোগ" বলা হয়। রাজভোগ খাইয়া কীড়া খুব বাড়ে, সেইজন্ত রাণীর শরীরের সব ভাগই খুব পুষ্ট হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রাণী ও দাসী দুইই

স্ত্রী-জাতি। যে ডিম হইতে রাণী জন্মে, সেই ডিম হইতে দাসীও জন্মে। দাসীর কীড়াকে তিন দিন রাজভোগ খাওয়াইয়া তারপর পরাগের পিটলী খাওয়ায়, এই কারণে দাসীর শরীরের সব ভাগ পুষ্ট হয় না।...রাণীর শরীরের সব ভাগ পুষ্ট হয় বলিয়া রাণী সন্তান প্রসব করিতে পারে, এবং দলের গৃহিণী হইয়া থাকে। রাণীর কীড়া ডিম হইতে ফুটিবার পর প্রায় ছয় দিন খাইয়া যতদূর বাড়িবার বাড়ে। তার পর মৌমাছিরা...কোষের মুখটী বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার ভিতরে কীড়া পুত্তলি হইয়া আরও ৬।৭ দিন পরে রাণী হইয়া ...কোষের মুখের ঢাকাটি কাটিয়া বাহির হয়। রাণীর জন্মের পর রাজকোষ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। জন্মের ৫।৬ দিন পরে রাণী দুপুর বেলা বাসা হইতে বাহির হইয়া উড়িতে থাকে। এই সময়ে নরেরাও বাসা ছাড়িয়া বাহিরে উড়ে। বাসার ভিতরে হয় ত রাণী শত শত নরের সঙ্গে থাকে, কিন্তু কোন নরই তাহার দিকে নজর দেয় না। দুপুর বেলা রাণী যখন বাসা ছাড়িয়া বাহিরে উড়ে, তখন নরেরা তাহার দিকে দৌড়ায়। তখন রাণী শূন্যে উঠিতে থাকে। বলিষ্ঠ নরই উড়িয়া উড়িয়া তাহাকে ধরিতে পারে এবং উড়িতে উড়িতেই বিবাহ হয়। বিবাহের পরই নর মরিয়া যায়। রাণী বাসায় ফিরিয়া আসে। যে রাণীর এইরূপে বিবাহ হইয়াছে, সেইই দলের গৃহিণী বা রাণী হইয়া থাকিতে পারে এবং তাহাকে বিবাহিতা বা বিধবা রাণী না বলিয়া কেবল "রাণী" বলা হয়। বিবাহের পর আর রাণী বাসা ছাড়িয়া বাহির হয় না; বাসায় থাকিয়া কেবল ডিম পাড়িতে থাকে। হয় ত প্রথম দিনে কোন নরের সঙ্গে দেখা হইল না এবং বিবাহ হইল না। তাহা হইলে পরদিনও দুপুর বেলা রাণী বিবাহের যাত্রায় বাহির হয়। বর না মিলিলে রোজ রোজ এইরূপে বাহির হয়। কিন্তু বরের অভাবে বিয়ে না হইয়া যদি রাণীর বয়স ২০.২১ দিন পার হইয়া যায়, তবে তাহার বিয়ের বয়স পার হইয়া গেল। রাণী আর বিয়ের যাত্রায় বাহির হয় না এবং আইবড় থাকিয়া জীবন কাটায়। অনেক পোকা আছে, যাহাদের বিবাহ না হইলেও সন্তান হয়। আইবড় রাণীও ডিম পাড়ে, কিন্তু এই ডিম হইতে কেবল নর জন্মে। আইবড় রাণী এককোষে একটী, কতকগুলি কোষ ছাড়িয়া আবার কোন কোষে একটি, এইরূপ খাপছাড়া ভাবে ডিম পাড়ে। যে রাণীর বিবাহ হইয়াছে, তাহার ডিমে রাণী, দাসী ও নর সবই জন্মে। এই রাণী নিয়মমত সব কোষে এক একটী করিয়া এক জায়গায় অনেক ডিম পাড়ে, সমস্ত মৌচাকটি ডিমে ভরিতে পারে।......*

দাসী।

......মৌমাছির বাসার যত কাজ সকলই দাসীদিগকে করিতে হয়। ইহাদের কাজ কি বলিতেছি।—

১। ইহারা মৌচাক্ তৈয়ারি করে। মোম দিয়া মৌচাক গড়িতে হয়। অনেকের বিশ্বাস, ফুলের পরাগ দিয়া মৌচাক গড়ে; ইহা ভুল। দাসীদের শরীর হইতে মোম বাহির হয়।......ইহারা ইচ্ছা মত ইহা বাহির করিতে পারে। মৌচাক্ গড়িতে প্রথমে শরীর হইতে মোম বাহির করিতে হয়।

* পুস্তকের ফুটনোটে বিবরণটী বিস্তৃতভাবে আছে।

তারপর দন্তপাটি দিয়া মুখের লালার সহিত মিশাইয়া মৌচাক গড়ে।

২। কীড়াদিগকে লালনপালন করে। ইহাদের জন্য দেহ হইতে দুধ (রাজভোগ) বাহির করিতে হয়, পিটলী করিতে হয় এবং কীড়াদিগকে ২৪ ঘণ্টা দেখা শুনা করিতে হয়।

৩। ডিম, কীড়া ও পুত্তলিদিগকে গরমে রাখে।

৪। বাসা গরম হইলে ডানা দিয়া বাতাস করিয়া বাসার ভিতরের গরম বায়ু বাহির করিয়া দেয়।

৫। শত্রু হইতে বাসাকে রক্ষা করে।...

৬। মধুর যত্ন করে। ফুল হইতে যে মধু-রস লইয়া আসে, তাহাতে জলের ভাগ অনেক বেশী থাকে এবং তখন ইহা খুব পাত্‌লা থাকে। বাসার গরমে এই জল শুকাইতে থাকে ও মধুও পুরু হইতে থাকে। জলের ভাগ ঠিক শুকাইলে মধুকে পাকা মধু বলে। মধু পাকিলে দাসীরা মধুকোষগুলির মুখ এক-পর্দা পাতলা মোম দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়।...

৭। মরা মৌমাছি, ময়লা ইত্যাদি বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বাসাকে পরিষ্কার রাখে।

৮। রাণীর যত্ন করে। রাণী ঘুরিয়া ফিরিয়া ডিম পাড়িয়া বেড়ায়। কতকগুলি দাসী সব সময়েই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে এবং নিজেদের দেহ হইতে রাজভোগ বাহির করিয়া তাহাকে খাওয়ায়। রাণী হাজার হাজার ডিম পাড়ে। সেইজন্য রাজভোগের মত পুষ্টিকর খাদ্য তাহার দরকার হয়।

৯। ফুল হইতে মধু ও পরাগ এবং যেখানে জল পায় জল আনে।...মধু পরাগ ও জল ছাড়া কোন কোন জাতের দাসীরা গাছ হইতে খয়েরের মত এক রকম কাল আঠা বা গঁদ যোগাড় করে। এই গঁদ দিয়া বাসার ফাট, গর্ত্ত ইত্যাদি বন্ধ করে।...

বাসার সকল কাজই দাসীরা করে। অতএব দাসী না থাকিলে কোন কাজই চলিতে পারে না। কিন্তু দাসীরা অল্প দিন বাঁচে। সেই কারণে যে সব দাসী মরে তাহা-দের স্থান লইবার জন্য রোজই নূতন দাসী জন্মে। রোজই রাণী অনেক স্ত্রীডিম পাড়ে এবং সারা বৎসর বাচ্ছা পালন করিয়া রোজই নূতন দাসী জন্মান হয়। কেবল সময়ে সময়ে যখন দরকার হয়, তখনই নর ও রাণী জন্মান হয়।

নর।

...নরের কাজ কেবল নূতন রাণী হইলে তাহার সঙ্গে বিবাহ। যখন নূতন রাণী জন্মান দরকার হয়, কেবল তখনই তাহার বিবাহের জন্য নর জন্মান হয়। সেইজন্য বৎসরের সব সময় দলে নর থাকে না। নরেরা বাসার কোন কাজে সাহায্য করে না। সাহায্য করা দূরে থাকুক, ইহারা ফুল হইতে নিজেদের খাবারও যোগাড় করিয়া লইতে পারে না। দাসীরা বাসায় যে মধু যোগাড় করে, তাহাই খায়। এই কারণে ফুলে যখন বেশী মধু পাওয়া যায়, তখনই নরদিগকে বাসায় থাকিতে দেওয়া হয়। যখন বাহিরে আর মধু পাওয়া যায় না, তখন নরদিগকে মারিয়া ফেলা হয়, না হয় ডানা কাটিয়া বাসা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহারা আর উড়িয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতে পারে না এবং মরিয়া যায়। অবশ্য এই কাজ দাসীরাই করে। নরেরা বাঁচিয়া থাকিতে পাইলে প্রায় দুই মাস বাঁচে। ইত্যাদি......

নববর্ষ।

কাল-সমুদ্রের ক্ষুদ্র তরঙ্গের প্রায়
নববর্ষ আসিল ধরায়;
পরাণে পড়িল সাড়া, চকিতের মত
পুরাতন গেল চলি', নূতন আগত!
কি এক উন্মেষ আসি' তড়িৎ-আভায়
সঞ্চারিল শিরায় শিরায়!

হে বর্ষ! আন কি তুমি তরঙ্গের প্রায়
বক্ষে ধরি শাস্তি-বেদনায়?
মগ্ন হেরি লও তুলি', দয়া কর যারে;
নিঠুর যাহার প্রতি, ডুবাও তাহারে;
আবার উল্লাসভরে ধরিয়া হিয়ায়
আদরে কি নাচাও কাহায়?

তবে কেন নব জ্বালা পেয়েছে যে প্রাণে
চাহে তোমা শান্তি অন্বেষণে?
জ্বালা যে পায় নি, কেন চাহে সে তোমারে
তোমার উচ্ছ্বাসে তার নাচাতে হিয়ারে?
নির্ব্বাপিত আশা যার,-আঁধার পরাণে
কেন ভয়ে চাহে তব পানে?

না, না, বর্ষ! তুমি যাও আপনার পথে
মিশিবারে অনন্তের সাথে,
নাহি চাহ ক্ষণ তরে মানবের পানে
আশা কি নৈরাশ্যে তার শান্তি বা বেদনে!
আপনায় কর্ম্মফল ধরি' নিজ হাতে
ভ্রান্ত নর আরোপে তোমাতে!

কিংবা চলি' যাও হেরি' নির্ম্মম হিয়ায়,
মানব কি বাঁধে গো তোমায়—
সুখ-দুঃখে গাথা তার অদৃষ্ট-বন্ধনে?
ফিরাইতে পারে যদি কভু আকর্ষণে!
তুমি হে বরষ-সাথী! ফির না'ক হায়!
স্মৃতি শুধু জাগায় ব্যথায়!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শোক-সংবাদ।—বিগত ৯ই এপ্রেল স্বনাম-খ্যাত রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সমভাবে সংস্কৃত, ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় সুব্যুৎপন্ন ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি অতীব বিরল। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গমাতার ক্রোড়ের যে স্থান শূন্য হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। বিধাতা পরলোকগত আত্মার শান্তি ও উন্নতি বিধান করুন্।

শান্তি সভায় চীনের মহিলা প্রতিনিধি।—মিস্ চেং চীনদেশের মহিলা-সম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া তাঁহাদের অভাব অভিযোগ জানাইবার জন্য প্যারিসের শান্তি-সভায় গমন করিয়াছেন। চীনে বিদ্রোহ-কালে ইনি বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং ইহার প্রাণদণ্ডের আদেশ পর্য্যন্তও হইয়াছিল। ইহার বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর মাত্র। ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় ইনি সুবক্তা।

ইংলণ্ড-যাত্রা ।—"ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরী" আইন সংশোধন ও ব্রীটিশ শ্রমজীবিদিগের ন্যায় ভারতের শ্রমজীবিদিগকে সুবিধা দানের চেষ্টায় মিঃ বি, পি, ওয়াডিয়ার ১৪ই মে "মান্দ্রাজ লেবর ইউনিয়নে"র প্রতিনিধিস্বরূপ ইংলণ্ড-যাত্রা করিয়াছেন।

মডারেট ডেপুটেসনের সভ্যস্বরূপ মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ড গমন করিয়াছেন্।

মিসেস্ বেসান্ত ও শ্রীযুক্ত খাপার্দ্দেও বিলাত-যাত্রা করিয়াছেন্। বিলাত-গমনের পূর্ব্বে মিসেস্ বেসান্ত শ্রীযুক্ত গান্ধির সহিত সত্যাগ্রহ-সম্বন্ধে একমত না হওয়ায় 'অল ইণ্ডিয়া হোমরুল লীগে'র প্রেসিডেন্ট-পদ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন্।

মহিলা-সভা ।—আজমীর প্রদেশে হিন্দু, মুসলমান ও পারসী মহিলাগণের একটী সভা হইয়াছিল। এই সভায় শ্রীমতী আয়েসা বেগম-নাম্নী এক মুসলমান রমণী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতাকালে বলেন্ যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার জীবনে আর কখনও গোমাংস ভক্ষণ করিবেন না এবং মুসলমানদিগের মধ্যে যথাসাধ্য গোহত্যা-নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন্। উক্ত সভায় রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে এবং ভারতের হতাহতদিগের পরিবার-বর্গের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়।

ভারত মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় ।—আহামেদাবাদের কুমারী শারদাগৌরী এস্ মেটা ও বাঙ্গালোরের কুমারী শ্রীরণগমা শিক্ষিত-মহিলাগণ-কর্ত্তৃক যথাক্রমে ৫ ও ৪ বৎসরের জন্য ভারত-মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সভার (senate) fellow (সভ্য) নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আর সকলেই পুরুষ।

দান ও সৎকার্য্য ।—ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের ভারতাগমনের সময় তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২৩০ পাউণ্ড অর্থাৎ তিন সহস্র ৪ শত ৫০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। (Imperial Recption committee) অভ্যর্থনা কমিটি উক্ত উদ্বৃত্ত অর্থ সম্রাটের ইচ্ছানুসারে ব্যয়িত হইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ উক্ত অর্থ বিলাত-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণকে ঋণদানের জন্য যে ফণ্ড বা সঞ্চিত-ধন-ভাণ্ডার আছে, তাহাতে দান করিয়াছেন্।

আমেদাবাদের একবস্ত্রযন্ত্রের অধিকারী বাঙ্গালার দীন-দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণের জন্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ-বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে ৪ হাজার বস্ত্র প্রেরণ করিয়াছেন্। দাতব্য-সভা ও অনাথ-আশ্রম প্রভৃতির বস্ত্রের জন্য সুরেন্দ্রবাবুর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

উড়িষ্যা-আটগড়ের ৺রাজা বিশ্বনাথ দেবের মহিষী সম্প্রতি অন্নকষ্ট-নিবারণার্থ ২৫০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন্। এতদ্ব্যতীত বৃষ্টিপাত হইলেই তিনি আটগড়ের কৃষকদিগকে বিনা মূল্যে বীজধান্য বিতরণ করিবেন্ বলিয়াছেন। রাজ্যের মধ্যে পুষ্করিণী-খনন ও দেবমন্দির-সংস্কারও হইতেছে।

শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পলিটেক্নিক্ ইন্‌ষ্টিটিউট নামক শিল্প-বিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নতির

জন্য আরও এক লক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন্। ব্রহ্মদেশীয় বণিক্ মিঃ০ বী-জা-বী এই বিদ্যালয়ের পুস্তকাগার-প্রতিষ্ঠায় সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিবেন, এইরূপ প্রকাশ।

কল্পতরু।—৪ ঠা মে পুরীধামের 'মুক্তি-মণ্ডপ'-সভার সম্পর্কে বেদ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই দিবস মণ্ডপের পণ্ডিতবর্গ মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে 'কল্পতরু' উপাধি দান করিয়াছেন্। উপাধি উপযুক্তই হইয়াছে।

নূতন সৈন্য।—ভারতের জন্য ইংলণ্ডে ২০,০০০ post-war বা যুদ্ধের পরবর্ত্তী সৈন্য প্রস্তুত করা হইতেছে। জুন মাসে ইহাদিগের ভারতে আসিবার সম্ভাবনা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়।—পঞ্জাবের ছোটলাট প্রতি গজ বস্ত্রের মূল্য ।৶১৫ সাত আনা তিন পয়সা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন্। এই মূল্যে ঐ স্থানে ষ্টাণ্ডার্ড বস্ত্র বিক্রীত হইবে।

টেলিগ্রামের নূতন ব্যবস্থা।—প্রকাশ, ৭ই মে হইতে রাত্রি ৮টা হইতে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত 'অর্ডিনারী' অর্থাৎ সাধারণ-শ্রেণীর (Inland) ভারতের মধ্যে প্রেরিতব্য কোন টেলিগ্রাম গৃহীত হইবে না। Express টেলিগ্রাম গৃহীত হইবে। পুনঃ বিজ্ঞাপিত না হইলে মেসোপোটেমিয়ার জন্য ডেফার্ড টেলিগ্রাম গৃহীত হইবে না। পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর ও বেলুচিস্থান-প্রদেশে আপাততঃ কিছুদিনের জন্য অর্ডিনারী ইন্‌ল্যাণ্ড টেলিগ্রামের আদান-প্রদান বন্ধ হইয়াছে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তর ব্যাপার সাধারণে অবগত নহেন। কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে স্যার পি, এস্, শিব-স্বামী আয়ার বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলরের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এরূপ ব্যাপার দেশের মঙ্গলজনক নহে।

অদ্ভুত বৃক্ষ।—এডুকেশন গেজেটে জনৈক পত্রদাতা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবর হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত নওয়া-গ্রামের উত্তরে কোন একটী পুষ্করিণী-তীরস্থ অদ্ভুত খর্জ্জুর-বৃক্ষের বিষয় প্রকাশিত করিয়াছেন যে, এই বৃক্ষ দিবা ৮ টা হইতে ২॥ টা পর্য্যন্ত নিম্নতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন তীর হইতে কাণ্ডের দূরত্ব ১২" ইঞ্চমাত্র। পরে ক্রমশঃ উত্থিত হইয়া উহা রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন উক্ত চিহ্নিত স্থানের উচ্চতা ৪ ফিট ৬য় ইঞ্চ। সমস্ত রাত্রি ও বেলা ৮টা পর্য্যন্ত এইরূপই ইহার অবস্থা। এইরূপ উত্থান ও পতন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার মাত্র ঘটে। গত মাঘমাস হইতে এইরূপ ঘটিতেছে।

কুমারী লজ্জাবতী দেবী। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, জলন্ধর-কন্যা-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কুমারী লজ্জাবতী দেবী ধৃত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, এক সভায় তিনি আহূত হইয়া রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন্। তাহাতেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মহিলা-বিচারক।—বিলাতের লর্ড সভায় "জষ্টিশেস্ অব দি পিস বিল" পাশ হইয়াছে। অতঃপর রমণীগণ ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ অধিকার করিবেন, শুনা যাইতেছে।

আইন ব্যবসায়ে রমণী।—বিলাতের

রমণীগণ আদালতে ব্যারিষ্টারী বা ওকালতী করিবার অধিকার লাভের জন্ত বহু দিন হইতেই চেষ্টা করিতেছেন। সুখের বিষয় সম্প্রতি উক্ত অধিকার লাভের প্রস্তাব বিলাতের পার্লামেণ্টের লর্ড মহাসভাতে পাশ হইয়াছে। কমন্স মহাসভাতে পাশ হইলেই উহা রাজবিধানে পরিণত হইবে। মিঃ বোনার ল বলিয়াছেন যে, তিনি শীঘ্রই কমন্স মহাসভাতে এই বিষয়ের আন্দোলন করিবেন এবং যাহাতে ঐ সভা হইতে বিল পাশ হয়, তাহার জন্যও চেষ্টা করিবেন্। ভারতের নারীগণও এই অধিকার পাইতে উৎসুক। এই সকল অধিকার রমণীগণের করায়ত্ব হইলে অর্থকারী বিদ্যালাভের সার্থকতা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের জন্ত বর্ত্তমান সময়ে পুরুষগণ তাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন্, রমণীগণও যদি সেই পথেরই অনুসরণ করেন, তাহা হইলে যে দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও বর্ত্তমান সময়ে জীবীকা-নির্ব্বাহ দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, সে জন্ত অর্থাগমের উপায় করা নিতান্ত প্রয়োজন; কিন্তু অপর দিকে আর এক বিষয়েও মানুষের কর্ত্তব্য আছে। সেটী হইতেছে আধ্যাত্মিকতার দিক্। অর্থের দিকে বেশী মনোযোগ দিতে যাইলেই আধ্যাত্মিকতার দিক্ চাপা পড়িয়া যাইবে। দেশের স্ত্রী এবং পুরুষ সকলেই যদি শিক্ষাকে অর্থোপার্জ্জনের পথ বলিয়া অবলম্বন করিয়া তাহারই সাধনায় নিযুক্ত হন্, তাহা হইলে জগতে অপর দিকের অস্তিত্ব মাত্র থাকিবে না। আমাদের আশঙ্কা হয়, ইউরোপের এই সভ্যতার আদর্শে আমাদের দেশ ভাসিয়া গিয়া পাছে ভারতের অমূল্যনিধিগুলি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

শিল্প-শিক্ষা।

ছেলেদের 'নিকার' (knickers) বা বডি পাজামা।

সভ্যদেশের প্রায় সর্ব্বত্র সুশ্রী ও মার্জ্জিত-রুচির পোষাক পরিচ্ছদের প্রচলন আছে। ইহার মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজদিগের পোষাকের অনুকরণ প্রায় সর্ব্বদেশেই অল্প বিস্তর গ্রহণ করা হইয়াছে এবং নানা কারণে অনেকে ইহা পছন্দও করেন্।

ছোট ছেলেদের পক্ষে এ পোষাক বিশেষ সুবিধাজনক মনে হয়; কারণ, কাপড় তাহারা সাম্লাইতে পারে না, কাপড় পরাইয়া দিলে তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। বিলাতী পোষাকে সে হাঙ্গামা নাই।

এখানে আমরা ছেলেদের নিকারের একটী নমুনা দিলাম। পাঠিকা-ভগিনীদিগের গৃহে ছোট ছেলের অভাব নাই। তাঁহারা স্বহস্তে পোষাক প্রস্তুত করিয়া ছেলেদের সাজাইতে পারিলে যে বিশেষ সুখী হন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই নমুনার দ্বারা যদি কেহ কিছুমাত্র সাহায্য পান্, তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

(১) ছেলেদের এই নমুনার অনুযায়ী 'নিকার' তৈয়ার করিতে হইলে, ভেলভেটিন

সাটিন, কাশ্মিয়ার বা অন্য রঙ্গিন মোটা কাপড় হইলেই ভাল হয়।

(২) দুই বৎসর হইতে চারি বৎসরের ছেলেদের নিকারের জন্য ২৪ ইঞ্চ বহরের কাপড়ের ১½ গজ কাপড় লাগিবে, চারিবৎসর হইতে ছয় বৎসরের বালকের জন্য ১⅝ গজ কাপড় লাগিবে এবং ছয় হইতে আট বৎসরের বালকের জন্য ১⅞ গজ কাপড়ের প্রয়োজন।

(৩) এখন চিত্রে যে নমুনার 'কাট' দেওয়া হইয়াছে সেটী দেখুন। এক-খানি কাপড় লম্বাভাবে দুই পাট করিয়া লইয়া চিত্রানুযায়ী কাটে কাপড়খানি কাটিয়া লইতে হইবে। কাপড়খানি পাট করিয়া লওয়ার জন্য সম্মুখ ভাগের দুই খণ্ড ও পশ্চাদ্‌ভাগের দুই খণ্ড, এই সর্ব্ব শুদ্ধ চারিখণ্ড এক সঙ্গেই কাটা হইয়া যাইবে।

(৪) এই যে চারি টুকরা কাপড় কাটা হইল এইগুলি এখন সেলাই করিয়া জোড়া দিতে হইবে। সেলাই দিবার জন্য চিত্রে ১,২ প্রভৃতি অঙ্কের দ্বারা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। সম্মুখ ভাগের ১ চিহ্নিত অংশের সহিত পশ্চাতের ১ চিহ্নিত অংশের সেলাই করিয়া সম্মুখের ২ চিহ্নিত অংশের সহিত সম্মুখের অপর খণ্ডের ২ চিহ্নিত অংশের সেলাই দিতে হইবে। এইরূপ পশ্চাদ্‌ভাগেরও '২' চিহ্নিতের সহ '২' চিহ্নিতের সেলাই হইবে। এইরূপে সম্মুখ ভাগের দুই টুকরা ও পশ্চাদ্‌ভাগের দুই টুকরা জোড়া দিয়া, পরে পায়ের ভিতর দিকের ৩ চিহ্নিত স্থানের সেলাই গোল ভাবে একপা হইতে অপর পা পর্য্যন্ত করিয়া যাইলে দেখিতে পাইবেন্ যে পায়ের ফাঁদ পৃথক্ পৃথক্ দুইটী তৈয়ার হইয়াছে। এইবার ৪ চিহ্নিত পায়ের তলা অল্প মুড়ি দিয়া সেলাই করুন্ ও দুই কাঁধের সেলাই দিয়া হাতের গর্ত্তের মুখ সরু করিয়া মুড়িয়া সেলাই দিন্। সম্মুখ দিকে পেটের নিম্নে খানিকটা তিন চারি আঙ্গুল আন্দাজ খুলিয়া রাখিয়া তাহাতে বোতাম বসাইয়া দিবেন্। পা-জামার দুই পার্শ্বেও (চিত্রে তেকোণা কাটা অংশ পর্য্যন্ত) অল্প সামান্য একটু খুলিয়া রাখিয়া বোতাম বসাইয়া দিতে হইবে। এইরূপে সমুদায় সেলাইগুলি পরিষ্কার করিয়া শেষ করিলেই, একটী সুন্দর 'নিকার' বা বডি-পাজামা প্রস্তুত হইয়া যাইবে।





কাপড়ের কাট

২৮" ইঞ্চ কেলতাই দুই ভাঁজ করা।

শ্রীমতী—

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 670. June, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৭০ সংখ্যা।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। জুন, ১৯১৯।	১১শ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

পূর্ণ ষড়জ মিশ্র—কাওয়ালী।

এই কুসুম-সুরভি বসন্ত বায়
কি চায়—কি চায়—কি চায়!
এই জ্যোৎস্না-বিহসিত প্রফুল্ল রাতি
কি চায়—কি চায়—কি চায়!
এই সুগন্ধ-মদির-অথির পবনে
কোকিল কুহু কুহু কুহরে কি মনে,
সব কাননের ফুল সব আকাশের তারা
কি চায়—কি চায়—কি চায়!
তোমার আমার এই মিলন প্রিয়
চায়—চায়—চায়!
এই কুসুম-সুরভি বসন্ত বায়॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

০ ১ ২´

সসা II মা মা -া রা । জ্ঞা জ্ঞা -রা সা I রা রা -া ন্া ।

এই কু সু ০ ম সু র ০ ভি ব স ন্ ত

৩ ০ ১

। সা -া -া সপা । পা পা -া মজ্ঞা । জ্ঞা মজ্ঞা রা -সা I

বা ০ য় এই কু সু ০ ম০ সু র০ ভি ০

২´ ৩ ০

। রা রা -া ন্া । সা -া -া -সা । সা গা -া গা ।

ব স ন্ ত বা ০ ০ য় কি চা য় কি

১ ২´ ৩

। গা -া -মা মা I মা -পা -পমা -া । -জ্ঞা -রা -সা -া II

চা ০ য় কি চা ০ ০০ ০ ০ ০ ০ য়

০ ১ ২´

প্পা II { প্া -ধা ন্া ন্া । ন্া ন্া ন্া -া I সা সা -া সসা ।

এই জ্যো ত্ স্না বি হ সি ত ০ প্র ফু ০ ল্ল

৩ ০ ১

। সা -া সা প্পা } । সা সা -া রা । রা -া -গা মা I

রা ০ তি এই কি চা য় কি চা ০ য় কি

২´ ৩

I মা -পা -পমা -া । -পপা -জ্ঞা -রা -সা II

চা ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ য়

০ ১ ২´

প্পা II { প্া প্া -া ন্া । ন্া ন্া -া ন্া I সা সা -া সা ।

এই সু গ ন্ ধ ম দি ০ র অ নি ০ ল

৩ ০ ১

। সা সা সা -া । সা সরা -া রা । রা রা রা রা I

প ব নে ০ কো কি০ ০ ল কু হু কু হু

২´ ৩ ০

I সা রা গা গা । গা -া গা প্পা } । গা পা পা পা ।

কু হ রে কি ম ০ নে এই ন ব কা ন

১ ২´ ৩
। পজ্ঞা পা পপা পা I না ধা ধা পা । পা পা পা -ধপা ।
নে০ র ফুল স ব আ কা শে র তা রা ০০

০ ১ ২´
। পা ধা -পমা মা । পা -া -মা মা I পা -মা -গা -রা ।
কি চা ০র কি চা ০ র কি চা ০ ০ ০

৩
। -জ্ঞা -রা -সা সসা II
০ ০ য় এই

০ ১ ২´
II { প্‌া প্‌া -া ধ্‌া । ন্‌া ন্‌া -া ন্‌া I নর্না র্সা র্সা -া ।
তো মা ০ র আ মা ০ র এই মি ল ০

৩ ০ ১
। র্সা র্সা র্সা -া } । র্রা -া -া -া । র্রা -া -া র্গা I
ন প্রি য় ০ চা ০ ০ য় চা ০ ০ য়

২´ ৩
I র্গা -া -র্মা -র্পা । -র্পর্মা -র্জ্ঞর্রা -র্সা সর্সা II
চা ০ ০ ০ ০০ ০০ য় এই

০ ১ ২´
II মা মা -া রা । জ্ঞা জ্ঞা -রা সা I রা রা -া ন্‌া ।
কু সু ০ ম সু র ০ ভি ব স ন্ ত

৩ ০ ১
। সা -া -া সপা । পা পা -া মজ্ঞা । জ্ঞা মজ্ঞা রা -সা I
বা ০ য় এই কু সু ০ ম০ সু র০ ভি ০

২´ ৩ ০
I রা রা -া ন্‌া । সা -া -া -সা II II
ব স ন্ ত বা ০ ০ য়

বসন্ত বাহার।

মধুর মলয়-বায়
বহিছে মৃদুল মন্দ,
আনন্দ-লহর তুলি,
ছড়ায়ে ফুলের গন্ধ।
কোকিল কূজিছে কুঞ্জে,
গুঞ্জরিছে অলিকুল,
সুরাগে রঞ্জিত কত
ফুটিয়াছে বনফুল!
সাজিয়াছে তরুরাজি
মরি কি মোহন সাজে,
বাজিছে বসন্ত-ভেরী
মধুর প্রকৃতি মাঝে!
নব কিশলয় কত
বিচিত্র বরণ ধরি
শোভিছে বিজন বনে
কি সুন্দর মরি মরি!
বিহগ ললিত তানে
মাতা'য়ে তুলিছে প্রাণ,
যেন শত বীণা বাজে,
শ্রবণে জুড়ায় কান!
ভাবুক যে-জন শুধু
সেই ত শুনিতে পায়,
অন্যে কি বুঝিবে তার
কত সুধা মাখা তায়!
কত কবি আত্মহারা
হেরি প্রকৃতির শোভা!
কে জানিত তুমি এত
কবিজন-মনোলোভা!
না জানি কি যাদু-মন্ত্রে
মুগ্ধ করি এ-ভুবন,
বিরাজিছ ঋতুরাজ
বিশ্বজন-বিমোহন!
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বুঝি,
শোভার ভাণ্ডার ভাই,
যে দিকে ফিরাই আঁখি
বিস্ময়ে ডুবিয়া যাই!

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিঠূর বা ব্রহ্মাবর্ত্ত।

বিঠূর কানপুর-জেলার একটী তহসিল-মাত্র। ইহা গঙ্গানদীর উপর অবস্থিত ও কানপুর হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী। কানপুর আচনারা রেলওয়ে দিয়া গিয়া মন্ধনা ষ্টেশনে নামিতে হয়। মন্ধনার পূর্ব্বোত্তর পাঁচ মাইল দূরে বিঠূর অবস্থিত।

বিঠূর অতিপুরাতন সহর। হিন্দুর নিকট ইহা অতিপবিত্র স্থান। মহাভারতের বনপর্ব্বে আছে যে, ব্রহ্মাবর্ত্ত-তীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এখানে সমাগত হইলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল মিলিয়া থাকে এবং বাসও চন্দ্রলোকে হয়। এইপ্রকার বামনপুরাণ, মৎস্যপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে এই পুণ্য-

স্থানের মহিমা লিখিত আছে। ইহা যে অতীব প্রাচীন স্থান, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্রহ্মা সৃষ্টি শেষ করিয়া এইস্থানে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করেন্। যে-স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়াছিল, তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত-ঘাট। অশ্বমেধের ঘোটকের খুরে যে নাল লাগান হয়, তাহার চিহ্ন এখনও দেখা যায়। হিন্দুরা ইহা অতি-সমাদরে পূজা করেন্। ব্রহ্মাবর্ত্ত ঘাটের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে বাহিস্মতী নামে একটী পুরী আছে। প্রবাদ, ইহাই মনুর জন্মস্থান। এখানে একটী দুর্গও আছে। স্থানটীর আধুনিক নাম বরহট। ব্রহ্মাবর্ত্ত-ঘাটের অনতিদূরে ধ্রুব-টীলা অবস্থিত।

বিঠুর হইতে ৩ ক্রোশ দূরে বৈলারুদ্রপুর নামে এক গ্রাম আছে। পুরাকালে ইহা বৈলব নামে প্রসিদ্ধ ছিল। জনপ্রবাদ, ইহাই বাল্মীকির তপোবন। এখানকার যাত্রিগণকে একটি কূপ দেখান হয়। প্রবাদ, এই কূপে বাল্মীক লুক্কায়িত থাকিয়া ব্যাধের কার্য্য করিতেন্। এখান হইতে সামান্য দূরে অহরানী নামে একটী দেবী আছেন। ইহার দুই ক্রোশ দূরে তমসা নদী অবস্থিত। কেহ কেহ নদীটীকে শোননদীও কহিয়া থাকেন্। সীতাদেবী বনে ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় লয়েন্। এইখানেই তাঁহার লব ও কুশ নামে পুত্রদ্বয় জন্মে। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞকালে এই লবকুশই যজ্ঞের অশ্ব ধৃত করেন্। ফলে রামের সহিত তাঁহাদিগের যুদ্ধ হয়। পরে তাঁহারা রামের পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলে, পিতাপুত্রের মিলন হয়। এখানকার রমেল-নামক স্থানে একটী শিস্তলের শর পাওয়া যায়। এই শর লইয়াই রামায়ণের রামের সহিত লবকুশের যুদ্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছে। রমেল-শব্দটী রণ-মেল শব্দের অপভ্রংশ। পরিয়র-নামক স্থানেও অনুরূপ শর পাওয়া গিয়াছে। সেখানেও লবকুশের যুদ্ধের আখ্যায়িকা শুনা যায়। বাল্মীকি যে-স্থানে বাস করিতেন্, তাহার নিদর্শনস্বরূপ সেস্থানে একটী বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়গণই এই বাটীর নির্ম্মাতা। বাটীটি একটী ঢিবির উপর অবস্থিত। এখানে সীতা রসোই এবং কপশেশ্বরের মন্দির আছে। কপশেশ্বর বোধ হয়, কাকপক্ষেশ্বরের অপভ্রংশ। রামের এই উপাধি ছিল।

ইং ১৮১১ সাল হইতে ১৮১৯ সাল পর্য্যন্ত বিঠুরে কতকগুলি বাজার নির্ম্মিত হয়। এই-গুলি কলেক্টরগঞ্জ এবং রাসেলগঞ্জ নামে খ্যাত। এইগুলির নির্ম্মাতা Mr. Blande Russel। ইনি জজ্ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও চারিটী বাজার আছে। সেগুলি রাজা ভগমলগঞ্জ, বিহারীগঞ্জ, নওবতগঞ্জ এবং কাটাইয়া জয়মলগঞ্জ নামে খ্যাত। বাজীরাও পেশোয়া রাজ্যচ্যুত হইয়া এইখানেই বাস করিয়াছিলেন্। ইঁহার দত্তক পুত্র নানা সাহেব ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন্। নদীর উপকূলে গুটীকতক পাকা ঘাট দেখা যায়। সেগুলি এখন জীর্ণাবস্থায় বর্ত্তমান। গাজী-উদ্দিন হায়দারের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী রাজা টিকায়েত রায়ের ঘাটটি অতিসুন্দর। ইহাই ব্রহ্মঘাট নামে খ্যাত। বিঠুরে ইহাই মুখ্য স্থান বলিতে হইবে। ঘাটটীর উপরে একটী লৌহ গজাল অবস্থিত। গজালটী প্রায় একফুট উচ্চ। লোকে বলে গজালটীর মূল কোথায়

আজ পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারে নাই। জনপ্রবাদ এই যে, ইহা ব্রহ্মার দ্বারা প্রোথিত হইয়াছে।

ব্রহ্মঘাট ব্যতীত কয়েকটী ঘাট আছে। ইহারা অহল্যাবাই এবং বাজীরাও পেশোয়ার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ঘাটের উপর অনেকগুলি মন্দিরও আছে। ইহার মধ্যে বল্মীকেশ্বর মহাদেব নামে যে মন্দিরটী দেখা যায়, তাহাই মুখ্য বলিয়া পরিগণিত। মন্দির-নির্ম্মাতাদিগের মধ্যে পাঁচজনের নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের নাম, মোহন্ত গোবিন্দনবাস, ভজনানন্দ, গঙ্গাদাস, গুরুদাস এবং যুগল দাস। সহরটিতে একটী ডিস্‌পেন-সারি, একটি পুলিস ষ্টেশন, একটী পোষ্ট অফিস, পশুদিগের জন্ম একটী পাউণ্ড, একটী উচ্চ-প্রাইমারি স্কুল ও একটী ডাকবাঙ্গালা আছে।

নৈমিষারণ্য।

ইহা সীতাপুর-জেলার অন্তঃপাতী ঔরঙ্গাবাদ পরগণার মিসরিক-তহসিলভুক্ত একটী ক্ষুদ্র নগর। বলাবাহুল্য যে ইহার খ্যাতি বহু পুরাতন। কোন সময়ে স্থানটী তপস্বীদিগের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। যদিও সে দিন এখন আর নাই, কিন্তু তথাপি নৈমিষারণ্যের প্রসিদ্ধি এখনও যায় নাই। বর্ত্তমানে সহরটীর জনসংখ্যা ২৩৪০; তন্মধ্যে ১৯৮ জন মুসলমান। বলা বাহুল্য, এখানে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক।

প্রাচীনকালে এই স্থানেই মহাভারতের কথা হইত। ঋষিগণ ভক্তগণকে পুরাণ শুনাইতেন্। এখানে প্রত্যেক অমাবস্যায় সাধারণ মেলা হয়। বিশেষ মেলাটী সোমবতী অমাবস্যায় হইয়া থাকে। চৌরাশী ক্রোশ ব্যাপিয়া ইহার বড় পরিক্রমা। প্রতিবৎসরে ফাল্গুনী অমাবস্যায় পরিক্রমা আরম্ভ এবং পূর্ণিমার দিনে শেষ হয়। নৈমিষারণ্যের ছোট পরিক্রমার ব্যাপ্তি দেড় ক্রোশ। পরি-ক্রমার প্রধান স্থান চক্রতীর্থ।

মন্দির ও কুণ্ড লইয়াই নৈমিষারণ্যের বিখ্যাতি। প্রবাদ এইরূপ যে, ইন্দ্র ২৮ সহস্র ঋষির সমভিব্যাহারে একদা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন্। ব্রহ্মা আগমনোদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে ইন্দ্র বলিলেন যে, তাঁহাকে এমন একটী পূতস্থানের নির্দ্দেশ করিতে হইবে যে লোকে তথায় নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা করিতে পারে। তখন ব্রহ্মা চক্র লইয়া কৈলাশের উপর নিক্ষেপ করিলেন্। চক্র কিন্তু নৈমিষা-রণ্যে অবতরণ করিল। তখন ব্রহ্মা-দেবতা ও ঋষিগণে পরিবৃত্ত হইয়া নৈমিষারণ্যে উপ-নীত হইলেন। নৈমিষারণ্যের বর্ত্তমান নাম নিমখার। এখানে গৌরমুখ ঋষি নিমিষ-মধ্যে অসুরগণকে বধ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই জন্য ইহার নাম নৈমিষারণ্য।

আইন-আকবরিতে নিমখারের উল্লেখ দেখা যায়। উক্ত পুস্তকের মতে এখানে একটি পুরাতন দুর্গকুণ্ড এবং অনেকগুলি মন্দির ছিল। কুণ্ডটী চক্রতীর্থ নামে খ্যাত। বোধ হয়, এইখানেই ব্রহ্মার চক্রটী পতিত হইয়াছিল অথবা বিষ্ণু এই স্থানেই অসুরগণের উপর চক্র নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন্। কুণ্ডটী প্রায় ১২০ গজ ব্যাপী। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের, সিঁড়ি আছে। সিঁড়িগুলি কুণ্ডটীর তলদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া আছে। মধ্যে গোলাকার জালীদার দেওয়াল। ইহার

বহির্ভাগে যাত্রিগণ স্নানাদি করিয়া থাকে। ইহার অভ্যন্তরে অগাধ জল। একবার এই কুণ্ডে কোন যাত্রী ডুবিয়া যায়। তদবধি সরকার-বাহাদুর কুণ্ডের মধ্যে একটী গোলাকার দেওয়াল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন্। কুণ্ডের জল দক্ষিণ দিকের নালি দিয়া নির্গত হইয়া প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী কুণ্ডে সর্ব্বদাই পতিত হইতেছে ও এক খাল দিয়া চলিয়া যাইতেছে। লোকে এই খালটীর নাম গোদাবরী-নর্ম্মদা রাখিয়াছে। কুণ্ডতটে একটী মন্দির আছে। তন্মধ্যে ভূতনাথ মহাদেবই প্রধান। নৈমিষা-রণ্যের ইহা একটি মুখ্য স্থান। এখানে অন্যান্য সরোবরের নাম পঞ্চপ্রয়াগ, গোদাবরী, কাশী, গঙ্গোত্রী এবং গোমতী। নিমখারের বড় মন্দিরটী ললিতা দেবীর নামে উৎসর্গী-কৃত। এখান হইতে তীর্থযাত্রিগণ পরিক্রমা আরম্ভ করে ও মিসরিখে যাইয়া শেষ করে।

চক্রতীর্থ ব্যতীত আরও কয়েকটী স্থান পরিক্রমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেগুলির নাম:—(২) পঞ্চপ্রয়াগ, (৩) ললিতাদেবী, (৪) গোবর্দ্ধন মহাদেব, (৫) ক্ষেমকায়া দেবী (৬) জানকী-কুণ্ড, (৭) হনুমানজী, (৮) কাশী, (৯) ধর্ম্মরাজের মন্দির, (১০) শুকদেবের গদ্দী, ব্যাসজীর স্থান, এবং মনু ও শতরূপার স্থান, (১১) ব্যাসগঙ্গা, (১২) ব্রহ্মাবর্ত্ত, (১৩) গঙ্গোত্রী, (১৪) পুষ্কর, (১৫) গোমতী নদী, (১৬) দশাশ্বমেধ টীলা, (১৭) পাণ্ডব কিলা, (১৮) জগন্নাথজীর মন্দির, (১৯) সূতজীর গদ্দী এবং (২০) রামচন্দ্রাদির মূর্ত্তি। পঞ্চপ্রয়াগের তটে অক্ষয়বট নামে একটী বৃক্ষ আছে

চক্রতীর্থের দক্ষিণপশ্চিমে একটি উচ্চ টীলার উপর একটি দুর্গ দেখা যায়। ইহার দৈর্ঘ প্রায় ১১০০ ফিট এবং প্রস্থ ৪০০ ফিট। ইহার পশ্চিমদিকে সাবুর্জ-নামে একটী উচ্চ স্থান আছে। এখন কেবলমাত্র ইহার ফটকটি অবশিষ্ট। হিন্দুদিগের মন্দিরের কতক মসলা লইয়া সাবুর্জ তৈয়ার হইয়াছিল। পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ এই স্থানটী তপশ্চর্য্যার নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু কালবশে মুসলমান-গণ তথায় বুর্জ তৈয়ার করিলেন। সা বুর্জের নির্ম্মাতার নাম হাহাজাল। লোকটী পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন্, কিন্তু পরে মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন্। আলাউদ্দিন খিলিজির ইনি মন্ত্রী ছিলেন। ১৩০৫ খৃঃ ইনি সাবুর্জ নির্ম্মাণ করেন্।

বর্ত্তমান সময়ে মন্দিরগুলি ব্যতীত নিম-খারের অন্যান্য ভূমি ঔরঙ্গাবাদের মোগল তালুকদারের দখলে আছে। উক্ত ভূমীর সীমা ১৪৭৬ একর। এজন্য তাঁহাকে ইংরাজ সরকারকে ৩৮০্ টাকা বাৎসরিক কর দিতে হয়। নিমখারের পূর্ব্বদিকটা কুঞ্জবন-দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সহরটীতে প্রাইমারী স্কুল, পোষ্ট অফিস, পশুদিগের জন্য পাউণ্ড এবং একটী বাজার আছে। বাজারটী সপ্তাহে দুই দিন হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

শুভাশিস্।

বেলাভূমে ব্যর্থ ধূলা-খেলা আর নয়,
আজ হ'তে শেষ!
যাও বোন্, ওঠ বুক বাঁধি,
কর্ণধার আনিয়াছে তরী।
অন্ধকার সমুদ্রের পারে
জ্যোতির্ম্ময় আলোকের দেশ
আছে জেনো! নির্ভয়েতে যাও
ধ্রুব-তারা স্থির লক্ষ্য করি॥
জীবনের আরাধ্য দেবতা,
জগতের এক মাত্র সাথী,
যাঁর সনে মিলন তোমার
সংসারের কর্ত্তব্য সাধনে,
চিরদিন হাসি-মুখে সদা
তাঁর কাজে হয়ো সহব্রতী।
দিও শক্তি, আশা, ভালবাসা,
কোর ভক্তি কায়-মনঃপ্রাণে॥
'মুখে তব ফুটিবে যে হাসি,
হয় যেন বুকের সম্পদ্!
প্রাণে তব যত রাতি নামে,
হয় যেন উৎসবের রাতি!
আঁখি যদি ঝরে
যেন ঝরে উচ্ছ্বসিয়া আনন্দের হ্রদ।
করে চিরদীপ্ত থাকে শাঁখা,
সিঁদূরে উজ্জ্বল থাকে সিঁথী॥
কভু যেন এ সাগর-পথে
ধ্রুব-তারা মেঘে নাহি ঢাকে;
দিগ্-ভ্রষ্ট নাহি হয় তরী।
দূরে যায় ক্লান্তি অবসাদ।
প্রাণে আশা অসীম উদ্যম
স্থির থাকে বাত্যার বিপাকে!'
আজ বোন্, বিদায়-দিবসে
এই তব ভ্রাতৃ-আশীর্ব্বাদ॥
হৃদয়ের রাজ্যেশ্বরে কর অভিষিক্ত
হৃদি-সিংহাসনে!
বুকে জ্বালো বিশ্বাসের বাতি
মুখে বলো অশ্বাসের বাণী!
দুঃখ, দৈন্য, রিপুদলে দলি
কর যাত্রা আলোক-সন্ধানে!
কর্ত্তব্য যা করে যাও দোঁহে,
প্রাপ্তব্য যা দিবেন্ তা তিনি॥

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দু জ্যোতিষ।

হিন্দুশাস্ত্রের মত এই যে, প্রথমে অনন্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া একমাত্র জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম বিরাজিত ছিলেন্।

আদাবেব পরং জোতিরাসীচ্চ সদসৎ পরং।
জ্যোতিষাং জ্যোতিরেবং তৎ সর্ব্বব্যাপি
সনাতনম্॥
তদেব পরমং ব্রহ্ম প্রাহুরেবং মনীষিণঃ।
তেনাবিষ্টৌ মহেশানি! সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রজায়তে॥
—পার্ব্বতীর প্রতি শিববাক্য।

এই জোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম হইতে জ্যোতির্গোলক বিক্ষিপ্ত হইয়া গ্রহনামে অভিহিত হইয়াছে; যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহার নাম সূর্য্য।

তত্র যে রশ্ময়ো বিপ্রাঃ সর্ব্বলোকপ্রদীপকাঃ।
তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত রশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ।

—কূর্ম্মপুরাণ।

চন্দ্র ঋক্ষগ্রহাঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়াঃ সূর্য্যসম্ভবাঃ॥

—মৎস্য-পুরাণ।

ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে, সূর্য্য-চন্দ্রাদি যেরূপ গ্রহ, আমাদের এই পৃথিবীও সেইরূপ একটী গ্রহবিশেষ। পৃথিবীকে লইয়া মোট আটটী গ্রহ সকল জ্যোতির সমষ্টি অদিতি হইতে জন্মিয়াছে। ইহার মধ্যে ৭টী গ্রহ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; কেবল অদিতি, জন্ম-মৃত্যু ও দিনরাত্রির বিধানের জন্য সূর্য্যকে (মার্ত্তণ্ডকে) কেন্দ্রস্থানে (গর্ভে) ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্যে জাতাস্তন্বস্পরি।
দেবাঁ উপপ্রৈৎ সপ্তভিঃ পরা মার্ত্তাণ্ডমাস্যৎ।৮।
সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতিরুপপ্রৈৎ পূর্ব্ব্যং যুগং।
প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎপুনর্মার্ত্তণ্ডমাভরৎ॥৯॥

ঋগ্বেদ ১০।৭২।৮,৯

সূর্য্য, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ লইয়া একটী সৌরজগৎ। মার্ত্তণ্ড (সূর্য্য) এই সৌর জগতের কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত। গ্রহগণ ও পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন্।

স্বভাবতঃ আমরা পৃথিবীকে স্থির ও সূর্য্যকে ভ্রমণশীল মনে করি, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্‌-দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মহামতি আর্য্যভট্ট স্বীয় গ্রন্থে পৃথিবীরই ভ্রমণ উল্লিখিত করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই—

অনুকূলগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সম-পশ্চিমগানি লঙ্কায়াং॥

নৌকা বেগে গমন করিলে যেরূপ তীরস্থিত পর্ব্বতকেও নদীর বিপরীত দিকে গমন করিতেছে মনে হয়, সেইরূপ পৃথিবীর গতি-বশতঃ নিশ্চল নক্ষত্রগুলিকেও পশ্চিম-দিকে গমন করিতেছে, বোধ হইয়া থাকে। ঋগ্বেদেও পৃথিবীর ভ্রমণ উল্লিখিত হইয়াছে।

অত্রিপুত্র ভৌমর্ঋষি বলিয়াছেন,

স্তোমাসস্ত্বা বিচারিণি! প্রতিষ্টোভন্ত্যক্তুভিঃ।
প্র যা বাজং ন হেষন্তং পেরুমস্যস্যর্জ্জুনি॥

৫।৮৪।২ ঋক্।

রাশিসমূহে আসক্ত থাকিয়া বিচরণকারিণি হে অর্জ্জুনি! হে পৃথিবি! তুমি প্রতিরাশি ত্যাগ করিতে করিতে সশব্দে অশ্বের ন্যায় সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ কর। *

পৃথিবীর ভ্রমণমত সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে বর্ত্তমান সময়ে পরিগৃহীত হইলেও ব্যবহারিক হিসাবে সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত প্রভৃতির ন্যায় সূর্য্যের ভ্রমণই আরোপিত হইয়া থাকে।

এজন্য সূর্য্যা ঋষি বলিয়াছেন,—

শুচী তে চক্রে যাত্যাব্যানো অক্ষ আহতঃ।
অনো মনস্ময়ং সূর্য্যা রোহৎ প্রয়তীপতিং॥

১০।৮৫।১২ ঋক্।

সূর্য্য পরিমিতগামী রথে আরূঢ় হইয়া গৃহে যাইতেছেন্। তাঁহার পবিত্র চক্র আকাশের অক্ষকে (কক্ষাকে) আহত করিতে করিতে যাইতেছে।

সূর্য্যের ভ্রমণের কক্ষায় দ্বাদশটী রাশি, তিনটি নাভি অর্থাৎ সূর্য্য-কক্ষার সন্ধিস্থান, ও ৩৬০ অংশ। সুতরাং প্রতিরাশিতে ৩০ অংশ। এই অংশগুলি নিশ্চল হইলেও চক্রের গতিতে ইহাদেরও গতি হইয়া থাকে।

দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন,—

---

* [মহামতি সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা ভিন্নরূপ।

দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উ
তচ্চিকেত।
তস্মিন্ত্‌ সাকং ত্রিশতা ন শঙ্কবোঽর্পিতাঃ ষষ্টি
র্ন চলাচলাসঃ ॥ ১।১৬৪।৪৮

এই তিনটী নাভির বিষয় দীর্ঘতমা ঋষি অন্যত্র স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন্। যে-দিন, দিনরাত্রি সমান হয়, সে দিবস সূর্য্য, কক্ষায় যে-স্থানে অবস্থিত, তাহা একটী নাভি, অর্থাৎ সেই দিনে বিষুব-রেখায় (equator) সূর্য্যের অবস্থান। যে দিবসে দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সেদিনে সূর্য্যের অবস্থিতি-স্থান-একটী নাভি। ইহা কক্ষায় (রাশি-চক্রে'র) কর্কটরাশির আরম্ভ-স্থান। যে দিবসে দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, সেদিনে সূর্য্যের অবস্থিতি-স্থান মকরের আদি। ইহাও একটী নাভি।

তিনি বলিয়াছেন্—

প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ
কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি
বিশ্বা ॥
১।১৫৪ সূক্ত ২ ঋক্।

এই ঋকে মৃগ-শব্দের অর্থ জ্যোতিঃশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ মকররাশি এবং কুচর শব্দের অর্থ কর্কট-রাশি। গিরি-শব্দের অর্থ বিষুবৎ পর্ব্বত। †

বিষ্ণুপুরাণেও বিষুবৎ পর্ব্বতশৃঙ্গ-নামে আখ্যাত হইয়াছে।

যঃ শ্বেতস্যোত্তরঃ শৈলঃ শৃঙ্গবানিতি বিশ্রুতঃ।
ত্রীণি তস্য তু শৃঙ্গাণি যৈরসৌ শৃঙ্গবান্ স্মৃতঃ ॥
দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চৈব মধ্যং বৈষুবং তথা।
শরদ্বসন্তয়োর্মধ্যে তদ্ভানুঃ প্রতিপদ্যতে ॥

† সায়নাচার্য্য এরূপ অর্থ করেন্ না।

মেষাদৌ চ তুলাদৌ চ মৈত্রেয়! বিষবৎ স্থিতঃ
তদা তুল্যমহোরাত্রং করোতি তিমিরাপহঃ ॥

দীর্ঘতমা ঋষি আরও বলিয়াছেন্,—

সূর্য্যের কক্ষায় চারিটী পাদ, প্রতিপাদে ৯০ অংশ। ইহা চক্রাকার হইলেও বৃত্ত নহে (বৃত্তাভাস বা দীর্ঘবৃত্ত)। এই কক্ষায় বৃহৎ-শরীরবিশিষ্ট অকুমার যুবা সূর্য্য অংশ-দ্বারা পরিমিত হইয়া প্রত্যহ উদিত হন্।

চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং
ব্যতীরবীবিপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্কভির্যুবা কুমারঃ
প্রত্যেত্যাহবং ॥ ১।১৫৫।৬ সূক্ত।

গ্রহগণের ভ্রমণপথ দীর্ঘ বৃত্তাকার হইলেও সাধারণতঃ গোলাকার-বৃত্তেই তাহাদের পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়।

সূর্য্য ব্যতীত অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের নিজের তেজ নাই; সকলেই সূর্য্যকিরণে আলোকিত হইয়া থাকে। যেরূপ স্বচ্ছ কাচের উপরে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে, তাহা হইতে আলোক প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ চন্দ্রাদি-গ্রহের উপরে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া তাহাই প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া থাকে।

তেজসাং গোলকঃ সূর্য্যো গ্রহর্ক্ষাণ্যম্বু-
গোলকঃ।
প্রভাবন্তো হি দৃশ্যন্তে সূর্য্যরশ্মিপ্রদীপিতাঃ ॥
—বরাহ

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, সৃষ্টির প্রথমে সকল জ্যোতিষ্কের সমষ্টি জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম বা অদিতি ছিলেন্। তাঁহা হইতে পৃথিবী ও গ্রহগণ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। গ্রহগণ বা পৃথিবীর নিজের কিরণ নাই, সকলেই সূর্য্যকিরণে আলোকিত হয়। সূর্য্য

যে পথে ভ্রমণ করে (সূর্য্যের ভ্রমণকল্পনা বুঝিবার সুবিধা জন্য) সেই পথটি দীর্ঘবৃত্তকার। ইহাতে ৩৬০ অংশ ও ১২শ রাশি কল্পিত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতিজ্যোতিষতীর্থ।

অপরাহ্ণের গান।

(রাগিণী—মূলতান মিশ্র)

ওরে! বেলা বয়ে যায়—
শ্রান্ত তপন কানন-পারে
ক্লান্ত চোখে চায়!
সরসীর ঐ স্ফটিক-নীরে
কল্লোলিয়া বাতাস ফিরে
দিনের তাপে শুষ্ক-ব্যাকুল—
—বকুল ঝরে যায়!
ওরে বেলা বয়ে যায়—
রাখাল শিশু চরায় ধেনু
শ্যামল-তরুচ্ছায়!
আজ কেন তোদের দুঃখের শ্বাস,
নয়নজলে ভিজাস্ বাস
কোন্ সে ব্যাকুল বেদন এসে
মরম দহি যায়!
ওরে বেলা বয়ে যায়—
কেন রে তোর মলিন বদন
হেসে নাহি চায়!
আজিকার ঐ রবির কিরণ
মেঘের গায়ে গলায় হিরণ,
আজ দুঃখ বেদন সকল ভুলে
কাননতলে আয়॥

আত্মবিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্যামনগর ; নরেন্দ্রকৃষ্ণের বিশ্রাম-কক্ষ।

নরেন্দ্র একাকী পদচারণা করিতেছেন।

নরেন্দ্র। মনটা এমন খারাপ হ'য়ে গেল কেন? যেন কার কি অনিষ্ট করেছি, যেন কত পাপ করেছি বলে মনে হচ্ছে। অপরাধীর মতন নিজের কাছে নিজে লজ্জা পাচ্ছি। হেমকে পুলিশে দিয়ে কাজটা কি ভাল কর্লুম্? রাগের মাথায় বুঝ্‌তে পার্লুম না। সে আমাকে গালাগালি দিয়েছিল, অপমান করেছিল, কিন্তু সে ত আগে কিছু বলে নি। আমিই তাকে লম্পট চোর বলেছিলুম্। তাতেই ত সে রাগ সাম্‌লাতে না পেরে আমাকে গালাগাল দিয়েছিল। এতে তার দোষ দেওয়া যায় না। সে ভদ্রলোক আমার কাছে চাকরী কর্ত্তে এসেছিল, আমার উচিত ছিল তাকে সম্মানে রাখা। কেন আমার এমন মতিভ্রম ঘটল? আমি তা'র সম্বন্ধে ভাল করে তদন্ত করেও দেখ্‌লুম্ না। জহুরের কথায় বিশ্বাস করে

তা'কে একেবারে পুলিশে দেওয়া আমার উচিত হয় নি। কে বল্‌তে পারে, অহর হিংসা ক'রে তা'র শত্রুতা করে নি? দেখ্‌ছি অহরের ম্যানেজার হ'বার জন্তে ভারি ঝোঁক্! আর যে-দিন থেকে হেম এসেছিল, সেই দিন থেকেই হেমের উপরে তা'র কেমন একটা আক্রোশ! আমি তা'র কথার ওপর নির্ভর ক'রে হেমকে পুলিশে দিয়ে ভাল কাজ করি নি। কিন্তু চথের সাম্‌নে ত' দেখ্‌লুম, রাত-দুপুরে মেয়ে-মানুষের হাতে টাকা দিলে। সে সব কি? লোকটার চরিত্র ভাল, তাই বা কেমন ক'রে বলি? আমি গুমোর কর্ত্তুম—আমি মানুষের মুখ দেখ্‌লে মানুষ চিন্তে পারি কিন্তু হেমচন্দ্রকে চিন্তে পারলুম না। এখনও বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, মানুষটা কি-রকম! না না, আমি তাকে ছাড়িয়ে আনি। আজ তা'র মকর্দ্দমার দিন, আমি মকর্দ্দমা তুলে নিই গে। নির্দ্দোষ লোক যদি শাস্তি পায়, তা হ'লে আমার পাপ হবে। পুলিশের অত্যাচারের তুলনা নেই। তা'রা বাঘ-ভাল্লুকের চেয়েও ভয়ঙ্কর! না জানি, আমার জন্তে বেচারা কত যন্ত্রণাই পাচ্ছে!

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

কি রে?

ভৃত্য। বাবু, একজন বাবু আপনাকে খুঁজ্‌ছেন্।

নরে। আমাকে খুঁজছে? কেন?

ভৃত্য। তা জানি না। বল্লে, আপনার কাছে বিশেষ দরকার।

নরে। আচ্ছা, তা'কে এইখানে ডেকে দে।

(ভৃত্যের প্রস্থান ও সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ)

ম'শায়, কোথা থেকে আস্‌ছেন?

সর্ব্বে। আজ্ঞে, আমি হেমবাবুর বাড়ী থেকে আস্‌ছি।

নরে। আমার কাছে আপনার কি দরকার?

সর্ব্বে। তাঁর কোন খবর না পেয়ে আমরা বড় ভাবছি। তাই তাঁর খবর নিতে এসেছি। তিনি কোথায় থাকেন্? ভাল আছেন্ ত?

(নরেন্দ্র নীরব রহিলেন)

সর্ব্বে। চুপ ক'রে রইলেন্ কেন? তিনি ভাল আছেন্ ত? কোথায় তিনি?

নরে। আমি তা'কে পুলিশে দিয়েছি।

(সর্ব্বেশ্বর সভয়ে চমকিয়া উঠিলেন)

সর্ব্বে। পুলিশে-দিয়েছেন—? আপনি!! আপনি হেমবাবুকে পুলিশে দিয়েছে?

নরে। হ্যাঁ।

সর্ব্বে। কেন, তাঁর অপরাধ? তিনি আপনার কি অনিষ্ট ক'রেছিলেন যে, তাঁকে পুলিশে দিয়েছেন্?

নরে। সে আমার টাকা ভেঙ্গেছিল, আর তা'র স্বভাব-চরিত্রও বড় খারাপ ছিল।

সর্ব্বে। আপনি কা'র সম্বন্ধে এ-কথা বল্‌ছেন্? হেমবাবুর চরিত্র খারাপ? হেমবাবু আপনার টাকা ভেঙেছেন্? এ কি আপনি পাগলের মতন কথা বল্‌ছেন্!

নরে। পাগলের মত নয়, আমি নিজের চ'খে তা দেখেছি।

সর্ব্বে। মিথ্যা কথা। কখনও আপনি দেখেন্ নি! যদি কিছু দেখে থাকেন্, তা'হলে কি দেখ্‌তে আপনি কি দেখেছেন্।

নরে। না, মিথ্যা কথা নয়। আমি নিজের চ'খে দেখেছি, রাত-দুপুরে পুকুর-

ধারে বসে স্ত্রীলোকের হাতে ধরে টাকা দিচ্ছে।

সর্ব্বে। তা যদি দেখে থাকেন্, তবে আপনি ভুল বুঝেছেন্। হয় ত, তিনি কোন বিপন্ন স্ত্রীলোককে টাকা দিচ্ছিলেন্। তাই আপনি দেখে থাকবেন। হেমবাবুর দানই এই রকম। তিনি লোক দেখিয়ে—লোকের কাছে সুখ্যাতি কেন্‌বার জন্যে কারও উপকার করেন্ না। আর যদি তাঁর চরিত্র খারাপই হয়, তা'র জন্যে আপনি তাঁকে পুলিশে দিতে পারেন্ না।

নরে। সে আমার অনেক টাকা ভেঙ্গেছিল।

সর্ব্বে। আপনি কি পাগল হয়েছেন? হেমবাবু টাকা ভেঙ্গেছেন্—এ যে অসম্ভব। তাঁর মত ধার্ম্মিক দয়ালু পরোপকারী লোক, আজকের বাজারে খুব কম দেখ্‌তে পাবেন। আমি নিজের চ'খে, এই হেমবাবুর চরিত্র দেখ্‌ছি—আজীবন দেখ্‌ছি, দেখ্‌তে দেখতে্ বুড়ো হয়ে গেলুম্, আমার ষাটবছর বয়েস হ'ল, তাঁকে ছেলেবেলা থেকে দেখ্‌ছি—তাঁর মতন চরিত্রের লোক খুঁজে পাবেন না, নরেন্দ্রবাবু! এমন লোককে আপনি পুলিশে দিলেন? নিশ্চয় কোন হিংসুটে লোক তাঁ'র বিপক্ষে আপনার কাছে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে। আপনি তা'তেই ভুলে এমন অন্যায় কাজ করেছেন্। হেমবাবুকে আপনি জানেন্ কি ম'শায়? তিনিও একদিন আপনার অপেক্ষা বড় জমীদার ছিলেন্, তাঁরও একদিন শতসহস্রাধিক বেতনভোগী কর্ম্মচারী ছিল, একদিন তিনিও সহস্র লোককে প্রতিপালন ক'রেছেন্। এ অধম তাঁরই একজন কর্ম্মচারী। তাঁর নিজের ভগ্নীপতি তাঁর সমস্ত বিষয়ের ম্যানেজার ছিলেন; হেমবাবু কোন দিন কোন বিষয়ে চোখ চেয়ে দেখেন নি। তা'রা কত টাকা ভেঙ্গেছে, তিনি তা' জান্‌তে পেরেও কোন দিন কোন কথা বলেন্ নি। সেই হেমবাবু আজ আপনার টাকা ভাঙবেন্? তারপর শুহুন্ তাঁর ভগ্নীপতি টাকা-কড়ী ভেঙ্গেও নিশ্চিন্ত হলেন্ না। লোভীর লোভ ক্রমশঃই বাড়ে, পাপ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে পাপীর বুক বেড়ে যায়, আর পাপে ভয় থাকে না। হেমবাবুর সেই আত্মীয় যড়্ ক'রে কালেক্টারীর খাজনা না দিয়ে হেমবাবুর সমস্ত সম্পত্তি নীলাম করিয়ে নিজে বেনামীতে কিনে নিলে। বাবু তা'তে একটী কথা বল্‌লেন্ না। আমি তা'র নামে নালিশ ক'রে বিষয় বা'র ক'রে নিতে চাইলুম্, আমাকে তা ক'র্ত্তে দিলেন না; বল্লেন, "তা'র অদৃষ্টে বিষয় ছিল, সে পেয়েছে; আমার অদৃষ্টে ছিল, আমি হারিয়েছি। অদৃষ্ট কেউ কারো কেড়ে নিতে পার্ব্বে না। এর জন্যে আপনার লোকের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'রে কি হ'বে? এমন কথা কখনও কারো মুখে আপনি শুনেছেন্ কি? বিষয় হারিয়ে দুঃখের হাতে প'ড়ে হেমবাবু চাক্‌রী ক'র্ত্তে বেরিয়েছিলেন্। সেই হেমবাবু আপনার টাকা ভেঙ্গেছেন্? এ-কথা আপনি বিশ্বাস ক'র্‌লেন্ কি ক'রে, নরেন্দ্রবাবু? আপ্‌নি কি কর্‌লেন্? এমন লোককে পুলিশের হাতে দিলেন? স্বর্গের দেবতাকে নরকের পিশাচের হাতে দিলেন? হায়! হায়! কি কর্‌লেন, নরেন্দ্রবাবু, কি কর্‌লেন?

নরে। (স্বগত) তাই ত, আমি কি

করেছি ? এ যা বল্‌ছে তা সত্যি। হেমবাবুকে দেখ্‌লে একটা মহৎ লোক বলেই মনে হ'ত। চেহারাটাতেই তার একটা যেন মহত্ব ছিল। কথাগুলিতে বড় অমায়িকতার ভাব দেখ্‌তে পাওয়া যেত। লোকটা নিশ্চয়ই ভাল ছিল। আমি জহরের কুমন্ত্রণায় পড়ে বড় অন্যায় কাজ করেছি।

সর্ব্বে। আপনি দয়া করুন্। নিশ্চয় জান্‌বেন, তাঁর কোনও দোষ নেই। আপনি বরং ভাল ক'রে অনুসন্ধান করুন, তা হলেই সত্য কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌বে। এ কোনও হিংসুটে লোকের কাজ। আজকের কালে ভালর ভাল কেউ দেখ্‌তে পারে না। হেম-বাবু, অতিসৎলোক, তাই তাঁর শত্রুও ঢের। নষ্ট লোকে কি ক'রে তাঁর অনিষ্ট ক'র্ব্বে, কি ক'রে তাঁকে অপদস্থ ক'র্ব্বে, সর্ব্বদাই চেষ্টা ক'রে থাকে। আপনি দয়া ক'রে তাঁকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে দিন্। আপনি দেশের জমীদার, অবশ্য এদেশে আপনার ক্ষমতাও অনেক আছে।

(নেপথ্যে) আয়—এদিকে আয় বেটী! একবার, মজা দেখাচ্ছি। পাজী বেটী!

(সরলাকে নরেন্দ্রের ভৃত্য তিরস্কার করিতে করিতে লইয়া আসিল)

নরে। (শশব্যস্তে) কি রে? কি হয়েছে? কে এ?

ভৃত্য। বাবু এ বেটী বাগানবাড়ীতে ঢুকে-ছিল চুরি ক'র্ত্তে।

সরলা। না, বাবা, আমি চুরি ক'র্ত্তে ঢুকি নি। আমায় দয়া ক'রে ছেড়ে দাও ;— আর আমি এমন কাজ কর্ব্ব না।

নরে। কেন সেখানে গেছ্‌লে?

সর। সেখানে যে বাবুটী থাকতেন্ তাঁর কাছে যাচ্ছিলুম।

(নরেন্দ্র সর্ব্বেশ্বরের দিকে চাহিলেন)

সর্ব্বে। সেখানে কে থাক্‌তেন?

নরে। (শ্লেষপূর্ণস্বরে) আপনার মহা-চরিত্রবান্ মনিব।

(সর্ব্বেশ্বর কি ভাবিতে লাগিলেন)

নরে। তা'র কাছে তোমার কি দরকার?

সর। সে অনেক কথা বাবা!

নরে। হুঁঃ—তা জানি। হারামজাদী—তোমার এত সাহস? আমার বাড়ীতে এইসব কাণ্ড? রাসলীলার আর জায়গা পাও নি? জগা, বেটীকে নিয়ে গিয়ে মাথা মুড়িয়ে মুখে চূণকালী মাখিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দে।

সর। তোমার পায়ে পড়ি বাবা, আমায় ছেড়ে দাও ; আর আমি এমন কাজ কর্ব্ব না। (নরেন্দ্রের পায়ে পড়িল)

নরে। ছুঁস্‌নে আমাকে। বের আমার সুমুখ থেকে। আমি নষ্ট মেয়েমানুষের এম্নি শাস্তিই দিই।

সর। ছি ছি,—কি কথা বল্‌লে বাবা! আমি কাঙ্গাল ব'লে কি এম্নি বল্‌তে হয়? তা'র চেয়ে আমায় মেরে ফেল। সব কষ্ট সইতে পারি, কিন্তু এমন কথা শুন্‌লে বড় কষ্ট হয়। (বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল)

নরে। ফের ছিনালী? জগা, শীগ্‌গির নিয়ে যা।

জগা। ওঠ বেটী! (হাত ধরিয়া লইয়া চলিল)

সর্ব্বে। দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও। বল ত বাছা, তাঁর কাছে তোমার কি দরকার ছিল?

নরে। হ্যাঁ, নিজের কানে প্রভুর লীলা

শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা কর। যেমন মনিব তেম্নি চাকর হওয়া চাই ত !

সর্ব্বে। অনুগ্রহ ক'রে একটু চুপ করুন্। (সরলার প্রতি) বল !

সর। না, আমি কিছু ব'ল্‌ব না। কিছু ব'ল্লেই আবার তোমরা ঠাট্টা ক'র্বে। তোমাদের যা ইচ্ছে হয়, কর। আমি আর কিছু ব'ল্‌ব না।

নরে। না, আমি চ'খের সাম্‌নে এ সব দেখ্‌তে পারি না। জিজ্ঞেস্‌-পড়া ক'র্ত্তে হয়—বাড়ীর বাইরে গিয়ে কর।

সর্ব্বে। দয়া ক'রে একটু ধৈর্য্য ধরুন্। (সরলার প্রতি) বল মা! শীগ্‌গির বল! তোমার কথার উপর সেই বাবুটীর সুখ দুঃখ নির্ভর ক'চ্ছে! আমার কাছে তোমার কোনও অপমানের ভয় নেই। আমি তাঁরই চাকর।

সর। তাই বুঝি, তোমার অত দয়া, অত মিষ্টি কথা? তিনিও আমাকে এম্নি মিষ্টি কথা বলেছিলেন; নিজের মেয়েকে লোকে যেমন আদর যেমন যত্ন করে, তিনি আমায় তেম্নি স্নেহমাখা সুরে আমাকে 'মা' ব'লে আমার দুঃখের কাহিনী শুনেছিলেন; শুন্‌তে শুন্‌তে কেঁদে ফেলেছিলেন। তারপরে কি মিষ্টি কথায় আমায় সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। সে কথা আমি কখনও ভুল্‌তে পার্ব্ব না। সকলেই বকে, গাল দেয়, দূর দূর করে; মিষ্টি কথা কখনও শুনি নি, তাই মিষ্টি কথা আমার বড় ভাল লাগে।

(সর্ব্বেশ্বর তেমনই ভাবে নরেন্দ্রের দিকে চাহিলেন। নরেন্দ্র কি ভাবিতে লাগিলেন)

সর্ব্বে। তাঁর সঙ্গে তোমার কি করে পরিচয় হ'ল?

সর। বাবা, আমি বড় দুঃখিনী। আমি বড় একলা! এক বুড়ো মা ভিন্ন আমার আর কেউ নেই। মায়ের বড় ব্যামো হয়েছিল; ডাক্তার দেখাতে পারি নি!—পয়সা কোথায় পাব বাবা? সেদিন রোগ বড় বাড়াবাড়ি হয়। তাই আর থাকতে না পেরে এই গ্রামে কব্‌রেজের কাছে যাব বলে বেরুই। কখনও বাড়ীর বার হই নি, পথঘাট চিন্‌তুম্ না; আস্‌তে আস্‌তে বাবুদের পুখুরধারে গিয়ে পড়ি! সেইখানে তাঁকে দেখতে পাই। তাঁকে পথ জিজ্ঞেস ক'ল্লু'ম; তিনি আমায় সব কথা জিগেস ক'লে'ন। আমিও সব বল্লুম। তিনি কত কথা বল্লেন, কত সান্ত্বনা দিলেন, তারপর জোর ক'রে আমাকে পাঁচটা টাকা দিলেন; বলে দিলেন, দরকার হলে আমাকে তাঁর কাছে যেতে। সেই টাকাতে মায়ের ওষুধপত্র কিনে মার চিকিৎসা করাই। মা ভাল আছে, তাই আজ তাঁকে বলতে যাচ্ছিলুম। বল্‌তে যাচ্ছিলুম্ "বাবা, তুমিই আমার মাকে বাঁচিয়েছ।" তাঁকে দেখ্‌তে না পেয়ে ফিরে আস্‌ছিলুম, এমন সময় ও আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে। আন্‌তে আন্‌তে কত গাল দিলে, চুলের ঝুঁটি ধরে কত মার্‌লে। তা'তে আমার কোন কষ্ট হয় নি। শেষ বাবু যা বল্লেন, সে কথায়—(ক্রন্দন)

সর্ব্বে। নরেন্‌বাবু, কি শুন্‌লেন?

নরে। (সর্ব্বেশ্বরের হাত ধরিয়া) মশা'য়! আমাকে ক্ষমা করুন্। আমি একটা নিরেট মুখ্‌খু—আস্ত জানোয়ার! কুচক্রীর কথায় বিশ্বাস ক'রে সেই দেবতাকে অপমান করেছি; তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে, তাঁকে পুলিশে দিয়েছি। আর এই সরলা বালিকাকে তার কথা না শুনেই, যা বলবার নয় তাই বলেছি।

আমি নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া, ভাগ্য-বলে দেব তাকে ঘরে পেয়ে পায়ে ঠেলেছি। (সরলার প্রতি) আমাকে ক্ষমা কর, মা! না বুঝে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি। জগা, একে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যা। আর দরোয়ান্‌কে বল, অহরকে জুতো মার্‌তে মার্‌তে কাছারী বাড়ীতে এনে যেন আটকে রেখে দেয়। আমার হুকুম। হাঁ করে চেয়ে রইলি কি? শীগ গির যা, নইলে সব দূর ক'রে দোব। (সরলার প্রতি) যাও মা, দয়া করে আমার বাড়ীর ভেতর যাও,—খুব শিক্ষা দিয়েছ তুমি, তুমি আমার পূজনীয়।

সর। আমি বাড়ী যাই।

নরে। না, তা হবে না। তোমায় ছাড়্‌ব না!

সর। আমায় আট্‌কে রাখবে?

নরে। (স্বগত) হ্যাঁ, তোমায় ভক্তি ডোরে বেঁধে রাখ্‌ব। তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, আর তোমায় ছাড়্‌ব না।

সর। আজ বাড়ী যাই, আমার মা বাড়ীতে একলা রয়েছে।

নরে। তার ব্যবস্থা আমি ক'র্ব্ব! জগা, যা নিয়ে একে।

জগা। চল গো, চল, (স্বগত) নাঃ—বাবুটা একেবারে পাগল! এই এক রকম থাকে,—একটু পরে আর এক রকম! হুঁঃ—

[সরলাকে লইয়া ভৃত্যের প্রস্থান]

সর্ব্বে। নরেন্দ্রবাবু, বাবুকে নিয়ে আস্‌বার ব্যবস্থা করুন্। তার জন্যে যত টাকা লাগে আমি দোব।

নরে। আপনার কোনও ভাবনা নেই। দারগা আমার হাতে। আর আপনাকে টাকা খরচ ক'র্ত্তে হবে না; আমার পাপের যৎকিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত ক'র্ত্তে দিন্। চলুন্, দারগার কাছে যাওয়া যাক্।

সর্ব্বে। আপনার স্নানাহার হয়েছে?

নরে। স্নানাহার! ম'শায়, বুঝ্‌তে পাচ্ছেন্ কি, আমি কি যন্ত্রণা পাচ্ছি? লোকের ভ্রমক্রমে কুকাজ কর্ব্বার পর যখন ভুল ভেঙ্গে গিয়ে অনুতাপ আসে, তখন যে তাকে কি যন্ত্রণা পেতে হয়, তা সেই জানে!

সর্ব্বে। আপনি কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছেন্? মানুষমাত্রেরই ভুল হয়। যাক্, চলুন্, তবে যাওয়া যাক্। আমিও আর স্থির থাক্‌তে পাচ্ছি না।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নন্দলালবাবুর বাটীর অন্তঃপুর;—সুকুমারী ও প্রফুল্লের প্রবেশ।

সুকু। হ্যাঁরে, প্রফুল্ল! তুইনা-কি বলেছিস্ বি, এন্, মজুমদারের মেয়েকে বিয়ে কর্ব্বি না?

প্রফু। হ্যাঁ, বলেছি।

সুকু। সে কি কথা! কেন রে?

প্রফু। আমার খুসি, আমি বিয়ে ক'র্ব্ব না।

সুকু। কেন, তুই ত ব'লেছিলি বিয়ে করে বিলেত যাবি? শ্বশুর বিলেত যাবার খরচ দেবে ব'লেছে, খুব সুবিধে ত!

প্রফু। আমি বিলেত যাব, আমার নিজের পয়সায়, শ্বশুরের কাছে ভিক্ষে নিতে যাব কেন?

সুকু। বালাই! ভিক্ষে নিতে যাবি কেন? এ কথা যে চুক্তি হয়েছে।

প্রফু। পরের কাছে 'দাও' 'দাও' করা

সে ভিক্ষে নয় ত কি? চুক্তি আবার কিসের? তার কাছে ত আর আমার কোন পাওনা নেই!

স্বকু। ভিক্ষে আবার কি? মেয়ের বিয়ে দেবে, টাকা দেবে; এই কড়ার।

প্রফু। আমাকে রাগিও না বল্‌ছি! সে মেয়ে আমি কিছুতেই বিয়ে ক'র্ব্ব না। আমি সে মেয়ে দেখিছি।

স্বকু। ও-মা, তুই কি করে তাকে দেখ্‌লি আবার?

প্রফু। যেমন ক'রেই হোক্ না, আমি দেখেছি। আমি তাকে বিয়ে ক'র্ব্বো না।

স্বকু। সে কি বাবা, সে যে একরকম ঠিক্ হয়েই গেছে। তারা যে অনেক টাকা দেবে।

প্রফু। মা, তুমি টাকা পেতে পোবে?

স্বকু। ও আবার কি কথা!

প্রফু। কথাটা তেমন কিছু নয়! বিয়েতে কতকগুলো টাকা পেলেই জন্ম সার্থক হয়ে গেল? আর কিছুর দরকার নেই! আমি যাকে বিয়ে ক'র্ব্ব, সে যদি আমার মনের মতন না হ'ল, আমার যদি তাকে বিয়ে ক'র্ত্তেই ইচ্ছা না হয়, তবে বিয়ে করে সুখ? পরের ঘাড় ভেঙ্গে কতকগুলো টাকা আদায় করে নিতে পালেই তোমাদের হ'ল! এমন বিয়ে আমি ক'র্ত্তে চাই না! আমি বিয়ে ক'র্ব্ব না।

স্বকু। ছিঃ—বাবা, ছেলেমানুষী ক'র্ত্তে আছে কি? ওঁর বড় ইচ্ছা হয়েছে, ওখানে বিয়ে দিতে। তিনি এক রকম ঠিক্ ক'রেই ফেলেছেন, তিনি শুন্‌লে কি বল্‌বেন? তুমি ত আমার অবাধ্য ছেলে নও বাবা! লক্ষ্মীটী, কোন আপত্তি কোর না।

প্রফু। (বিরক্তভাবে) আঃ—জ্বালাতন ক'র্ত্তে লাগ্‌লে কেন? যদি এমন কর, আমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। তুমি বাবাকে ব'ল, আমি সে মেয়ে কখনও বিয়ে ক'র্ত্তে পার্ব্ব না, আমি আগে থাক্‌তে বলে দিচ্ছি।

[প্রস্থান]

স্বকু। ওরে শোন্, শোন্, ও প্রফুল্ল!

(নন্দলালবাবুর প্রবেশ)

নন্দ। প্রফুল্লটা কি বল্‌তে বল্‌তে গেল?

স্বকু। ও বল্‌ছিল, তুমি যেখানে ওর বিয়ের ঠিক্ ক'রেছ, ও সেখানে বিয়ে ক'র্ব্বে না।

নন্দ। হ্যাঁ, আমিও কিছু কিছু শুন্‌তে পাচ্ছি। তোমার সঙ্গে কি গজ গজ কচ্ছিল? কি বলে ও? কেন সেখানে বিয়ে ক'র্ত্তে চায় না?

স্বকু। তা কি জানি! বল্লে যে, 'আমি সে মেয়ে দেখেছি, আমি তাকে বিয়ে ক'র্ব্ব না।' তোমাকে একথা বলতে বললে।

নন্দ। আস্পর্দ্ধাও ত কম নয়! আমি বিয়ের ঠিক্ কর্‌লুম, উনি বিয়ে ক'র্ব্বেন্ না! এখনকার ছোড়াগুলো হ'ল কি? একেবারে ব'য়ে গেল? গুরু-লঘু-জ্ঞান নেই, বাপ মাকে মানা নেই, মিছে পয়সা খরচ করে ছোঁড়াদের লেখা-পড়া শেখান। ছোঁড়াকে লেখা-পড়া শেখাতে আমার কত খরচ হয়েছে,—তা'র হিসেব রেখেছে? আমি যে ভদ্রলোককে কথা দিলুম, কি ব'লব তাদের বল দেখি?

স্বকু। তাই ত! টাকাটাও অনেক পাওয়া যেত! আমি বোঝাতে গেলুম, শুন্‌লে না। তুমি একবার বুঝিয়ে বলে দেখ না?

নন্দ। বোঝাব আমার মাথা, আর মুণ্ডু!

আমি অনেক দিন শুনেছি, ছোঁড়ার হাটহদ্দ! ঐ যে হেমঘোষের একটা মেয়ে আছে না? ছোঁড়া তাকে বিয়ে কর্ব্বার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে! এখন রাতদিন ঐখানেই ত' থাকে। তা'র স্ত্রী-বেটীও কম নয়! রাতদিন ভজং-ভাজং দিচ্ছে আর কি! মেয়েটা বড় হয়েছে! পয়সা ত' নেই; বিকুবে কি ক'রে? আমার ছেলেটীকে টোপ গেঁথে বসে আছে। ছোঁড়াও যে গোঁয়ার-গোবিন্দ, সব পারে। আমাকে কি আর গ্রাহ্য করে। ছোঁড়ার আক্কেল দেখেছ একবার? আমার ছেলে,— আমি বিয়ের ঠিক্ কর্লুম, ছোড়া বলে কি না. বিয়ে কর্ব্ব না! আচ্ছা, দেখি কেমন না বিয়ে করে?—

স্বহৃ। আমি বলছিলুম কি, প্রফুল্লর যখন অত ঝোঁক্ পড়েছে তখন হেম ঘোষের মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দিলে হয় না! ঐত সবে একটা ছেলে!

নন্দ। তোমাকেও পগিয়েছে বুঝি? আচ্ছা, বেশ! যখন তোমাদের সকলেরই ইচ্ছা, তবে আমি অল্পে ছাড়্‌ব না। দশটী হাজার টাকা দিতে পারে, তবেই হবে। এক পয়সা কমে হবে না! আচ্ছা আমি এখুনি লোক পাঠাচ্ছি।

[প্রস্থান]

স্বহৃ। না, কেমন গোলমাল হয়ে গেল! প্রফুল্লর আর বিয়ে হবে না, দেখ্‌ছি। ওঁর যেখানে মত, প্রফুল্ল সেখানে বিয়ে ক'র্ব্বে না; প্রফুল্লর যেখানে ইচ্ছা, সেখানে কচ্ছে না! অত টাকা কি তা'রা দিতে রাজি হবে?

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হেমচন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুর।

অন্নপূর্ণা ও ঘটকী।

ঘট। হ্যাঁ গো মা, তোমার মেয়ের বিয়ের কি ক'চ্ছ?

অন্ন। কি আর ক'র্ব্ব? বিধাতা যা ক'র্ব্বেন্, তাই হবে।

ঘটকী। ও মা! অবাক্ ক'র্লে! বিধাতা কি হাতে তুলে তোমার মেয়ের বর জুটিয়ে দেবে গা? চেষ্টাবেষ্টা ত' ক'র্ত্তে হয়!

অন্ন। আমি চেষ্টা ক'রে কি ক'র্ব্ব বাছা! যাঁর ভাবনা তিনি ভাব্‌ছেন্!

ঘট। ধন্যি মেয়ে তুমি বাবা! ধন্যি তোমার বুকের পাটা! এতবড় আইবুড় ধেড়ে মেয়ে ঘরে রেখে পেটে ভাত দিচ্ছ কেমন ক'রে?

অন্ন। কি ক'র্ব্ব বাছা! মেয়ে বড় হয়েছে ব'লে ত' আর ফেলে দিতে পার্ব্ব না?

ঘট! বলি, মেয়ে কি আর কেউ ফেলেই দ্যায়? মেয়ের বিয়ের চেষ্টা দেখ্‌বে না? বিয়ে দেবে না?

অন্ন। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ! বিয়ের ফুল ফুটলেই হবে।

ঘটকী। (স্বগত) বাবা, এ মাগী ত' কম নয়! কিছুতেই নোয় না যে! নন্দলাল-বাবু ব'লেছে মিছে নয়! তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবে ঠিক্ ক'রে আছে; তাই মেয়ের বিয়ের জন্যে ভাবনা নেই। মরুগ্‌গে! আমাকে যা বলতে ব'লে দিয়েছে, আমি তা ব'লে যাই। (প্রকাশ্যে) হ্যাগা, ঐ যে ছেলেটী রাতদিন তোমাদের বাড়ীতে ব'সে থাকে, ঐ

কি নন্দলালবাবুর ছেলে? ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে?

অন্ন। কে, প্রফুল্ল?

ঘট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ পিরফুল্লই বটে। তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে?

অন্ন। (স্বগত) একদিন ত' তাই মনে করেছিলুম, কিন্তু আর ত আমার সেদিন নেই যে প্রফুল্লকে জামাই ক'র্ব্ব? (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ, প্রফুল্ল যার জামাই হবে, তার সৌভাগ্য বটে!

ঘট। ও-সব ভাগ্যি ফাগ্যি বুঝি না। আমার কাছে বাছা, খোলা কথা। ওর বাপ্ বলে পাঠিয়েছে যে, যদি নগদ দশ হাজার টাকা দিতে পার, তা হ'লে তোমার মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে দেবেন্।

অন্ন। (স্বগত) একি? আমার সঙ্গে এমন বিদ্রূপ ক'রে পাঠাবার কি দরকার? কিছুই ত বুঝ্তে পাচ্ছি না। মানুষ কি এত হৃদয়হীন হতে পারে? আমাদের এই দুরবস্থার সময়, এম্নি করে স্নেহের হাসি হেসে বিদ্রূপ করে পাঠাবে? যে প্রফুল্লর গুণের তুলনা হয় না, তা'র বাপ্ কি এত নীচ হবে? না না, তা' অসম্ভব।

ঘট। কি গো চুপ করে রইলে যে? উত্তর দিচ্চ না কেন? দিতে পার ত বল, আমি বলি গে।

অন্ন। (বিরক্তভাবে) দেখা যাবে।

ঘট। দেখা যাবে নয় বাছা! তিনি ছেলের বিয়ে দেবার জন্যে ভারী ব্যস্ত হ'য়েছেন, শীগ্‌গির ঠিক্ করে ফেল্‌বেন। তবে ছেলের না-কি তোমার মেয়েকে বিয়ে ক'র্ত্তে ভারী ইচ্ছে, তাই তিনি এ কথা বল্‌তে আমায় পাঠিয়েছেন। যদি দিতে পার ত' বল, আমি বলি গিয়ে।

(হেমচন্দ্রের প্রবেশ)

হেম। এ কি, এ আবার কে? লোকের এ অযাচিত আত্মীয়তা আর সহ্য হয় না! আমার মেয়ের বিয়ে হল কি না, তাই বোধ হয়, কেউ অনুগ্রহ ক'রে জান্‌তে এসেছেন্?

অন্ন। প্রফুল্লর বাপ্ ঘট্‌কী পাঠিয়েছেন, প্রফুল্লর সঙ্গে রমার বিয়ের জন্যে; নগদ দশ হাজার টাকা চেয়েছেন্।

হেম। (চিন্তা করিয়া ক্ষণ পরে ঘটকীকে) আচ্ছা, দোব দশ হাজার টাকা। তুমি বিয়ের ঠিক্ ক'র্ত্তে বল গে।

ঘট। (স্বগত) অ্যাঁ? মিন্সে বলে কি গো? এক দমে দশ হাজার টাকা দিতে স্বীকার পেয়ে গেল? কত পয়সাওলা লোকেও যা একবারে স্বীকার ক'র্ত্তে পারে না! এই বুলে, এত দুঃখের দশা হ'য়েছে! ও-সব ছিনালী, পয়সা ওয়ালা লোক ছেল; অবিশ্যি হাতে নগদ কিছু আছে! নইলে পারে? মরুগ্‌ গে। আমার এত কথায় দরকার কি? আমাকে যে যা বল্‌তে বলে, আমি তাই বলি গিয়ে। আমাদের ত কাজই এই! (প্রকাশ্যে) তবে আমি তা'দের বলি গিয়ে? এ কথা ঠিক্ ত?

হেম। হ্যাঁ, ঠিক্ নয় ত কি আমি মিছে কথা বল্‌ছি?

[ঘটকীর প্রস্থান]

অন্ন। (স্বগত) এ কি পরিহাস ক'চ্ছেন, না, প্রলাপ বল্‌ছেন্, কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না!

হেম। অন্নপূর্ণা, আশ্চর্য্য হ'চ্ছ? আশ্চর্য্য

হবারই কথা বটে! কি করি? উপায় নেই। লোকের কথা আর আমি সহ্য কর্ত্তে পারি না। এতদিন আমার কোনও খপর নেবার আত্মীয় কেউ ছিল না। আমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে কি না, জান্‌বার জন্যে আজ আমার অসংখ্য বন্ধু! রাস্তায় আমার বেরুবার যো নেই, অমনি চারিদিকে প্রশ্ন, চারিদিকে ঠাট্টা—বিদ্রূপ। আমি খেতে পাচ্ছি কি না পাচ্ছি, তা দেখ্‌বার আমার স্বদেশ-বাসীর কোন প্রয়োজন হয় নি! এখন আমার মেয়ের বিয়ের কি হ'চ্ছে জান্‌বার জন্যে সবাই ব্যস্ত! আমাকে সমাজচ্যুত কর্ব্বার জন্যে সকলেরই আগ্রহ। মানুষ আর কত সইতে পারে,—অন্নপূর্ণা? তাই আমি মনে করেছি, ঘর বাড়ী বেচে রমার বিয়ে দোব।

(অন্নপূর্ণা শিহরিয়া উঠিলেন্)

হেম। শিউরে উঠ্‌লে যে?

অন্ন। বাড়ী! বাড়ী কেন বেচ্‌বে?

হেম। বাড়ী না বেচ্‌লে মেয়ের বিয়ে দোব কি ক'রে? টাকা না হলে ত মেয়ের বিয়ে হবে না? আর মেয়েকে চিরকাল আইবুড় ক'রেও ত রাখ্‌তে পার্ব্ব না।

অন্ন। বাড়ী বেচ্‌লে ছেলে পুলে নিয়ে দাঁড়াব কোথায়?

হেম। গাছ-তলায়। তার জন্যে ভাবনা কি?

(অন্নপূর্ণা অধোবদনে নীরব রহিলেন)

হেম। কথা কইছ না যে! কষ্ট হ'চ্ছে? তুমিই না ব'লেছিলে, 'বিচ্ছেদ ভিন্ন জগতে আর কোনও কষ্ট নেই'? তবে আজ বাড়ী বেচ্‌বার নামে ভয় ক'চ্ছ কেন? রমা সৎপাত্রে পড়্‌বে, সুখে থাকবে।

অন্ন। তোমার যদি তাই ইচ্ছে হয়, আমার তা'তে কষ্ট কি? রমা সৎপাত্রে পড়ুক্, রমা সুখী হোক্। আমি সুবোধের হাত ধরে তোমার কাছে কুঁড়ে ঘরে বাস ক'রেও সুখী। তুমি যেখানে থাকবে, সেই আমার অট্টালিকা, সেই আমার অমরাবতী। আমি আর দুঃখ ক'র্ব্ব না। কিসের দুঃখ! জগদীশ্বর যেন তোমার চরণ সেবা থেকে আমায় বঞ্চিত না করেন্—এই আমার প্রার্থনা! আমি তোমার ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে তোমার চরণ-সেবা কোর্ব্বো। সেই আমার সুখ, সেই আমার শান্তি। আমি আর কিছু চাইব না, আর কষ্ট ক'র্ব্ব না!

তৃতীয় দৃশ্য।

(নন্দলালবাবুর বাটীর দরদালান।
নন্দলাল ও ঘটকীর প্রবেশ।)

নন্দ। তারপর?

ঘট। তারপর আর কি? আমি সে-দিন গিয়ে সব বল্লুম্। প্রথমটা মাগী খুব কেড়েলী কর্লে; যত বলি গ্রাহ্যই নেই। তারপর আমি পষ্ট করে বল্লুম, যদি নগদ দশহাজার টাকা দিতে পার, তাহলেই এ বিয়ে হবে, তা নইলে কিছুতেই এ বিয়ে হতে পারে না।

নন্দ। হুঁ—হুঁ—তা শুনে কি বল্লে?

ঘট। তারপর মিন্‌সে এসে জিগেস কর্লে?—

নন্দ। কি—কি—জিজ্ঞাসা কর্লে?

ঘট। মাগীকে জিগেস্ ক'র্লে। মাগি বল্লে, আমি যা বলেছিলুম্। মিন্‌সে শুনেই অম্নি রাজি হয়ে গেল।

নন্দ। একবারেই রাজি হয়ে গেল? আর কিছু বল্লে না?

ঘট। না, আর কি বল্‌বে? ব'লে, আমি দশহাজার টাকাই দোব, তুমি বিয়ের দিন ঠিক্ করে ফেল।

নন্দ। (সহাস্তে) হ্যাঁ, বাবা, বল্‌বে না? আজকালকার বাজার কেমন পড়েছে? প্রফুল্লর মত ছেলে দশ হাজার টাকাতেই পাওয়া যায় না কি?

ঘট। তা ত সত্যি।

নন্দ। তা'দের এতে ঠকা হয় নি; বরং আমারই ঠকা হয়েছে। বি, এল্ মজুমদারের মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে হ'লে, হাজার বার টাকা পাওয়া যেত! তা' ছাড়া বিলেত যাবার খরচটাও দিত! মরুগ্‌গে! ছোঁড়া যে-কালে অত ঝুঁকে পড়েছে, তখন ঐ খানেই দেওয়া যাক্।

ঘট। কবে বিয়ের দিন বল্‌ব? তা'রা একেবারে দিন স্থির ক'রে খপর দিতে ব'লেছে।

নন্দ। ১৩ই ফাল্গুন বিয়ের দিন আছে; ঐ ১৩ই ফাল্গুনই বল। কিন্তু টাকাটা আগে নোব। কি জানি, তাদের এখন অবস্থা খারাপ, যদি ঠকায়! টাকাটা আগে হাতে নেওয়া ভাল।

ঘট। আচ্ছা, তাই বল্‌ব। তবে আমি এখন যাই।

[প্রস্থান]

নন্দ। ঠিক্ হয়েছে! ওঃ! ছেলেটার কি হাতে পায়ে ধরা! বলে, "বাবা, তাদের অবস্থা এখন বড় খারাপ, তারা বাড়ী বেচে এ টাকা দেবে বলেছে! ও টাকা তুমি নিও না।" আ রে মোলো! বাড়ীই বেচুক্, আর গাড়ীই বেচুক, তাতে তোর বাবার কি? টাকা না নিয়ে কি অম্‌নি বিয়ে দোব না কি? কে কবে টাকা না নিয়ে অম্‌নি বিয়ে দিয়েছে? হুঁঃ! কালে কালে হ'ল কি? ছোঁড়াগুলোর ইংরেজি শিখে একেবারে ইংরেজী মেজাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাপ্-মায়ের মুখের ওপর বিয়ের কথা বল্‌তে লজ্জাও করে না! যাই হোক্ টাকাটা একবার হাতে পেলে হয়! কি জানি, ছোঁড়া যে গোঁয়ার, কখন কি ক'রে বস্‌বে! যাই, গিন্নীকে খপরটা দিই গে।

[প্রস্থান]

(একদিক্ দিয়া প্রফুল্ল ও অপর দিক্ দিয়া বিজয়ের প্রবেশ)

বিজ। কি হে?—ব্যাপার কি বল দেখি? অত জরুরি টেলীগ্রাম করেছিলে কেন?

প্রফু। তুমি এসেছ, বিজয়। এস ভাই! তোমাকে দেখ্‌লেও আমার প্রাণে সাহস হয়!

বিজ। ব্যাপারখানা কি? হঠাৎ তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে আমি যেন কি-রকম হয়ে গেলুম! হাস্‌ব কি কাঁদ্‌ব, ভয় কর্ব্ব কি বিস্মিত হব, কিছুই ঠিক্ ক'র্ত্তে পার্লুম না! কোর্ট থেকেই তাড়াতাড়ি সন্ধ্যের ট্রেনে বেরিয়ে এসেছি; বাসাতেও যাই নি।

প্রফু। জানি ভাই, তুমি আমাকে এম্‌নি ভাল বাস, তাই তোমাকে টেলিগ্রাম করেছিলুম্। আমি একটা বড় বিপদে পড়েছি, কি উপায় ক'র্ব্ব কিছুই স্থির ক'র্ত্তে পাচ্ছি না। আমাকে তুমি বুদ্ধি দাও।

বিজ। এখন গৌরচন্দ্রিকা রাখ, সুসংবাদটা কি, খপ্ ক'রে ব'লে ফেল।

প্রফু। ভাই, তুমি জান, হেমবাবুর মেয়ে রমাকে আমি ছেলে বেলা থেকে ভালবাসি। হেমবাবুরও বড় ইচ্ছা ছিল, আমার সঙ্গে

রমার বিয়ে দেন্। কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে আজ তাঁদের অবস্থা বড় খারাপ হ'য়ে পড়েছে। এ-দিকে বাবা আমার অন্য জায়গায় বিয়ের ঠিক্ ক'রে ফেলেন্।

বিজয়। তা ভাই, তোমার মাথার ওপর তোমার বাপ্ রয়েছেন, বিয়ের সম্বন্ধে তোমার স্বাধীন মতামত খাটবে কেন? তিনি যা কর্ব্বেন্, তাই হবে।

প্রফু। তুমি কি ক'রেছিলে?

বিজ। আমি এ বিষয়ে কতকটা স্বাধীন। একমাত্র মা ভিন্ন আমার মাথার উপর আর কেউ নেই। কিন্তু মনে কোরো না, আমি এ বিয়ে ক'রে সম্পূর্ণ সুখী হয়েছি। গরীবের মেয়ে ব'লে মা' আমার স্ত্রীকে আদৌ দেখ্‌তে পারেন্ না! সর্ব্বদাই বাক্যযন্ত্রণা দেন্। আমি যদি কিছু বোঝাতে যাই, উল্‌টে আমাকে যাচ্ছে তাই করেন্। তুমি কি মনে কর, আমি এ বিয়ে ক'রে সুখী হয়েছি?

প্রফু। বিয়েটা ত একটা সামান্য কথা নয়, ভাই! যাকে নিয়ে মানুষের সমস্ত জীবন-মরণের সম্বন্ধ, আমাদের অভিভাবকদের সে-দিকে আদৌ লক্ষ্য নেই! তাঁরা চান কেবল টাকা!

বিজ। হ্যাঁ—সে কথা ঠিক্। তোমার বিয়ে দিয়ে মেশম'শাই প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের জন্তে উৎসুক। রমার সঙ্গে তা হলে তোমার কি করে বিয়ে হয়, ভাই?

প্রফু। সেই কথাই তোমাকে বল্‌বার জন্তে এলাহাবাদ থেকে আনিয়েছি। শোন,—বাবা বি, এন, মজুমদারের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে স্থির করেন্। সে একটা আধা বাঙ্গালী, আধা ফিরিঙ্গি! টাকা কতকগুলো সে দেবে ব'লে বাবা সেইখানেই ঠিক্ করেন্। আমি ত আর সহ্য ক'র্ত্তে পার্লুম না। আমি স্পষ্টই বল্লুম্, 'এ বিয়ে আমি কর্ব্ব না।' তাই না শুনে বাবা ত' খুব চ'টে গেলেন্। তার পরে রমার সঙ্গে বিয়ে দিতে স্বীকার কর্লেন, কিন্তু ভাই কি বল্‌ব, রমার বাপের কাছ থেকে দশটী হাজার টাকা চেয়ে বস্‌লেন। কত বারণ কর্লুম, কিছুতেই তা শুন্‌লেন না। শুনেছ ত, রমার বাপের অবস্থা এখন খুবই খারাপ? তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সবই গিয়েছে, থাক্‌বার মধ্যে আছে কেবল বসত-বাড়ীখানি! তিনি বাবার কথায় রাজী হ'য়ে বাড়ী বিক্রী করে বাবার প্রার্থনা মত দশ হাজার টাকা দেবেন্ ব'লে স্বীকার হয়েছেন্। আমি শুনে আশ্চর্য্য হলুম্। তাঁকে কত বারণ কর্লুম, তিনিও স্থিরপ্রতিজ্ঞ। তিনিও কিছুতে আমার কথা শুন্‌লেন না। এখন মাঝে হতে আমিই বিপদে পড়েছি। রমার আশাও ত্যাগ ক'র্ত্তে পাচ্ছি না; আবার একটা লোকের ভিটে মাটী চাটি করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ক'র্ব্ব—তাও আমি পার্ব্ব না। এখন কি করি, বল দেখি?

বিজয়। (চিন্তা করিয়া) তাই ত! এ যে বড় কঠিন সমস্যা! রমাকে যে তুমি বিয়ে কর্ত্তে চাইবে, এটা আশ্চর্য্য নয়। রমা বিয়ে কর্ব্বার উপযুক্ত মেয়ে বটে! ছেলেবেলায় তাকে আমি দু'একবার দেখেছি।—কি লজ্জা, কি নম্রতা! যেমন রূপ তেমনই গুণ!

প্রফু। এখন যদি তা'কে আর একবার দেখ, তা হলে জীবনে ভুল্‌তে পার্ব্বে না।

বিজ। কিন্তু তোমার যে ভাই বাসনা পূর্ণ হয়েও হচ্ছে না!

প্রফু। না। বিজয়! আমি বড় মুস্কিলে পড়েছি, কি করি বল দেখি?

বিজ। দেখ, এক কাজ কর। আমি তোমায় দশ হাজার টাকা ধার দিচ্ছি, তুমি সেই টাকা গোপনে রমার বাপ্‌কে দাও গে। তিনি যেন ঐ টাকা মেশম'শাইকে দিয়ে তাঁর অর্থলিপ্সা পূর্ণ করেন্। তা'হলেই সকল দিকে মঙ্গল হবে। তোমারও বাসনা-সিদ্ধি হবে; মেশম'শাইও টাকা পাবেন্। আর একজন ভদ্রলোকও কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাবেন্।

প্রফু। হাঁ ভাই, এ অতি সদ্যুক্তি। এর চেয়ে সুন্দর উপায় আর নেই। তবে রমার বাপ্ এতে রাজী হবেন্ কি না, জানি না। তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত লোক। কিন্তু তোমার এ টাকা আমি কি করে শোধ কর্ব্ব?

বিজ। প্রফুল্ল, আমাকে এত তিন্ন ভাব্‌তে শিখ্‌লে কবে থেকে? আজই ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা বার করে দিচ্ছি। এখন চল। অনেক দিন পরে বাড়ী এলুম; একটু আড্ডা দেওয়া যাক্। [উভয়ের প্রস্থান] (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অষ্টাদশ প্রকরণ।

যস্য বোধোদয়ে তাবৎ স্বপ্নবদ্‌ভবতি ভ্রমঃ।
তস্মৈ সুখৈকরূপায় নমঃ শান্তায় তেজসে ॥১॥

যে আত্মার জ্ঞান হইলে এই প্রত্যক্ষ সংসার স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হয়, সেই সুখস্বরূপ শান্তজ্যোতিঃকে প্রণাম করি। ১।

অর্জয়িত্বাখিলানর্থান্ ভোগানাপ্নোতি পুষ্কলান্
নহি সর্বপরিত্যাগমন্তরেণ সুখী ভবেৎ ॥২॥

ধন-ধান্য, স্ত্রী-পুত্র, ভৃত্য প্রভৃতি অনেক বিষয় অর্জন করিয়া লোক নানাপ্রকার ভোগ প্রাপ্ত হয় (কিন্তু তাহাতে সুখ হইতে পারে না)। সর্ব্ববিধ-স্পৃহাত্যাগ ব্যতিরেকে কেহই সুখী হইতে পারে না।২।

কর্ত্তব্যদুঃখমার্ত্তণ্ড-জ্বালাদগ্ধান্তরাত্মনঃ।
কুতঃ প্রশমপীযূষ-ধারাসারমৃতে সুখম্ ॥৩॥

"ইহা কর্ত্তব্য," "ইহা কর্ত্তব্য নহে", এইরূপ সঙ্কল্পবিকল্প প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড-কিরণের ন্যায় আমাদিগের অন্তরাত্মাকে নিয়তই দগ্ধ করে। সঙ্কল্প-বিকল্প-ত্যাগরূপ শান্তিধারা ব্যতিরেকে কেহই সুখী হইতে পারে না। কর্ত্তব্যবুদ্ধি-দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সকলেরই কার্য্য করা প্রয়োজন সত্য বটে, কিন্তু তাহাই যাহাদের চরম উদ্দেশ্য, তাঁহারা কখনও সুখী হইতে পারেন্ না। কারণ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব তাঁহাকে চিরকালই দুঃখ দিতে থাকিবে; কেন না সে-দ্বন্দ্বের কখনও অবসান নাই; কর্ত্তব্য-পরম্পরা অনন্ত। অতএব কর্ত্তব্য শেষ করিয়া শান্তিলাভ করিবার আশা আকাশের ওপারে যাইবার কল্পনার মত মূঢ় ভাবনা-মাত্র। এখান হইতে বোধ হয় ঐযেন আকাশের সীমা, ঐ নীলাম্বরের কটাহ ভেদ করিলেই ও-পারে যাইব, কিন্তু সেখানে গেলেও তদূর্দ্ধেও সেই আকাশ; উহা অনন্ত-বিস্তৃত, স্থান অতিক্রম করিয়া উহার শেষ সীমায় পৌছিবার আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই। তদ্রূপ আপাততঃ কর্ত্তব্য-

গুলি শেষ হইতে না হইতে আবার কতকগুলি আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার প্রত্যেক কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিবার কালে বহুপ্রকার অকর্ত্তব্যের সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, কিছুতেই শান্তি পাওয়া যায় না। যেরূপ চক্রবালসীমা আমাদের অবস্থানভূমি হইতে অতিদূরে বর্ত্তমান নহে, কিন্তু তথাপি কেহই চক্রবালসীমায় উপস্থিত হইতে পারে না, সেইরূপ কোন এক মুহূর্ত্তে আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলির সংখ্যা অত্যধিক নহে, কিন্তু কর্ত্তব্যের অবসান কখনও উপস্থিত হয় না। অতএব সঙ্কল্পবিকল্পত্যাগ ব্যতীত কর্ত্তব্যজ্বালাদাহ হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। ৩।

ভবোঽয়ং ভাবনামাত্রো ন কিঞ্চিৎপরমার্থতঃ।
নাস্ত্যভাবঃ স্বভাবানাং ভাবাভাববিভাবি-
নাম্ ॥৪॥

এই সংসার কেবল সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার পারমার্থিক সত্তা কিছুই নাই। (অতএব সঙ্কল্পত্যাগ করিলে সংসার বিনষ্ট হয় এবং তৎসহিত সংসারের সকল কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্বেরও অবসান হয়। অতএব কর্ত্তব্যসম্পাদনকেই চরম লক্ষ্য না করিয়া যাহাতে আত্মজ্ঞান-দ্বারা সঙ্কল্পত্যাগ হয়, তাহাই উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক। কর্ত্তব্য-সম্পাদনের অভাবে আত্মার কোন হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, ভাবাভাবরূপ দ্বন্দ্বের অতীত আত্মার অভাব কখনও হয় না।৪।

ন দূরং ন চ সঙ্কোচাৎ লব্ধমেবাত্মনঃ পদম্।
নির্বিকল্পং নিরায়াসং নির্বিকারং নিরঞ্জনম্ ॥৫॥

আত্মা সর্বপ্রকার বিকল্পকল্পনারহিত, সর্ব্বপ্রকার শ্রমবিরহিত, বিকারশূন্য ও নির্লিপ্ত। এই আত্মাকে লাভ করিবার জন্য দূরে যাইতে হইবে না, অথবা সঙ্কুচিতও হইতে হইবে না; ইহা আমাদের স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ।

ব্যামোহমাত্রবিরতৌ স্বরূপাদানমাত্রতঃ।
বীতশোকা বিরাজন্তে নিরাবরণদৃষ্টয়ঃ ॥৬॥

কেবলমাত্র অজ্ঞানরূপ মোহকে ত্যাগ করিয়া স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা হইলে, সাধুগণ সকল শোক হইতে উত্তীর্ণ হন্ ও তাঁহাদের দৃষ্টির কোন আবরণ থাকে না; অর্থাৎ তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ হন্।৬

সমস্তং কল্পনামাত্রমাত্মা মুক্তঃ সনাতনঃ।
ইতি বিজ্ঞায়, ধীরোহি কিমভ্যস্যতি বালবৎ ॥৭॥

'আত্মা নিত্যমুক্ত, আর সমস্ত কল্পনামাত্র', এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে ধীরব্যক্তি বালকের ন্যায় কি অভ্যাস করিবেন্? (৭)

আত্মা ব্রহ্মেতি নিশ্চিত্য ভাবাভাবৌ চ
কল্পিতৌ।
নিষ্কামঃ কিং বিজানাতি কিং ব্রূতে করোতি
চ কিম্ ॥৮॥

'আমিই ব্রহ্ম', ইহা নিশ্চয় করিয়া ও সমস্ত ভাবাভাবপদার্থ কল্পিত জানিয়া যিনি সকল কামনা ত্যাগ করেন্, তাঁহার জানা, বলা বা করার কিছুই থাকে না।৮।

অয়ং সোঽহময়ং নাহমিতি ক্ষীণা বিকল্পনাঃ।
সর্বমাত্মেতি নিশ্চিত্য তূষ্ণীম্ভূতস্য যোগিনঃ ॥৯॥

সদসৎ যাহা কিছু ছিল, যাহা কিছু আছে, অথবা যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে সে সমস্তই আমি, ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়া যে যোগী সর্বব্যাপার-রহিত হন্, তাঁহার 'ইহা আমি', 'ইহা আমি নয়', এরূপ সকল বিকল্পনাই দূর হয়, অর্থাৎ তখন তিনি সর্বাত্মভূত হন্। 'আমি দেহাদি হইতে ভিন্ন', এই বিচার তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক।

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

ছুটি কখন্ হবে?

মা গো! আমার ছুটি কখন্ হবে?
তোমার কাছে ডাক্‌বে আমায় কবে?
সেই কখন্ সকাল হতে
পাঠিয়ে দিলে ভবের পথে,
প্রাণের ফেরি
কর্‌তে ফেরি
ফিরে সবার দ্বারে!
দিন ফুরাল, সন্ধ্যা হ'ল, সূর্য্য বস্‌ল পাটে!
এখনো কি মা, রাখ্‌বে বেঁধে আমায় ভাঙ্গা হাটে?
অবশ চরণ চলে না আর,
দুর্ব্বহ বড় দেহের ভার,
মাথার বোঝা
পীড়্‌ছে মা, যা'—
সে দুখ কব কা'রে!
আঁধার বুঝি ঘনিয়ে আসে খেয়া-তরীর ঘাটে!
ওই যে মাগো, জ্বল্‌ল আলো সবার বাটে বাটে!
একলা আমি এখনো কি মা,
ডাক্‌ব সবে—"আয়, ডাকে মা!"
শ্রান্ত অতি
ক্লান্ত অতি
ডেকে আকুল রবে!
মাগো, আমার ক্ষীণ-কণ্ঠ পশে না কারো কানে!
অর্ঘ্য আমার হেলায় দলি' আঘাত করে প্রাণে!
তোমার 'ফেরি' রইল পড়ে,
ঘরের ছেলে ফির্‌ব ঘরে,
কাতরে তাই
শুধু শুধাই
ছুটি কখন্ হবে?
মাগো! আমার ছুটি কখন্ হবে?
তোমার কাছে ডাক্‌বে আমায় কবে?

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

মিসেস্ বনার্জি।

(গল্প)

নিশানাথ বিশ্ব-নিয়ন্তার অখণ্ড নিয়ম পালন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। এই সংসার-রঙ্গালয়ের অন্ধকার-যবনিকা উন্মোচিত করিয়া অনেকক্ষণ হইল সূর্য্যদেব প্রবল প্রতাপে আকাশমার্গে উদিত হইয়াছেন। তাঁহার রথ নভোমণ্ডলের অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে; রশ্মিজাল নদ, নদী, নীরধি, নগমালা, নভোমণ্ডল ছাইয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার উদয়ে প্রকৃতি হাস্য করিতেছে; জগৎ পুলকিত হইয়াছে।

কলিকাতার চৌরঙ্গির মধ্যবর্ত্তী একটী বাটীর বারাণ্ডায় একটী স্ত্রীলোক চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্ত্রীলোকটীর বয়স বড় কম নয়। কিন্তু অনেক দিন যৌবনে পদার্পণ করিলেও যৌবন-সুলভ সৌন্দর্য্য তাঁহার দেহে সম্পূর্ণ প্রতিভাত। তিনি কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া এ-দিক্ ও দিক্ চাহিয়া মিহি সুরে ডাকিলেন, "বয়্ বয়্!" নীচে হইতে একটা আওয়াজ্ আসিল—'মেম্-সাব্! হু-জু-র!' মিহিসুরে পুনরায় স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "টি লে আও।"